শিক্ষক সহায়িকা

(প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক)

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রথম অংশ

সাধারণ বিষয়াদি

- ভূমিকা
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল
- ধর্মীয় শিক্ষা শিশুর প্রত্যাশিত ফলাফল
- ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্কের প্রত্যাশিত ফলাফল
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক কেন্দ্রের বিভিন্ন কাজ
- মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য
- শিক্ষকের জন্য তথ্য নির্দেশাবলি

ভূমিকা:

জীবনকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আজকের শিশুর অন্তরে লুকিয়ে আছে আগামী দিনের নেতৃত্ব। যে শিক্ষার্থীর ভিত্তি মজবুত সে শিক্ষাজীবনে ভালো শিক্ষার্থী এবং পরবর্তীতে একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। প্রাথমিক এবং পরবর্তী স্তরে শিক্ষা লাভের উপর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি জোরালো ও ইতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় সবার জন্য শিক্ষা অর্জনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বও অপরিসীম। বিশ্বব্যাপী অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ও একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি হ্রাসে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাছাড়া মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অপরিসীম প্রভাব রয়েছে।

সত্য ও ন্যায়ের পথে উজ্জীবিত থেকে অপরের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা যা কিছু ধারন করি তাকেই ধর্ম বলে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন-'ধর্ম এমন একটি ভাব যাহা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।' মনুসংহিতায় সনাতন ধর্মের ১০টি লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে-১।ধৃতি, ২। ক্ষমা, ৩। দম বা বহিন্দ্রিয় দমন, ৪। অস্তেয় বা চুরি না করা, ৫। শুচিতা, ৬। ইন্দ্রিয় সংযম, ৭। শুভবুদ্ধি, ৮। বিদ্যা, ৯। সত্য ও ১০। অক্রোধ। একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিকে ধর্মের ১০টি উল্লিখিত লক্ষণ অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত ধার্মিক হিসেবেগড়ে তোলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রয়োজন।

সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে তেমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই। 'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানই প্রকল্পের মূল কাজ। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিকে ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন উন্নত নৈতিক চরিত্রের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ অভিপ্রায়ে প্রকল্পের আওতায় ২ ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১। **ধর্মীয় শিক্ষা শিশু কার্যক্রম**-সমগ্র বাংলাদেশে ১,০০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬-১০বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিকেন্দ্রে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০জন। বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা ৩০,০০০ জন শিক্ষার্থী।

২। ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কার্যক্রম- প্রকল্পের আওতায় ১,৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১০+ অর্থাৎ দশ উর্ধ্ব শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিকেন্দ্রে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০জন। বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা ৪২,০০০ জন শিক্ষার্থী।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অক্ষর জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা ও ধর্মীয় চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা:

শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও ভৌগলিক অবস্থা নির্বিশেষে শিশুবান্ধব পরিবেশে আদর যত্ন, খেলাধুলা ও বিনোদনের মাধ্যমে ৪ থেকে ৬ বছরের শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করাই হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনাসহ সরকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো অনুমোদন করেছে।

ধর্মীয় শিক্ষা শিশু:

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। আর সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালুর মাধ্যমে। প্রতিটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী ৩০ জন সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীকে ভর্তিপূর্বক সঠিকভাবে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। ধর্মীয় শিক্ষা শিশু স্তরের কারিকুলামে সহজ ধর্মীয় শিক্ষা, রামায়ণ ও মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন রয়েছে। বার্ষিক মূল্যায়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদপত্র প্রদান করা হয়। ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে অনুপ্রাণিত হবে এবং গীতার অন্তর্নিহিত শিক্ষা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনধারায় প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক:

শিক্ষার কোন বয়স নেই, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকের শিক্ষা অর্জন করা প্রয়োজন। শিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম। গণশিক্ষা কার্যক্রমটি পরিচালিত হয় ১০+ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের মাঝে। মন্দিরের আঙ্গিনায় বসে ধর্মীয় অনুভূতির মাঝে একটু একটু করে চেষ্টা করতে করতে যাতে তারা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হতে পারে সে জন্য এই কার্যক্রম। সাধারণ অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানই এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে।

ভিশন:

৪-৬ বছর বয়সী সনাতন ধর্মাবলম্বী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক, শারীরিক, নৈতিক ও ধর্মীয় এবং বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশের কর্মসূচিতে তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা। সর্বোপরি, তারা যেন আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যুক্ত হয় সেই ব্যবস্থা করা। ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীদের মৌলিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সাক্ষরজ্ঞান প্রদান এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সচেতন করা।

লক্ষ্য:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের বিকাশ ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের শিক্ষার অধিকার পূরণ করে শিক্ষার সুযোগ সমূহ থেকে পুরোপুরি সুফল অর্জন এবং মানব সম্ভাবনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশে সক্ষম করে তোলা। ৬৪টি জেলার ৪৯৫টি উপজেলায় (সমগ্র বাংলাদেশ) ৫,০০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ১,৫০,০০০ জন শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনপোযোগী করে তোলা। ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,৪০০টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ৪২,০০০ জন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান। একইভাবে ১,০০০টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ৩০,০০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ করে সকল

শিক্ষক সহায়িকা

(প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক)

লক্ষ্মীপুর জেলার একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত
(প্রকল্পের কারিকুলাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত)

সম্পাদনায় : ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ
ড. কৃষ্ণেন্দু কুমার পাল
মোঃ রফিকুল ইসলাম
নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস
মোঃ মনির হোসেন মজুমদার
অসীম চৌধুরী
মোছাঃ নার্গিস আক্তার
মোঃ নুরুজ্জামান
প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
কাকলী রানী মজুমদার

প্রথম মুদ্রণ : জুন, ২০১২ খ্রি.
চতুর্থ মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০২৪ খ্রি.

মুদ্রণ সংখ্যা : ৭৫৫০ কপি

মুদ্রণ ও বাঁধাই : ফরাজী প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
১০১ মাতুয়াইল, মোগলনগর, ডেমরা, ঢাকা।

মুখবন্ধ

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা এ প্রকল্পটির প্রধান কাজ। প্রকল্পের অধীনে সমগ্র বাংলাদেশে ৭৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। তন্মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৫০০০টি, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু স্তরে ১০০০টি এবং ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরে ১৪০০টি। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক স্তরে শিক্ষার্থীদের সনাতন ধর্মীয় মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি গীতা শিক্ষা এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। যা শিক্ষার্থীদের উন্নত ও নৈতিক চরিত্রের মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের একটি আধুনিক ও উপযোগী কারিকুলাম রয়েছে। কারিকুলাম প্রণয়নের জন্য প্রকল্পের ডিপিপিতে একটি সুনির্দিষ্ট কারিকুলাম কমিটিও রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক স্তরের কারিকুলাম অনুযায়ী ০২টি বই রয়েছে 'আমার বই' ও 'সনাতন ধর্ম শিক্ষা'। ধর্মীয় শিক্ষা শিশু স্তরে ০৩টি বই রয়েছে 'সহজ ধর্মীয় শিক্ষা', 'রামায়ণ ও মহাভারত' এবং 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন'। ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরে ০৪টি বই রয়েছে 'আমাদের পড়ালেখা', 'সহজ ধর্মীয় শিক্ষা', 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' এবং 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন'। প্রকল্পের ০৩টি স্তরে উল্লিখিত পাঠ্যবই এবং কারিকুলাম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান এবং শিক্ষকদের পাঠদান কৌশল প্রাণবন্ত, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করার প্রয়াসে **"শিক্ষক সহায়িকা"** প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত শিক্ষক সহায়িকাটি ০৩টি স্তরে বিভক্ত করে করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরের কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষককে পাঠ দানের বিষয়ে নির্দেশনা ও করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। **"শিক্ষক সহায়িকা"** যথাযথ অনুসরণ শিক্ষকের জন্য আবশ্যিক দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হবে। শুধু তাই নয়, এ শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালক, মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর এবং ফিল্ড সুপারভাইজারের জন্যও জানা আবশ্যিক মনে করছি।

শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের কারিকুলাম কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ তাঁদের মূল্যবান দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। সেজন্য তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক স্তরের কারিকুলাম ও শিক্ষক সহায়িকা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। এজন্য এনসিটিবি কর্তৃপক্ষের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বইটির সার্বিক কাজ সম্পাদনের সাথে সার্বক্ষনিক যুক্ত থেকে অত্র প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। বইটির মুদ্রণজনিত অনিচ্ছাকৃত কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধনের প্রত্যয় ব্যক্ত করছি এবং বইটির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যেকোন ধরনের ইতিবাচক মতামত ও পরামর্শ আশা করছি।

পরিশেষে, প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে **"শিক্ষক সহায়িকা"** বইটি সকল শিক্ষকের নিকট আলোকবর্তিকা হয়ে কাজ করবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ
যুগ্মসচিব
প্রকল্প পরিচালক
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়।

সূচিপত্র

প্রথম অংশ

সাধারণ বিষয়াদি:

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	০১
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	০২
ধর্মীয় শিক্ষা শিশু	০২
ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক	০২
ভিশন	০২
লক্ষ্য	০২
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল	০৩
ধর্মীয় শিক্ষা শিশুর প্রত্যাশিত ফলাফল	০৪
ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্কের প্রত্যাশিত ফলাফল	০৫
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের বিভিন্ন কাজ	০৫
ধর্মীয় শিক্ষা শিশু কেন্দ্রের বিভিন্ন কাজ	০৫
ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্রের বিভিন্ন কাজ	০৬
সাপ্তাহিক রুটিন (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা)	০৬
সাপ্তাহিক রুটিন (ধর্মীয় শিক্ষা শিশু)	০৭
সাপ্তাহিক রুটিন (ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক)	০৭
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য	০৮
শিক্ষকদের জন্য তথ্য ও নির্দেশাবলী:	০৯
(ক) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে শিশুদের সাথে যোগাযোগের উপায়	০৯
(খ) শিশুদের শেখার উপায়	১০
(গ) শিশুরা সাধারণত যেভাবে শেখে	১০
(ঘ) শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১০-১২
(ঙ) কেন্দ্রে পাঠদান পরিচালনার জন্য শিক্ষকের দৈনন্দিন করণীয়	১২

দ্বিতীয় অংশ

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা (প্রাক-প্রাথমিক):

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
জাতীয় সংগীত/দৈনিক সমাবেশ	১৪-১৬
প্রাক-পঠন ও লিখন	১৭-২১
ছড়া, গল্প ও গান	২২-৩৩
প্রাক-গণিত	৩৪-৩৫
চারু ও কারুকাজ (চিত্রাংকনসহ)	৩৬-৩৯
ক্রীড়া ও শরীরচর্চা	৪০-৬৫
নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা	৬৬-৬৭
পরিবেশ ও স্বাস্থ্য	৬৮-৭৩
বিষয়ভিত্তিক আলোচনা (ধর্মীয় শিক্ষা শিশু):	
জাতীয় সংগীত/দৈনিক সমাবেশ ও মঙ্গলাচরণ	৭৪
সহজ ধর্মীয় শিক্ষা	৭৪
রামায়ণ ও মহাভারত	৭৪-৭৫
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন	৭৫
বিষয়ভিত্তিক আলোচনা (ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক):	
জাতীয় সংগীত/দৈনিক সমাবেশ	৭৬
মঙ্গলাচরণ	৭৭
আমাদের পড়ালেখা	৭৮-৮০
সহজ ধর্মীয় শিক্ষা	৮১-৮২
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৮৩
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন	৮৪

তৃতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
পরিশিষ্ট-ক	বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা (প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক)	৮৫-৯৩
পরিশিষ্ট-খ	শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রসমূহ	৯৪-৯৫
পরিশিষ্ট-গ	ক্ষেত্র-ভিত্তিক অর্জন উপযোগী দক্ষতাসমূহ	৯৬-১০০
পরিশিষ্ট-ঘ	মূল্যায়ন	১০১-১০৪
পরিশিষ্ট-ঙ	কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সভা	১০৫-১০৬

প্রথম অংশ

সাধারণ বিষয়াদি

- ভূমিকা
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল
- ধর্মীয় শিক্ষা শিশুর প্রত্যাশিত ফলাফল
- ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্কের প্রত্যাশিত ফলাফল
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক কেন্দ্রের বিভিন্ন কাজ
- মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য
- শিক্ষকের জন্য তথ্য নির্দেশাবলি

ভূমিকা:

জীবনকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আজকের শিশুর অন্তরে লুকিয়ে আছে আগামী দিনের নেতৃত্ব। যে শিক্ষার্থীর ভিত্তি মজবুত সে শিক্ষাজীবনে ভালো শিক্ষার্থী এবং পরবর্তীতে একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। প্রাথমিক এবং পরবর্তী স্তরে শিক্ষা লাভের উপর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি জোরালো ও ইতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় সবার জন্য শিক্ষা অর্জনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বও অপরিসীম। বিশ্বব্যাপী অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ও একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি হ্রাসে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাছাড়া মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অপরিসীম প্রভাব রয়েছে।

সত্য ও ন্যায়ের পথে উজ্জীবিত থেকে অপরের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমরা যা কিছু ধারন করি তাকেই ধর্ম বলে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন-'ধর্ম এমন একটি ভাব যাহা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।' মনুসংহিতায় সনাতন ধর্মের ১০টি লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে-১।ধৃতি, ২। ক্ষমা, ৩। দম বা বহিন্দ্রিয় দমন, ৪। অস্তেয় বা চুরি না করা, ৫। শুচিতা, ৬। ইন্দ্রিয় সংযম, ৭। শুভবুদ্ধি, ৮। বিদ্যা, ৯। সত্য ও ১০। অক্রোধ। একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিকে ধর্মের ১০টি উল্লিখিত লক্ষণ অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত ধার্মিক হিসেবেগড়ে তোলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রয়োজন।

সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে তেমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই। 'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানই প্রকল্পের মূল কাজ। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিকে ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন উন্নত নৈতিক চরিত্রের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ অভিপ্রায়ে প্রকল্পের আওতায় ২ ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১। **ধর্মীয় শিক্ষা শিশু কার্যক্রম**-সমগ্র বাংলাদেশে ১,০০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬-১০বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিকেন্দ্রে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০জন। বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা ৩০,০০০ জন শিক্ষার্থী।

২। ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কার্যক্রম- প্রকল্পের আওতায় ১,৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১০+ অর্থাৎ দশ উর্ধ্ব শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিকেন্দ্রে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০জন। বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা ৪২,০০০ জন শিক্ষার্থী।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অক্ষর জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা ও ধর্মীয় চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা:

শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও ভৌগলিক অবস্থা নির্বিশেষে শিশুবান্ধব পরিবেশে আদর যত্ন, খেলাধুলা ও বিনোদনের মাধ্যমে ৪ থেকে ৬ বছরের শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করাই হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনাসহ সরকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো অনুমোদন করেছে।

ধর্মীয় শিক্ষা শিশু:

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। আর সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চালুর মাধ্যমে। প্রতিটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী ৩০ জন সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীকে ভর্তিপূর্বক সঠিকভাবে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। ধর্মীয় শিক্ষা শিশু স্তরের কারিকুলামে সহজ ধর্মীয় শিক্ষা, রামায়ণ ও মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন রয়েছে। বার্ষিক মূল্যায়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদপত্র প্রদান করা হয়। ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে অনুপ্রাণিত হবে এবং গীতার অন্তর্নিহিত শিক্ষা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনধারায় প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক:

শিক্ষার কোন বয়স নেই, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকের শিক্ষা অর্জন করা প্রয়োজন। শিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম। গণশিক্ষা কার্যক্রমটি পরিচালিত হয় ১০+ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের মাঝে। মন্দিরের আঙ্গিনায় বসে ধর্মীয় অনুভূতির মাঝে একটু একটু করে চেষ্টা করতে করতে যাতে তারা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হতে পারে সে জন্য এই কার্যক্রম। সাধারণ অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা তথা ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানই এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে।

ভিশন:

৪-৬ বছর বয়সী সনাতন ধর্মাবলম্বী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক, শারীরিক, নৈতিক ও ধর্মীয় এবং বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশের কর্মসূচিতে তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা। সর্বোপরি, তারা যেন আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যুক্ত হয় সেই ব্যবস্থা করা। ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীদের মৌলিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সাক্ষরজ্ঞান প্রদান এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সচেতন করা।

লক্ষ্য:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের বিকাশ ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের শিক্ষার অধিকার পূরণ করে শিক্ষার সুযোগ সমূহ থেকে পুরোপুরি সুফল অর্জন এবং মানব সম্ভাবনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশে সক্ষম করে তোলা। ৬৪টি জেলার ৪৯৫টি উপজেলায় (সমগ্র বাংলাদেশ) ৫,০০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ১,৫০,০০০ জন শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনপোযোগী করে তোলা। ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১,৪০০টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ৪২,০০০ জন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান। একইভাবে ১,০০০টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ৩০,০০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ করে সকল

শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত করে গড়ে তুলতে শিশুর সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে। শিশুর বিকাশ হচ্ছে একটি স্বাভাবিক, ধারাবাহিক ও সমষ্টিগত প্রক্রিয়া। জন্মগতভাবে মানব শিশু নতুন কিছু গ্রহণ ও অনুসন্ধানের জন্য প্রস্তুত। এর ফলে শিশুর মস্তিষ্ক ও শরীর ক্রমাগত পরিণত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়া মূলত বিকাশ, তবে বিকাশ লাভের ক্ষেত্রে শিশুকে উপযুক্ত পরিবেশ দেয়া না হলে এই প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হবে। শিশুর সার্বিক বিকাশের কতগুলো ক্ষেত্র রয়েছে।

- শারীরিক বা চলন ক্ষমতার বিকাশ
- জ্ঞান বা বোধশক্তিগত বিকাশ
- ভাষার বিকাশ
- সামাজিক ও আবেগগত বিকাশ

(বিস্তারিত তৃতীয় অংশে)

বিকাশের ক্ষেত্র অনুযায়ী ৫-৬ বছর বয়সী শিশুদের অর্জন উপযোগী দক্ষতাসমূহের বিবরণ ৩য় অংশে দেখানো হয়েছে। মূলত বিকাশের সকলক্ষেত্রে সমানভাবে ৫-৬ বছরের জন্য নির্দিষ্ট দক্ষতাসমূহ যথাযথভাবে অর্জন করতে পারলেই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ যেমন নিশ্চিত হবে তেমনি সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্যও প্রস্তুত হবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তবভিত্তিক করতে ও বিকাশের তত্ত্বীয় ধারণাকে ব্যবহারিক পর্যায়ে নিয়ে আসতেই প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ফলাফলসমূহ হচ্ছে-

- নিজের নাম, মাতাপিতার নাম, পরিবারের ঠিকানা এবং নিজের জন্ম তারিখ বলতে পারা।
- শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম ও সেগুলোর কাজ বলতে পারা।
- সামাজিক রীতি ও ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করতে পারা, শুভেচ্ছা জানানো, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা, ধন্যবাদ দেয়া, অনুমতি চাওয়া, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সংগে উপযুক্ত সামাজিক মেলামেশায় নিয়োজিত হওয়া।
- শিশুদের বিভিন্ন ছড়া আবৃত্তি, শিশুদের গান ও জাতীয় সংগীত গাওয়া এবং গল্প বলতে পারা।
- একই ধরনের বস্তু বা জিনিস শ্রেণী অনুযায়ী সাজানো এবং এক ধরনের নয়, এমন বস্তু বা জিনিস আলাদা করতে পারা।
- বৃত্ত, ত্রিভূজ ও আয়তক্ষেত্র আঁকা ও সেগুলোর নাম বলতে পারা।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানা ও নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারা।
- নিত্যকর্ম ও প্রার্থনা করতে পারা।
- চারপাশের প্রাকৃতিক জিনিস, যেমন ফুল, ফল, মাছ, পাখি, প্রাণী, সূর্য, চন্দ্র, গাছ, আবহাওয়া, মাটি ও পানি ইত্যাদি চিনতে পারা ও সেগুলোর নাম ও কাজ বলতে পারা।
- ব্লক, মাটি, পাতা, কাগজ, কাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করে নিজের ইচ্ছায় বিভিন্ন বস্তু, খেলনা, খেলার সামগ্রী তৈরী করার মধ্য দিয়ে সৃজনশীলতা দেখাতে পারা।
- ০-১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো গণনা, চিনতে, পড়তে ও লিখতে পারা।
- ছোট ছোট যোগ ও বিয়োগ (১০ এর নিচের সংখ্যাগুলো নিয়ে) করতে পারা।
- বাংলা, ইংরেজি ও দেবনাগরী বর্ণমালা/অক্ষরগুলো চিনতে ও পড়তে পারা।
- দুটি বাংলা অক্ষর নিয়ে গঠিত শব্দসমূহ পড়তে ও লিখতে পারা।

- ছবি দেখে ঘটনা বর্ণনা করতে পারা।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে দেয়া শব্দাবলী উচ্চারণ করতে পারা।
- পরিচিত শব্দের বিপরীত শব্দ চিনতে অথবা বলতে পারা।
- ছোট-বড়, লম্বা-খাটো, হাল্কা-ভারী, চিকন-মোটা ইত্যাদি বলতে পারা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট ফলাফলসমূহ শিশুরা অর্জন করতে পারলে তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশ এবং তৎসম্পর্কিত দক্ষতাসমূহও অর্জিত হবে। ফলে তারা যথাযথভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে।

উপরোক্ত ফলাফল সমূহ অর্জন করার নিমিত্তে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুদের সঙ্গে বাস্তবায়নের জন্য কিছু বিষয় ও কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ধর্মীয় শিক্ষা শিশুর প্রত্যাশিত ফলাফল:

- সংস্কৃত (দেবনাগরী) বর্ণমালা শুদ্ধ উচ্চারণে পঠন ও সুন্দরভাবে লিখনের সক্ষমতা অর্জন করতে পারা।
- সংস্কৃত শব্দ, যুক্তবর্ণের সন্ধি বিচ্ছেদ, সঠিক উচ্চারণ ও বাংলা অর্থ শিখতে পারা।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠের পূর্বে পাঠকের প্রস্তুতি পর্বে করণীয় বিষয়ে (যেমন- শুদ্ধবস্ত্র পরিধান, আচমন করা, পাদুকা খুলে পাঠ করার আবশ্যকতা ইত্যাদি) শিক্ষা গ্রহণ ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারা।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠের শুরুতে প্রয়োজনীয় মঙ্গলাচরণের মন্ত্র (যেমন- শ্রীগুরু প্রণামমন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রণামমন্ত্র ইত্যাদি) শিখতে পারা।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থের পরিচিতি ও গীতার মাহাত্ম্য জানতে পারা।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকের সঠিক উচ্চারণ এবং ছন্দ ও সুর নির্ভুল পাঠ করতে পারা।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিভিন্ন অধ্যায় হতে মুখ্য ৬০টি শ্লোক বাংলা অনুবাদ সহ আত্মস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারা।
- গীতা শিক্ষা সমাপণের পরে প্রত্যেক শিক্ষার্থী পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মানুষ্ঠানে নিঃসংকোচে গীতা পাঠ করতে পারা।
- সনাতন ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারা।
- সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর পরিচিতি, প্রণামমন্ত্র সরলার্থসহ বলতে পারা।
- সনাতন ধর্মের বিভিন্ন নিত্যকর্মের মন্ত্রসমূহ বলতে পারা।
- রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী সম্পর্কে জানতে পারা।
- সনাতন ধর্মের বিভিন্ন তীর্থস্থান সম্পর্কে জানতে পারা।
- সনাতন ধর্মের বিভিন্ন মহাপুরুষগণের জীবনাচরণ ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারা।
- দশাবতার সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারা।
- সমবেত প্রার্থনা ও প্রার্থনা সঙ্গীত সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারা।
- প্রাণায়াম ও যোগাসন সম্পর্কে বলতে পারা।
- ত্রিসন্ধ্যা সম্পর্কে জানতে পারা।

ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্কের প্রত্যাশিত ফলাফল:

- বাংলা অক্ষরগুলো চিনতে, পড়তে ও লিখতে পারা (স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ)
- বাংলা অক্ষর নিয়ে গঠিত শব্দ সমূহ পড়তে ও লিখতে পারা।
- দেবনাগরী বর্ণমালা চিনতে, পড়তে ও লিখতে পারা।
- নিজের নাম, ঠিকানা ও চিঠি লিখতে পারা।
- বিভিন্ন বই, পত্রিকা, পোস্টার পড়তে পারা ও পড়ে বুঝতে পারা।
- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে সিদ্ধান্ত নিতে পারার দক্ষতা অর্জন।
- সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর পরিচিতি ও প্রণামমন্ত্র সরলার্থসহ বলতে পারা।
- ০-১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো গণনা করতে, চিনতে, পড়তে ও লিখতে পারা।
- গণিতের ৪টি নিয়ম যেমন যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করতে পারা।
- দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় গাণিতিক সমস্যা নিজে নিজে সমাধান করতে পারা।
- পরিমাপ ও ভগ্নাংশের ধারনা লাভ করা ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারা।
- সনাতন ধর্মের রীতিনীতি ও নিত্যকর্মের মন্ত্রসমূহ বলতে ও যথাযথভাবে পালন করতে পারা।
- সনাতন ধর্মের বিভিন্ন তীর্থস্থান সম্পর্কে জানতে পারা।
- বিভিন্ন মহাত্মাগণের পরিচিতি সম্পর্কে জানতে পারা।
- সমবেত প্রার্থনা ও বিভিন্ন প্রার্থনা সঙ্গীত সম্পর্কে জানতে পারা।
- সনাতন ধর্মের দশাবতার সম্পর্কে জানতে পারা।
- নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারা ও সে অনুযায়ী কাজ করতে পারা।
- সাধারণ প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে পারা।

ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট ফলাফলসমূহ শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারলে তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশ এবং তৎসম্পর্কিত দক্ষতাসমূহ অর্জিত হবে। ফলে তারা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো যথাযথভাবে পূরনে সক্ষম হবে। ব্যক্তির অজ্ঞানতা দূর হবে এবং তার আত্ম-উপলব্ধি জাগ্রত হবে, কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের বিভিন্ন কাজ:

শিশুদের সার্বিক বিকাশগত দিক এবং প্রত্যাশিত যোগ্যতাসমূহের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। কাজগুলোর মধ্যে যেমন রয়েছে শিশুদের বুদ্ধি ও ভাষা বিকাশ সম্পর্কিত কাজ, তেমনি রয়েছে শরীরের স্থুল ও সূক্ষ্মপেশীর দক্ষতা বিকাশ সম্পর্কিত কাজ। তাছাড়া শিশুরা যাতে সামাজিকভাবে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠে এবং ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা সঠিকভাবে আয়ত্ত্ব করতে পারে তাও শিক্ষা কেন্দ্রের কাজ নির্ধারণে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। কাজগুলো হলো-

১। জাতীয় সংগীত/দৈনিক সমাবেশ
২। প্রাক-পঠন ও লিখন
৩। ছড়া, গান ও গল্প
৪। প্রাক-গণিত
৫। চারু ও কারু কাজ (চিত্রাঙ্কন সহ)
৬। ক্রীড়া ও শরীরচর্চা
৭। নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা
৮। পরিবেশ ও স্বাস্থ্য

ধর্মীয় শিক্ষা শিশু কেন্দ্রের বিভিন্ন কাজঃ

প্রকল্পের ধর্মীয় শিক্ষা শিশুকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের বয়সসীমা ৬-১০ বছর পর্যন্ত। উল্লিখিত বয়সের কোমলমতি শিশুদের হৃদয়ে এবং জীবনাচরণে সনাতন ধর্মের বিভিন্ন নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে উন্নত ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তোলা এবং সমাজের টেকসই উন্নয়নে সহযোগিতা করাই এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

ধর্মীয় শিক্ষা শিশুকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষার বিকাশ তথা সম্প্রসারণের জন্য নিম্নোক্ত পাঠ্যবইসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

১। সহজ ধর্মীয় শিক্ষা।
২। রামায়ণ ও মহাভারত।
৩। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন।

ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্রের বিভিন্ন কাজঃ

ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের বয়সসীমা ১০ বা তদুর্ধ্ব বয়স্কদের মানসিক বিকাশের দিক এবং প্রত্যাশিত যোগ্যতাসমূহের দিকে লক্ষ্য রেখে ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে বয়স্কদের মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। তাছাড়া এসব নিরক্ষর ব্যক্তি যাতে সামাজিকভাবে সচেতন ও স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে এবং ধর্মীয় নৈতিক গুণাবলী অর্জন করতে পারে তাও শিক্ষা কেন্দ্রের কাজ নির্ধারনে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্রের পাঠ্যবইসূমহ নিম্নরূপঃ

১। আমাদের পড়ালেখা।
২। সহজ ধর্মীয় শিক্ষা।
৩। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।
৪। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট ফলাফলসমূহ অর্জনে তথা শিশুর সার্বিক বিকাশ ও অর্জন উপযোগী দক্ষতা অর্জনে কেন্দ্রের শিশুদের সঙ্গে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত কাজসমূহ সুসংগঠিতভাবে করার জন্য একটি রুটিন করা হয়েছে। নিম্ন বর্ণিত রুটিন অনুযায়ী শিক্ষক কেন্দ্রে শিশুদের সঙ্গে নির্ধারিত কাজসমূহ বাস্তবায়ন করবেন।

সাপ্তাহিক রুটিন **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা**

দিন	পাঠের বিষয় ও পাঠদানের সময়						
	জাতীয় সংগীত/ দৈনিক সমাবেশ (১০ মিঃ)	প্রাক-পঠন ও প্রাক-লিখন (আমার বই) (৩০ মিঃ)	নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা (সনাতন ধর্ম শিক্ষা) (২০ মিঃ)	ছড়া, গল্প ও গান (শিক্ষক সহায়িকা) (২৫ মিঃ)	প্রাক-গণিত (আমার বই) (২৫ মিঃ)	চারু ও কারুকলা (শিক্ষক সহায়িকা) (২০ মিঃ)	ক্রীড়া ও শরীরচর্চা (নির্দেশনা/ইচ্ছেমত) (শিক্ষক সহায়িকা) (২০ মিঃ)
রবি	ঐ	ঐ	ঐ	ছড়া	ঐ	ইচ্ছেমত ছবি আঁকা	ঐ
সোম	ঐ	ঐ	ঐ	গান	ঐ	হাতের কাজ (মাটি, কাগজ, পাতা, কাপড় ইত্যাদি দ্বারা)	ঐ
মঙ্গল	ঐ	ঐ	ঐ	গল্প	ঐ		ঐ
বুধ	ঐ	ঐ	ঐ	ছড়া	ঐ	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য	ঐ
বৃহস্পতি	ঐ	পুনরালোচনা	পুনরালোচনা	গান	পুনরালোচনা	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য	ঐ

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের ধর্মীয় শিক্ষা শিশু স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের জন্য বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করতঃ মাসভিত্তিক সিলেবাস অনুসরণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সাপ্তাহিক রুটিন করা হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত রুটিন অনুযায়ী শিক্ষক ধর্মীয় শিক্ষা শিশু স্তরের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নির্ধারিত কাজসমূহ বাস্তবায়ন করবেন।

সাপ্তাহিক রুটিন — ধর্মীয় শিক্ষা শিশু

বার	পাঠের বিষয় ও পাঠদানের সময়					
	জাতীয় সংগীত/দৈনিক সমাবেশ (১০ মিঃ)	মঙ্গলাচরণ (১০ মিঃ)	সহজ ধর্মীয় শিক্ষা (৪০ মিঃ)	রামায়ণ ও মহাভার (৩০ মিঃ)	প্রার্থনা সংগীত/নিত্য কর্মের মন্ত্রসমূহ/প্রশ্নব্যাংক (সহজ ধর্মীয় শিক্ষা) (২০ মিঃ)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন (৪০ মিঃ)
রবি	ঐ	ঐ	ঐ	রামায়ণ	প্রার্থনা সংগীত	ঐ
সোম	ঐ	ঐ	ঐ	রামায়ণ	নিত্য কর্মের মন্ত্র	ঐ
মঙ্গল	ঐ	ঐ	ঐ	মহাভারত	প্রার্থনা সংগীত	ঐ
বুধ	ঐ	ঐ	ঐ	মহাভারত	নিত্য কর্মের মন্ত্র	ঐ
বৃহস্পতি	ঐ	ঐ	ঐ	পুনরালোচনা	প্রশ্নব্যাংক	ঐ

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের জন্য বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করতঃ মাসভিত্তিক সিলেবাস অনুসরণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সাপ্তাহিক রুটিন করা হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত রুটিন অনুযায়ী শিক্ষক ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নির্ধারিত কাজসমূহ বাস্তবায়ন করবেন।

সাপ্তাহিক রুটিন — ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক

দিন	পাঠের বিষয় ও পাঠদানের সময়					
	জাতীয় সংগীত/দৈনিক সমাবেশ (১০ মিঃ)	মঙ্গলাচরণ (১০ মিঃ)	সহজ ধর্মীয় শিক্ষা (৪০ মিঃ)	আমাদের পড়ালেখা (২৫ মিঃ)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪০ মিঃ)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন ও অন্যান্য বিষয় (২৫ মিঃ)
রবি	ঐ	ঐ	ঐ	বাংলা (পঠন ও লিখন)	ঐ	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন
সোম	ঐ	ঐ	ঐ	গণিত	ঐ	প্রার্থনা সংগীত
মঙ্গল	ঐ	ঐ	ঐ	বাংলা (পঠন ও লিখন)	ঐ	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন
বুধ	ঐ	ঐ	ঐ	গণিত	ঐ	নিত্য কর্মের মন্ত্র
বৃহস্পতি	ঐ	ঐ	ঐ	পুনরালোচনা	ঐ	প্রশ্নব্যাংক

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য:

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। সমগ্র বাংলাদেশে এই প্রকল্পের কার্যক্রম বিস্তৃত। ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ৪৯৫টি উপজেলায় কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে।

শিক্ষাকেন্দ্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

- ৫,০০০ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ১,৫০,০০০ জন শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী করে তোলা, ১,০০০টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ৩০,০০০ জন শিক্ষার্থীকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান এবং ১,৪০০টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ৪২, ০০০ জন নিরক্ষরকে স্বাক্ষরতা ও ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হবে।
- প্রতিটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে ৪-৬ বছরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ জন। শিশুদেরকে অবশ্যই সনাতন ধর্মাবলম্বী হতে হবে। এক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর এলাকার শিশুদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- প্রতিটি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে ৬-১০ বছর বয়সী সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।
- প্রতিটি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ১০+ বছরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ জন। এদের অবশ্যই সনাতন ধর্মাবলম্বী হতে হবে।
- মন্দিরের আঙ্গিনা ব্যবহার করে এই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য একজন ন্যূনতম এস এস সি পাশ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। শিক্ষককে মন্দির সংলগ্ন এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বী হতে হবে। শিক্ষক নিয়োগের সময় মহিলা এবং সেবাইতদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়।
- প্রতিদিন প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রে দুই ঘন্টা ৩০ মিনিট হিসেবে সপ্তাহে ৫ দিন ক্লাস চলে। প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় থেকে প্রেরিত ছুটির তালিকা অনুযায়ী শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ থাকে।
- শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই, অনুশীলন খাতা, পেন্সিল, আর্ট পেপার, রঙিন কাগজ, রং পেন্সিল এবং ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্কদের জন্য বই, অনুশীলন খাতা, পেন্সিল, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য বই, খাতা, কলম ইত্যাদি ও শিক্ষকদের হাজিরা খাতা, স্টক রেজিস্টার, পরিদর্শন বই, পাঠদান বই, কলম, ডাস্টার, সাইনবোর্ড, ব্লাকবোর্ড, ১০ ধরনের ক্যালেন্ডার, জাতীয় পতাকা, ঘন্টা, ট্রাংক, কাঁচি, পেন্সিল কাটার, ইরেজার, তিলক ও আচমন পাত্র ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়।
- প্রাক-প্রাথমিক স্তরে অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উপায়ের সঙ্গে ছড়া, গল্প, গান, খেলাধুলা এবং বিনোদনের মাধ্যমে আনন্দদায়ক পরিবেশে শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা হয়।
- শিক্ষাকেন্দ্র সংশ্লিষ্ট জেলার সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও ফিল্ড সুপারভাইজারদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।
- ২ মাস অন্তর জেলা কার্যালয়ে শিক্ষকদের সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়।
- জেলা মনিটরিং কমিটি, উপজেলা মনিটরিং কমিটি ও কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে শিক্ষাকেন্দ্র মনিটরিং করা হয়।
- মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রাক-প্রাথমিক স্তরের প্রতি কেন্দ্রে ভর্তিকৃত ৩০ জন শিক্ষার্থীকে বছর শেষে ঐ এলাকার নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
- প্রতি শিক্ষাবর্ষ শেষে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সমাপনী সনদপত্র বিতরণ করা হয়।
- জেলা পর্যায়ে প্রতি শিক্ষাবর্ষ শেষে ১০ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী ও ৫ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রয়েছে।
- মাঝে মাঝে শিক্ষাকেন্দ্রে মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

শিক্ষকের জন্য তথ্য ও নির্দেশাবলী:

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে শিক্ষক। শিক্ষক পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম কেন্দ্রে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করলেই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে। শিক্ষার্থীদের সংগে যথাযথভাবে নির্ধারিত কাজসমূহ করার জন্য তাদের সাথে সঠিকভাবে যোগাযোগের উপায় কিংবা তারা কীভাবে শেখে এরূপ তত্ত্বীয় বিষয় যেমন শিক্ষককে জানতে হবে, তেমনি প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনায় তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও তাঁকে সচেতন হতে হবে। নিম্নে শিক্ষকদের জন্য বিস্তারিত তথ্য ও নির্দেশাবলী তুলে ধরা হলো-

(ক) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে শিশুদের সাথে যোগাযোগের (Interaction) উপায়: পাঠের সফলতা নির্ভর করে শিশুর সাথে শিক্ষকের সহজ ও সাবলীল ভাব বিনিময়ের উপর। ভাব বিনিময় দু'ভাবে হতে পারে। মৌখিক এবং অমৌখিক। মৌখিক ভাব বিনিময়ের সময়ে কিছু বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন:

১. খুব উঁচু বা খুব নীচু স্বরে কথা না বলা।
২. সহজ ভাষায় সরাসরি ও ধীরে ধীরে কথা বলা।
৩. কথার ভাবের সাথে মিল রেখে কণ্ঠস্বরের ওঠানামা ঠিক রাখা।
৪. শিশুদের কথা বলার মাঝখানে কথা না বলা।
৫. শিশুদের এমন প্রশ্ন করা যেখানে চিন্তা করার সুযোগ থাকে।

মৌখিক নয় এমন ক্ষেত্রে ভাব বিনিময়ের লক্ষণীয় দিকগুলো হলো:

১. শিশুদের সাথে চোখে চোখে যোগাযোগ রাখা।
২. শিশুদের সাথে হাসিখুশি থাকা।
৩. শিশুদের সামনে আন্তরিকভাবে বসা।
৪. শিশুদের কাছাকাছি যাওয়া।
৫. হাত, মাথা ও মুখ নাড়াচাড়ার মধ্যে একটি সমন্বয় রক্ষা করা।
৬. কথার ভাবের সাথে অঙ্গভঙ্গি ঠিক রাখা।

শিশুদের সাথে যোগাযোগ বা ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা এবং প্রশ্নের উত্তর শোনা, ভাষা বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদেরকে এমন প্রশ্ন করতে হবে যাতে তারা চিন্তা করার সুযোগ পায়। প্রশ্ন সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন:

(i) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

এধরনের প্রশ্নের উত্তর সাধারণত 'হ্যাঁ' বা 'না' হয় অথবা খুবই সংক্ষিপ্ত হয়। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে শিশুদের চিন্তা করার এবং বেশি কথা বলার সুযোগ থাকে না। যেমন: "এ জায়গাটা কি তোমার ভাল লাগে"? এ ধরনের প্রশ্ন শিশুর ভাষা বিকাশে তেমন একটা সহায়তা করে না।

(ii) মুক্ত প্রশ্ন:

এ ধরনের প্রশ্ন শিশুকে চিন্তা করতে এবং তার নিজের মতো করে উত্তর দিতে সহায়তা করে। এতে করে সে তার ধারণা, অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। যেমন: "এই জায়গাটা তোমার ভাল লাগে কেন"?

(iii) প্রভাবিত প্রশ্ন:

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নকর্তা তার পছন্দের উত্তর আশা করে অর্থাৎ শিশু বা উত্তরদাতা প্রশ্নের প্রতি প্রভাবিত হয়। যেমন: "এ জায়গাটা খুব সুন্দর তাই না"? এ ধরনের প্রশ্ন করলে শিশুরা তার নিজস্ব মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় না। বরং প্রশ্নকর্তার ইচ্ছা-অনিচ্ছানুযায়ী উত্তর দেয়। শিশুদের সব ধরনের প্রশ্নই করা উচিত হবে, তবে মুক্ত প্রশ্নের ব্যবহার বেশি থাকতে হবে।

(খ) শিশুদের শেখার উপায়:

শিশুরা বিভিন্নভাবে শেখে। কেউ দেখে শেখে, কেউ শুনে শেখে, কেউ করে শেখে ও কথার মাধ্যমে শেখে। আবার যে দেখে শেখে, সে শুনে বা অন্যভাবে যে শেখে না তা কিন্তু নয়। তেমনি যে শোনার মাধ্যমে শেখে সে অন্যভাবেও শিখতে পারে। প্রত্যেক শিশুর শেখার ধরনেই একটা নিজস্বতা থাকে। তবে মূল কথা হলো, শিশুরা একভাবে শেখে না, জীবনে চলার পথে তারা বিভিন্নভাবে শিখে থাকে।

(গ) শিশুরা সাধারণত যেভাবে শেখে তা হলো

- দেখে
- কাজ করে
- প্রশ্ন করে
- কল্পনা করে
- অংশগ্রহণ করে
- দলে কাজ করে
- গল্পের মাধ্যমে
- বই পড়ে
- অনুকরণ করে
- খেলে
- গান করে
- নির্দেশনা থেকে
- একাকী চিন্তাকরে
- অনুসন্ধান করে
- নাচের মাধ্যমে
- শুনে
- স্বাদ নিয়ে
- ছবির মাধ্যমে
- তুলনা করে
- নাড়াচাড়া করে
- ছড়ার মাধ্যমে
- বার বার চেষ্টা করে

(ঘ) শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের পেছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক। তিনি শিশুদের পাঠদান থেকে শুরু করে কেন্দ্র পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় কাজের ধরণ অনুসারে শিক্ষকের কাজগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন:

(i) শ্রেণি ব্যবস্থাপনা
(ii) পাঠ পরিচালনা
(iii) উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
(iv) বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ
(v) সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি

উল্লিখিত কাজগুলো ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের মতো করে করা যেতে পারে।

(i) শ্রেণী ব্যবস্থাপনা:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত শ্রেণি ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন শিক্ষক।
এখানে যে সকল কাজ তিনি করবেন সেগুলো হলো-

▪ শ্রেণিকক্ষ আকর্ষণীয় করে সাজানো:

একটি সাজানো গোছানো শ্রেণিকক্ষ শিশুদের মননশীলতার বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সাজানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। যেমন:

- সরবরাহকৃত ১০ ধরনের ক্যালেন্ডার কেন্দ্রে টানিয়ে রাখা। এগুলো এমনভাবে টানাতে হবে যাতে শিশুরা সহজেই দেখতে পায়। খুব বেশি উপরে টানানো ঠিক হবে না।
- দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় ব্লাক বোর্ড টানাতে হবে, যাতে সব শিশু সহজেই দেখতে পায়। ব্লাক বোর্ডের উচ্চতা হবে এমন, যাতে কেন্দ্রের সবচেয়ে ছোট শিশুটিও তা সহজে দেখতে পারে এবং ব্যবহার করতে পারে।
- শিশুদের আঁকা ছবি এবং বিভিন্ন হাতের কাজ দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সাজানো যেতে পারে। তবে, ছবিগুলো কিছুদিন পর পর পরিবর্তন করতে হবে। মাটি, পাতা বা কাগজের তৈরি উপকরণগুলো শ্রেণিকক্ষে সুন্দর করে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

বি:দ্র: ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক স্তরের শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য সরবরাহকৃত কল্যালেন্ডরসমূহ কেন্দ্রে টঙ্গিয়ে রাখা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণ সহজ, সাবলীল ও আকর্ষনীয় হবে।

শিশুদের নির্দিষ্ট নিয়মে বসানো:

কাজের ধরণ অনুযাযী শিশুদেরকে কখনো কখনো বড় দলে আবার কোনো কোনো সময় ছোট দলে বসাতে হবে। বড় দলের সময় 'U' আকৃতিতে বসাতে হবে যেন শিশুরা একে অপরকে দেখতে পায়। ছোট দলের সময় শিশুরা ফাঁকা ফাঁকা হয়ে বসবে। যাতে প্রতিটি দলের কাছে সহজেই যাওয়া যায়। আবার গল্প বলার সময় হয়তোবা শিশুদেরকে কাছাকাছি জড়ো করে বসানো যেতে পারে।

বিভিন্ন দলের চিত্র :

সমাবেশ ও জাতীয় সংগীতের সময় লম্বা লাইনে প্রস্তুতি নিতে হবে।

শ্রেণিকক্ষের ভিতর ও বাহির পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা:

শিক্ষাকেন্দ্র সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। এজন্য করণীয় কাজগুলো হলো নিয়মিত ঝাড়ু দেয়া, নিয়মিত ঝুল পরিষ্কার করা ও উপকরণগুলো মুছে রাখা। তাছাড়া কেন্দ্রের বাইরের চারপাশ ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এসকল কাজ করার জন্য পর্যায়ক্রমে শিশুদেরকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পরে। তবে অবশ্যই সেগুলো শিক্ষক তত্ত্বাবধান করবেন।

(i) বাহিরে খেলার জায়গা:

শ্রেণিকক্ষের আশেপাশে নিরাপদ ও উন্মুক্ত জায়গায় (যেমন: মাঠ, গাছের ছায়ায় ইত্যাদি) দলীয় খেলার আয়োজন করতে শিক্ষক উদ্যোগী হবেন। শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত খেলাধুলা ছাড়াও স্থানীয়ভাবে প্রচলিত খেলা যেমন এক্কা দোক্কা, গোল্লাছুট ইত্যাদি খেলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। তবে স্থানীয় খেলা নির্বাচন ও খেলার সময় শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টি সর্বোচ্চ বিবেচনায় রাখতে হবে।

(ii) পাঠ পরিচালনা:

শিক্ষক প্রতিদিন পরিকল্পনা মাফিক পাঠ পরিচালনা করবেন। পাঠ পরিকল্পনায় তিনি কী কী বিষয়বস্তু পড়াবেন, কীভাবে পড়াবেন, কী কী উপকরণ লাগবে সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নেবেন। পাঠ পরিচালনার জন্য যে রুটিন রয়েছে সে অনুযায়ী পাঠদান করবেন। একটি কথা-পাঠ পরিচালনায় শিশুদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে রুটিনে কিছুটা পরিবর্তনও আনা যেতে পারে। পাঠ পরিকল্পনার জন্য প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত **"পাঠদান বই"** অনুসরণ করতে হবে।

বি:দ্র: ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক স্তরের শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষককেও পাঠ পরিকল্পনার জন্য সরবরাহকৃত 'পাঠদান বই' ব্যবহার করতে হবে।

(iii) উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে স্থানীয়ভাবে কিছু উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন পরবে। যেমন: পাতা, কাঠি, কাগজ, বোতাম, ছোট ছোট পাথর ইত্যাদি। পাঠ পরিচালনার রুটিন অনুসরণ করে শিক্ষক ক্লাস শুরুর পূর্বেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণসমূহ সংগ্রহ করে রাখবেন। শ্রেণিকক্ষের নির্ধারিত কাজের মাধ্যমে শিশুরা ছবি আঁকা এবং পাতা, মাটি বা কাঠি দিয়ে অনেক জিনিস তৈরি করবে। শিশুদের আঁকা ছবি বা তাদের তৈরি জিনিস দিয়েও শ্রেণি সজ্জা করা যেতে পারে। শিক্ষক পিতামাতা ও স্থানীয় অভিভাবকদের সহায়তায় শিশুদের জন্য বিভিন্ন খেলনাও সংগ্রহ করতে পারেন তবে তা হতে হবে শিশু-বান্ধব এবং নিরাপদ।

- উপকরণ আকর্ষণীয় ও টেকসই হবে।
- সহজলভ্য ও শিশুদের জন্য নিরাপদ হবে।
- শিশুদের বিকাশ উপযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য হবে।
- উপকরণের ব্যবহার ক্ষেত্রে তা গুছিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

(iv) বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সাবলীলভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। শিক্ষককে এক্ষেত্রে শিশু, অভিভাবক এবং স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তাদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

v) সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের কাজ সফলভাবে সম্পাদনের জন্য সামাজিক সচেতনতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিভাবকগণ যদি শিক্ষা কেন্দ্রের কাজ সম্পর্কে জানেন, এর গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা বোঝেন তাহলে তাদের কাছ থেকে সবসময় সহযোগিতা পাওয়া যাবে। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে শিক্ষক নিচের পদক্ষেপগুলো নিতে পারেন-

- হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের স্থানীয় সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণ করা।
- বিভিন্ন সময়ে শিশুদের খোঁজ খবর নেয়া এবং শিশুদের ভালমন্দ নিয়ে তাদের অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করা।
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভা সমাবেশে শিশু বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচনা করা এবং বিভিন্ন উপকরণ প্রদর্শন করা।
- নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করে শিক্ষাকেন্দ্রের সকল শিশুকে বছর শেষে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির উদ্যোগ নেয়া।
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/হিন্দু গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করা।

(ঙ) কেন্দ্রে পাঠদান পরিচালনার জন্য শিক্ষকের দৈনন্দিন করণীয়:

- প্রতিদিন জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও দৈনিক সমাবেশের (ব্যায়ামসহ) মধ্য দিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের অধিবেশন শুরু হবে।
- পাঠদানের শুরুতে শিক্ষক কেন্দ্রে উপস্থিত শিশুদের সংগে কুশল বিনিময় করবেন এবং তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা জানতে ও তা দূর করতে সচেষ্ট হবেন। এজন্য কোন ধাঁধাঁ, ঘটনা, গান বা গল্পের মাধ্যমে আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক পাঠের যে যে বিষয় পড়াবেন তার আগের দিন অবশ্যই ঐ বিষয় অনুযায়ী প্রস্তুতি নেবেন এবং কার্যদিবস অনুযায়ী পাঠদান বইয়ে তা লিপিবদ্ধ করবেন। এতে ক্লাস পরিচালনা সহজ ও আনন্দদায়ক হবে।
- বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় উপকরণের প্রয়োজন হলে (যেমন : ফুল, বিচি, কাঠি ইত্যাদি) শিক্ষক সেই বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পূর্বের দিন শিশুদেরকে কী কী উপকরণ নিয়ে আসতে হবে তা বলে দেবেন।
- প্রতিটি কাজই গুরুত্বপূর্ণ, শিশুরা প্রতিটি কাজ বুঝতে পারছে কি না এবং সঠিকভাবে করতে পারছে কি না শিক্ষক অবশ্যই সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।
- প্রতিটি বিষয় উপস্থাপনের সময় শিশুদেরকে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করবেন।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের অর্থাৎ মন্দিরের জায়গা থাকলে সেখানে খেলাধুলা ও ব্যায়াম করাবেন। যদি বাইরে জায়গা না থাকে তাহলে কেন্দ্রের ভেতরে করাবেন।
- নিজ নিজ বই, খাতাপত্র ইত্যাদি গুছিয়ে রাখার জন্য শিশুদের উৎসাহিত করবেন। সকল ধরনের ক্যালেন্ডার এবং উপকরণ ক্লাসে ব্যবহারের পর শিক্ষক সেগুলো ভালোভাবে গুছিয়ে ট্রাংকে রেখে দেবেন।
- পাঠদান শেষে শিশুদেরকে পরবর্তী দিনে আবারও কেন্দ্রে আসার জন্য আকর্ষণীয় কিছু বলে ধন্যবাদ/শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্লাস শেষ করবেন।

দ্বিতীয় অংশ

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

(প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা)

- জাতীয় সংগীত/দৈনিক সমাবেশ
- প্রাক-পঠন ও লিখন
- ছড়া, গল্প ও গান
- প্রাক-গণিত
- চারু ও কারুকাজ (চিত্রাঙ্কনসহ)
- ক্রীড়া ও শরীর চর্চা
- নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা
- সামাজিক পরিবেশ

প্রকল্পের নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

(প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা)

১। জাতীয় সংগীত/দৈনিক সমাবেশ

- ➲ জাতীয় পতাকা উত্তোলন
- ➲ প্রার্থনা
- ➲ শপথ পাঠ
- ➲ জাতীয় সংগীত
- ➲ শ্লোগান
- ➲ উপস্থিত বক্তব্য

❖ সমাবেশ সাবধান হবে-সাবধান
আরামে দাড়াবে-আরামে দাড়াও
সাবধান হবে সাবধান
সামনে হাত তুলে জায়গা নিবে ১-২
পাশে হাত তুলে জায়গা নিবে ১-২
সাবধান হবে-সাবধান

- ❖ জাতীয় পতাকা উত্তোলন
- ❖ জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ১-২
- ❖ আরামে দাড়াবে আরামে দাড়াও
- ❖ প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত
- ❖ পবিত্র গীতা থেকে পাঠ

যেমন ছিলে

- ❖ সাবধান হবে সাবধান
- ❖ শপথের জন্য প্রস্তুত

শপথ

"আমি শপথ করিতেছি যে, মানুষের সেবায় সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখিব। দেশের প্রতি অনুগত থাকিব। দেশের একতা ও সংহতি বজায় রাখিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিব।

হে মহান সৃষ্টিকর্তা, আমাকে শক্তি দিন, আমি যেন বাংলাদেশের সেবা করিতে পারি এবং বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী ও আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়িয়া তুলিতে পারি।"

❖ যেমন ছিলে-
❖ জাতীয় সংগীত-১-২-৩-৪

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাঁজায় বাশি।।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রানে পাগল করে,
মরি হায় হায় রে–
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি।।

কি শোভা, কি ছায়া গো, কি স্নেহ, কি মায়া গো–
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বানী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা আমি নয়নজলে ভাসি।।

❖ শ্লোগানের জন্য প্রস্তুত হবে - প্র - স্ত - ত:
০১। বাংলাদেশ, বাংলাদেশ - চিরজীবী হোক, চিরজীবী হোক।
০২। শিক্ষার আলো - ঘরে ঘরে জ্বালো।
০৩। জ্ঞানীরা জীবিত - বাকীরা মৃত।
০৪। শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা চাই শিক্ষা ছাড়া উপায় নাই।
০৫। নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত হবো, মানবতাবোধে জাগ্রত হবো।
০৬। শিক্ষা, ধর্ম, নৈতিকতা- মশিগশি প্রকল্পের সারকথা।
০৭। শিক্ষা-ধর্ম-সম্প্রীতি - মশিগশি প্রকল্পের মূলনীতি।
০৮। জন্মগুণে বর্ণ নয়, কর্ম গুণে বর্ণ হয়।
০৯। মানবিকতা লালন করি, নৈতিক শিক্ষায় দেশ গড়ি।

যেমন ছিলে- হাত নামাও

৫টি ব্যায়াম (১। হাতের ব্যায়াম-ফুলকলি, ২। হাতের ব্যায়াম ১ থেকে ৪ গণনা করে, ৩। কোমরের ব্যায়াম, ৪। মাথার উপর তালি বাজানো ও ৫। শরীরের চার অবস্থান) করবে।

- ➢ উপস্থিত বক্তব্য (১ থেকে ২মিনিট) [বিভিন্ন জাতীয় দিবস বা অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষক বক্তব্য রাখবেন, বিষয়ের নমুনা নিম্নে দেয়া আছে।
- ➢ সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা।
- ➢ শিক্ষার্থীরা প্রার্থনা সঙ্গীতের মাধ্যমে সারিবদ্ধভাবে শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ এবং নিজ নিজ আসন গ্রহণ করবে।

বিষয়ের তালিকা:

০১। আমাদের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস।

০২। মহান বিজয় দিবস।

০৩। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ।

০৪। ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

০৫। মাতা পিতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

০৬। বাংলাদেশের ছয়টি ঋতু।

০৭। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদী।

০৮। বাংলাদেশের জাতীয় ফুল, ফল, পশু, পাখি, মাছ ইত্যাদি।

০৯। জন্ম নিবন্ধন সনদ।

১০। স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা।

১১। মহাপুরুষের বাণী।

১২। পুষ্টিকর খাবার।

১৩। বৃক্ষ রোপণ।

১৪। অন্যান্য বিষয় [শিক্ষক নির্ধারণ করবেন]।

প্রকল্পের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের পোশাকের নমুনা

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

২। প্রাক-পঠন ও লিখন:

- প্রাক-পঠন ও পঠনের বিষয়বস্তু
- পড়ানোর নিয়ম
- প্রাক-লিখন ও লিখনের বিষয়বস্তু
- লিখানোর নিয়ম
- হাতের লেখা সুন্দর করার কৌশল

প্রাক-পঠন ও পঠনের বিষয়বস্তু:

- ধ্বনি ও শব্দ চর্চা
- শব্দ ও বাক্য চর্চা
- চোখে দেখে পার্থক্য বের করা
- ছড়ার মাধ্যমে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতি
- বর্ণ ও শব্দ পঠন
- দেবনাগরী বর্ণমালা পরিচিতি

পড়ানোর নিয়ম:

ধ্বনি ও শব্দ চর্চা:

ধ্বনি ও শব্দ চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষক বিভিন্ন পশুপাখির ডাক, শিশুদের নামের ধ্বনি, বাংলা বর্ণের ধ্বনি চর্চা করাবেন এবং সেগুলো দিয়ে শব্দ তৈরি চর্চা করাবেন। যেমন :-

- পশুপাখির ডাকের ক্ষেত্রে শিক্ষক যে পশু বা পাখির ডাক চর্চা করাবেন তা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করবেন। তারপর ঐ পশু বা পাখি কীভাবে ডাকে তা শিশুদের ডাকতে বলবেন। আমার বইয়ের ৭ নম্বর পৃষ্ঠা খুলে ছবি দেখিয়ে শিশুদের সেই পশু বা পাখির মত ডাকতে বলবেন। ডাকার সময় যাতে শিশুদের গলার স্বরের পরিবর্তন হয়, সেদিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন।
  যেমন: ঘন্টা, গাড়ীর শব্দ, রেলগাড়ীর শব্দ ইত্যাদি (৮ নম্বর পৃষ্ঠা)।
- আমাদের চারদিকে আমরা প্রতিনিয়ত যে শব্দ শুনি শিক্ষক সেসব শব্দের সঙ্গে শিশুকে পরিচয় করিয়ে দেবেন।
- শিশুদের নামের ধ্বনি চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজের নাম বলে এর ধ্বনি কী তা শিশুদের বুঝিয়ে দেবেন। তারপর সবাইকে তাদের নামের ধ্বনি বের করতে বলবেন। শিক্ষক সবার নামের ধ্বনি শুনবেন। ভুল হলে শুধরে দেবেন। তারপর শিক্ষক নিজের নামের ধ্বনি দিয়ে কী কী শব্দ হয় তার ২/১টি উদাহরণ দেবেন। অনুরূপ শিশুদের কাছ থেকেও শুনবেন।
- বাংলা বর্ণের ধ্বনি চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে যে কোন একটি ধ্বনি উচ্চারণ করবেন। যেমন: ক্ ধ্বনিটি শিশুদের দিয়েও কয়েকবার উচ্চারণ করাবেন। এই ধ্বনি দিয়ে কী কী শব্দ বলা যায় তা শিশুদের কাছ থেকে শুনবেন। যেমন: কলা, কলম, কলস ইত্যাদি। প্রয়োজনে নিজে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন।

শব্দ ও বাক্য চর্চা:

শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি চর্চার জন্য পাঠ্যসূচিতে কিছু শব্দ দেয়া আছে। শব্দগুলো হলো : বই, কলম, বল, গরু, আম, মাছ, ঘর, নৌকা, পাখি, ফুল ইত্যাদি। প্রতিদিন একটি করে শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি চর্চা করাতে হবে। এক্ষেত্রে নিচের নিয়মটি অনুসরণ করবেন-

- যে শব্দটি দিয়ে বাক্য তৈরি করাবেন সেই শব্দটি আপনি স্পষ্ট করে উচ্চারণ করুন। যেমন মাছ। আপনার সাথে সাথে শিশুদের শব্দটি উচ্চারণ করতে বলুন।
- এবার শব্দটি দিয়ে আপনি একটি বাক্য তৈরি করে বুঝিয়ে দিন। যেমন: আমরা মাছ খাই। শিশুদের সবাইকে

শব্দটি দিয়ে একটি করে বাক্য তৈরি করতে বলুন।

- এবার প্রত্যেকের কাছ থেকে একে একে তাদের তৈরি করা বাক্যটি শুনুন। বাক্যটি ভুল হলে তিরস্কার না করে আপনি সংশোধন করে দিন।

চোখে দেখে পার্থক্য বের করা:

বাংলা বর্ণমালার বর্ণগুলোতে আকার-আকৃতির দিক দিয়ে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কিছু পার্থক্য খুবই সুক্ষ্ম। যেমন : ব ও র। বর্ণ শেখার আগে এই ধরণের পার্থক্যগুলো শিশুদের বুঝতে হবে। এই দিক বিবেচনা করে পাঠ্যসূচিতে কিছু কাজ রাখা হয়েছে। যেমন: বিভিন্ন ছবির পার্থক্য, বর্ণের পার্থক্য এবং বিভিন্ন শব্দের পার্থক্য। এগুলো নিচের নিয়মে শিশুদের শেখাতে হবে।

- একই ধরনের কিছু ছবি বা বর্ণ বা শব্দ বোর্ডে লিখুন। যেমন ম ম ম স ম। শিশুদেরকে ভালোভাবে দেখতে বলুন।
- এবার শিশুদের জিজ্ঞেস করুন- সবগুলো লেখা একই রকম কিনা? যদি কোন শিশু বলে-না একই রকম নয় তাহলে তাকে অন্য রকমটি খুঁজে বের করতে বলুন। বের করতে পারলে তাকে উৎসাহিত করুন।
- এভাবে বিভিন্ন ছবি, বর্ণ ও শব্দ লিখে চর্চা করাতে হবে।

ছড়ার মাধ্যমে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতি:

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতির জন্য শিক্ষা কেন্দ্রে একটি চার্ট রয়েছে। যথা- স্বরবর্ণের চার্ট ও ব্যঞ্জনবর্ণের চার্ট। এই চার্টটির মাধ্যমে বর্ণ পরিচয়ের জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করবেন-

- বর্ণমালার চার্ট পড়ানোর আগে চার্টটি এমনস্থানে ঝুলাবেন যাতে সকল শিশু ভালোভাবে দেখতে পায়।
- প্রতিদিন ১/২টি করে বর্ণের ছড়া পড়াতে হবে। যে ১/২টি বর্ণ পড়াবেন সেই বর্ণের ছবি নিয়ে প্রমে আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে "আমার বই" এর বর্ণের ছড়া এর সাহায্য নেবেন। যেমন : 'অ'-তে অলি ছবিটির নিচে লেখা ছড়াটি নিজে একবার পড়ে শোনাবেন, তারপর শিশুদের নিয়ে একসাথে দুই তিনবার পড়াবেন। যেমন- "অলি ঘুরে ফুলে ফুলে, নেচে নেচে মধু তোলে।" (আমার বই পৃষ্ঠা নম্বর-১৬)
- এবার ঐ ঘরে যে ছবিটি আছে তা দেখিয়ে ছবি সম্পর্কে বলবেন এবং সাথে সাথে ছবিটির শব্দ বলতে এই বর্ণটি দরকার হয়। যেমন: অলি বলতে 'অ' বর্ণ দরকার হয়। শিশুরা শিক্ষকের সাথে বর্ণটি দুই-তিনবার অনুশীলন করবে।

দেবনাগরী স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতি:

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের 'আমার বই' নামক পাঠ্যবইয়ে বাংলা স্বরবর্ণ ও বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের পাঠের সাথে সাথে দেবনাগরী স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতি দেয়া আছে। প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের দেবনাগরী বর্ণমালা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে "এসো লিখতে শিখি" অনুশীলন খাতাতে বাংলা প্রতিটি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে সাথে দেবনাগরী বর্ণমালা রয়েছে। যা অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সহজেই বর্ণগুলো চেনা এবং লেখা অনুশীলনের মাধ্যমে মুখে বলা ও লেখার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

শব্দ থেকে বর্ণ পরিচিতি :

শব্দ থেকে বর্ণ পরিচিতির সময় শিক্ষক "আমার বই" ব্যবহার করবেন। এ সময় শিশুদের কাছেও একটি করে বই থাকবে। শিশুরা যেদিন যে বর্ণ শিখবে শিক্ষক সেদিন সে অনুযায়ী পৃষ্ঠা বের করতে শিশুদের সহায়তা করবেন। শব্দ থেকে বর্ণ শেখানোর ক্ষেত্রে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করবেন-

- প্রতিদিন ১টি করে বর্ণ শিশুদের শেখাতে হবে। যেদিন যে বর্ণটি পড়ানো হবে সেদিন বই থেকে সে পৃষ্ঠাটি শিক্ষক এবং শিশুরা খুলবে।
- বই খোলার পর শিক্ষক বইয়ের নির্ধারিত ছবি নিয়ে আলোচনা করবেন। যেমন: 'আ" বর্ণটির ক্ষেত্রে 'আম', এর ছবি। (আমার বই পৃষ্ঠা নম্বর-১৬)
- অতঃপর ছবির নিচে লেখা শব্দগুলো শিশুদের পড়ে শোনাবেন। শব্দগুলোর সাথে বর্ণটিও পড়াবেন। প্রমে শিক্ষক একা একা পড়বেন ও শিশুরা শুনবে। তারপর শিক্ষকের সাথে শিশুরাও পড়বে।

- তারপর কয়েকজন শিশুকে বোর্ডে এনে সবাইকে পড়তে বলবেন।
- এরপর শিশুরা একা একা নিরবে কিছুক্ষণ পড়বে।
- সবশেষে শিশুরা ঠিকমত পড়তে পারে কি না তা শিক্ষক যাচাই করবেন। পঠনের কাজ শেষ হলে নির্ধারিত বর্ণটি লিখবেন।

বর্ণ পঠন :

"আমার বই" বইটিতে শব্দ থেকে বর্ণ পরিচিতির ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি বর্ণ একসাথে দেয়া আছে। ছবিভিত্তিক যেমন : ক থেকে ঁ পর্যন্ত বর্ণগুলো দেয়া আছে (পৃষ্ঠা-২৪-৪৩)। আবার সবগুলো বর্ণ পরিচিতির পর ক- ঁ পর্যন্ত একসাথে দেয়া আছে (পৃষ্ঠা-৪৪)। এই বর্ণগুলো বইয়ে দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী পড়াতে হবে।

শব্দ গঠন :

শব্দ পঠনের সময় শিক্ষক "আমার বই" বইটি ব্যবহার করবেন। এসময় শিশুদের কাছেও একটি করে বই থাকবে। বর্ণ ও শব্দ শেখানোর ক্ষেত্রে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করবেন-

- শব্দ পঠনের সময় শিক্ষক শিশুদের সামনে "আমার বই" নিয়ে এমনভাবে বসবেন যেন সকল শিশু বইটি ভালোভাবে দেখতে পায়। শিশুরাও নিজ নিজ বই খুলবে।
- শিক্ষক ছবি দেখিয়ে শিশুদেরকে জিজ্ঞেস করবেন "এই ছবি কিসের?" তারা বলতে না পারলে শিক্ষক বলে দিবেন। শিক্ষকের সাথে সকল শিশু ২/৩ বার ঐ ছবির নাম বলবে। যেমন: বই, বই, বই।
- শিক্ষক এবার "বই" শব্দটি বানান করে পড়াবেন। যেমন: ব+ই = বই। শিশুরাও সাথে সাথে পড়বে।
- অতঃপর কয়েকজন শিশু বোর্ডের কাছে এসে শিক্ষকের মতো পড়বে। সাথে সাথে অন্য শিশুরাও পড়বে।
- তারপর শিশুরা কিছুক্ষণ একা একা নীরবে পড়বে। নীরবে পড়া শেষ হলে শিশুরা শুদ্ধভাবে পড়তে পারে কি না তা শিক্ষক যাচাই করবেন। এইভাবে বইতে অন্যান্য যে সকল শব্দ দেওয়া আছে সেগুলোও পড়াবেন। "আমার বই" বইতে বর্ণ ও শব্দ ছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের পাঠ রয়েছে। সেগুলো শেখানোর ক্ষেত্রে বইয়ে বর্ণিত নির্দেশনা শিক্ষক অনুসরণ করবেন।

প্রাক-লিখন ও লিখনের বিষয়বস্তু:

- ইচ্ছেমত আঁকা
- প্যাটার্ন আঁকা
- বর্ণাংশ লিখন
- বর্ণ লিখন
- শব্দ লিখন

লিখানোর নিয়ম:

ইচ্ছেমত আঁকা:

শিশুদের ইচ্ছেমত আঁকা অনুশীলনের সময় শিক্ষক নিচের নিয়মগুলো অনুসরণ করবেন।

- শিশুদেরকে দলে বসিয়ে প্রত্যেককে পেন্সিল ও অনুশীলন খাতা দেবেন।
- "এসো লিখতে শিখি" অনুশীলন খাতার নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা কাজ করবে।
- কিছুদিন ইচ্ছেমত আঁকার পর শিক্ষক ছোট ছোট নির্দেশনা দেবেন। যেমন: তোমরা আজকে আম আঁক, কলা আঁক ইত্যাদি। এগুলো শিশুরা তাদের ইচ্ছেমতো আঁকবে।

প্যাটার্ন আঁকা:

শিক্ষক নিচের নিয়মে শিশুদের প্যাটার্ন আঁকানো অনুশীলন করবেন ("এসো লিখতে শিখি" অনুশীলন খাতার নির্দেশনা অনুযায়ী)।

- প্রতিদিন ১/২টি করে প্যাটার্ন চর্চা করাতে হবে। যেমন: ১নম্বর প্যাটার্নটি ১দিনে, আবার ২ ও ৩ নম্বর প্যাটার্ন ১ দিনে। অর্থাৎ একই রকম প্যাটার্নগুলো ১ দিনে করাতে হবে।
- প্যাটার্ন আঁকানোর সময় নির্ধারিত প্যাটার্নটি শিক্ষক বোর্ডে আঁকাবেন। শিশুরা দেখবে।

প্যাটার্নগুলো নিম্নরূপ :

১। ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

২। (

৩।)

৪।

৫।

৬। \

৭। /

৮।

৯। NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

১০। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

১১। —— —— —— —— —— —— —— ——

১২। ○

১৩।

১৪। >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

১৫। <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

১৬। ≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷≷

১৭। SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

১৮। H=H=H=H=H=H=H=H=H=H=H=H=H=H=H=H=H

১৯। x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

২০। ∧

২১। ∨

- শিক্ষক আবার আঁকবেন এবং শিশুদেরকে সাথে সাথে তাদের খাতায় আঁকতে বলবেন। শিশুরা ঠিকমত আঁকতে পারছে কি না তা শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন।
- ১টি প্যাটার্ন শিশুরা বারবার আঁকবে।

বর্ণাংশ লিখন:

শিক্ষক শিশুদের বর্ণের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো আলাদা করে লেখানোর চর্চা করাবেন ("এসো লিখতে শিখি" অনুশীলন খাতা অনুযায়ী)।

বর্ণ লিখন:

শিক্ষক যেদিন যে বর্ণটি পড়াবেন সেদিন সে বর্ণটি শিশুদের দিয়ে লিখাবেন। লিখার ক্ষেত্রে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করবেন-

- শিক্ষক বোর্ডে বর্ণটি লিখবেন, শিশুরা দেখবে।
- পর্যায়ক্রমে কয়েকজন শিশু বোর্ডে এসে বর্ণটি লিখবে অন্যান্যরা দেখবে।
- সব শিশু অনুশীলন খাতায় বর্ণটি লিখবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুরা যাতে সঠিকভাবে খাতা ধরে, পেন্সিল ধরে এবং বর্ণ আঁকার দিক নির্দেশনা ঠিক রাখে।
- শিক্ষক পূর্ণমাত্রা, অর্ধমাত্রা এবং মাত্রাহীন বর্ণগুলো শিশুদের সঠিকভাবে লেখানোর অনুশীলন করাবেন।

শব্দ লিখন:

বর্ণ লেখার নিয়ম অনুসরণ করে শব্দ লিখাতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষক বোর্ডে লিখে দেবেন। শিশুরা দেখে দেখে বোর্ডে ও খাতায় লিখবে। পরে শিক্ষক বলবেন শিশুরা না দেখে খাতায় লিখবে। লেখার সময় শব্দের প্রতিটি বর্ণ যেন সমান হয় শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। হাতের লেখা সুন্দর করার কৌশল অনুশীলন করাতে হবে।

হাতের লেখা সুন্দর করার কৌশল:

০১) কলম/পেন্সিল/চক সঠিকভাবে ধরা-
০২) ধরার স্থান-কলম/পেন্সিল/চকের অগ্রভাগের আধা ইঞ্চি উপরে ধরতে হবে।
০৩) বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের সাহায্যে কলম/পেন্সিল/চক ধরতে হবে।
০৪) কলম/পেন্সিল বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর ফাঁকে তেরছাভাবে /কাৎ করে ধরবে এবং হেলানো থাকবে।
০৫) কলম/পেন্সিল লেখার সময় নরম করে ধরতে হবে।
০৬) সঠিক পদ্ধতিতে বর্ণমালা শিখে নিতে হবে।
০৭) বর্ণের শুরু (Starting), মধ্যভাগ (Middle point) ও শেষ ভাগ (Finishing point) লক্ষ্য রেখে লিখতে হবে।
০৮) শুন্যস্থান পুরনের মাধ্যমে বর্ণে উপর দিয়ে হাত ঘুরিয়ে লেখা শিখতে হবে।
০৯) বর্ণভিত্তিক ভুল/ত্রুটি ঠিক করে নিতে হবে।
১০) বর্ণের মাত্রাগত ভুল করা যাবে না।
১১) বর্ণের দন্ডায়মান স্থান সম্পর্কে ধারনা থাকতে হবে।
১২। বর্ণের বিভিন্ন অংশের পরিমাপ/আকৃতি/ আকার ঠিক করার জন্য, প্রতিটি বর্ণ/অক্ষরের অনুপাত জ্ঞান ও আকৃতির ধারণা দিতে, সকল বর্ণ সমান করতে বিশেষ ধরনের খাতায় (বর্গাকৃতি ঘর করা) লিখতে হবে।

ক					
				ঙ	
গ			এও		
					ঘ
অ					
			ঈ		
	ঐ				

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

৩। ছড়া, গল্প ও গান

- ছড়া শেখানোর নিয়ম
- ছড়া (আমার বই নামক পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত ছড়াসমূহ শেখাতে হবে)
- গল্প বলার উপায়
- গল্পের নাম (শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত ১৪টি গল্প শেখাতে হবে)
- গান শেখানোর নিয়ম
- গান (শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত ০৯টি গান শেখাতে হবে)
- ছড়া শেখানোর নিয়ম:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিশুদের জন্য 'আমার বই' পাঠ্যসূচিতে (পাঠ-৯ থেকে পাঠ ১৫ পর্যন্ত) ১৪ টি ছড়া রাখা হয়েছে। শিশুরা বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে সবগুলো ছড়া শিখবে। ছড়া শেখানোর জন্য শিক্ষক নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করবেন-

- শিশুদের ছড়া শেখানোর আগে শিক্ষক প্রতিটি ছড়া ভালোভাবে নিজে আয়ত্ব করে নেবেন।
- প্রথমে পুরো ছড়াটি শিশুদের সামনে আবৃত্তি করবেন এবং তারপর জানতে চাইবেন যে শিশুরা ছড়াটি শিখতে চায় কিনা।
- অতঃপর ছড়াটির দু'লাইন শিক্ষক নিজে সুন্দরভাবে আবৃত্তি করবেন এবং শিশুদেরকেও করতে বলবেন। প্রথম দু'লাইন দু'লাইন করে পুরো ছড়াটি শেখাতে হবে।
- যে সব শিশু আগে ছড়াটি আয়ত্ব করতে পারবে, তাদেরকে অন্য শিশুদের সামনে দাঁড় করিয়ে আবৃত্তি করতে উৎসাহ দেবেন।
- ছড়াটি সব শিশুর শেখা হয়ে যাওয়ার পর তারা হাততালি দিয়ে, অঙ্গভঙ্গি করে, নেচে নেচে বিভিন্নভাবে আবৃত্তি করবে।

লক্ষণীয়: 'আমার বই' পাঠ্যসূচিতে বর্ণিত ছড়াসমূহ ছাড়া শিক্ষক স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত ছড়াও একই নিয়মে শিশুদের শেখাতে পারেন।

> বিশেষ দ্রষ্টব্য:
> শিশুদের শুধু ছড়া মুখস্থ করানোই এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য নয় বরং শিশুরা যেন উৎসাহ ও আনন্দের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও মজা করে ছড়া শিখতে পারে তা নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য।

গান শেখানোর নিয়ম:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুদের জন্য ৯টি গান পাঠ্যসূচিতে (শিক্ষক সহায়িকার পৃষ্ঠা নম্বর ২৩-২৫) রাখা হয়েছে। তার মধ্যে শিশুতোষ ছড়াগান, দেশাত্মবোধক ও আঞ্চলিক গান রয়েছে। গান শেখানোর ক্ষেত্রে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে-

- শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুদের গান শেখানোর আগে শিক্ষক প্রতিটি গান নিজে ভালোভাবে আয়ত্ব করে নেবেন।
- প্রথমে পুরো গানটি শিশুদের সামনে গাইবেন এবং তারপর জানতে চাইবেন যে শিশুরা গানটি শিখতে চায় কিনা।
- শিশুরা আগ্রহী হলে শিক্ষক গানটির প্রম অংশ শিশুদের নিয়ে গাইবেন। একটি অংশ শিশুরা ভালোভাবে আয়ত্ব করার পর পরবর্তী অংশ শেখাবেন।
- এভাবে পুরো গানটি শিশুদের শেখাবেন।
- পুরো গানটি শেখা হলে শিশুদেরকে একাকী এবং দলে গাইতে উৎসাহ ও সহায়তা দেবেন।
- গানের সুর, তাল, লয় ইত্যাদি সঠিকভাবে শেখার জন্য এবং ভুল শোধরানোর জন্য বার বার চর্চা করাতে হবে।

> **লক্ষণীয়: 'শিক্ষক সহায়িকায়' বর্ণিত গান ছাড়া শিক্ষক স্থানীয়ভাবে সংগৃহিত আঞ্চলিক গান ও একই নিয়মে শিশুদের শেখাতে পারেন। উল্লেখ্য যে, প্রাক-প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্ধারিত ছড়া ও গান সঠিকভাবে অনুশীলনের জন্য জেলা কার্যালয়সমূহে সিডি প্রেরণ করা হয়েছে।**

নির্বাচিত গানসমূহ

(গান-১) ঝড় এলো

ঝড় এলো এলো ঝড়
আম পড় আম পড়
কাঁচা আম পাকা আম
টক টক মিষ্টি
এই যা! এলো বঝি বৃষ্টি॥

(গান-৩) একদিন ছুটি হবে

একদিন ছুটি হবে, অনেক দূরে যাব,
নীল আকাশে সবুজ ঘাসে খুশিতে হারাবো॥
সেখানে থাকবে না কোন শাসন,
থাকবে না নিয়মের কোন বাঁধন, ও ও ও।
পাখি হয়ে উড়বো, ফুল হয়ে ফুটবো
পাতায় পাতায় শিশির হয়ে হাসি ছড়াবো।
একদিন ছুটি........................॥

(গান-২) ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি
মোদের বাড়ে এসো
খাট নাই পালং নাই
পিঁড়ি পেতে বসো
বাটাভরা পান দেব
গাল ভরে খেও
খুকুর চোখে ঘুম নেই। ঘুম দিয়ে যেও॥

(গান-৪) প্রজাপতি প্রজাপতি

কোথায় পেলে ভাই, এমন রঙ্গিন পাখা
টুকটুকে লাল নীল ঝিলিমিলি আঁকাবাঁকা
কোথায় পেলে ভাই, এমন রঙ্গিন পাখা
তুমি টুলটুলে বনফুলে মধু খাও
মোর বন্ধু হয়ে সেই মধু দাও
ওই পাখা দাও সোনালী রূপালী পরাগ মাখা
কোথায় পেলে ভাই...............॥
মোর মন যেতে চায় না পাঠশালাতে
প্রজাপতি! তুমি নিয়ে যাও সাথী করে, তোমার সাথে
প্রজাপতি প্রজাপতি
তুমি হাওয়ায় নেচে নেচে যাও
আর তোমার মতো করে আনন্দ দাও
এই জামা ভাল লাগে না
দাও জামা ছবি আঁকা
কোথায় পেলে ভাই, এমন রঙ্গিন পাখা
প্রজাপতি প্রজাপতি
কোথায় পেলে ভাই, এমন রঙ্গিন পাখা।

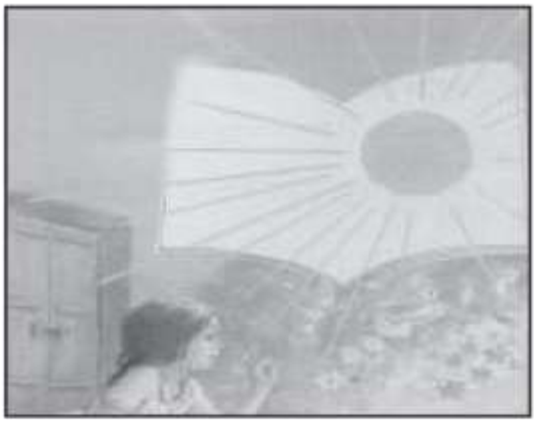

(গান-৫) আমরা করবো জয়

আমরা করবো জয়, আমরা করবো জয়
আমরা করবো জয় একদিন।
ও হো বুকের গভীরে, আমরা জেনেছি যে,
আমরা করবো জয় একদিন।
আমাদের নেই কোন ভয়, আমাদের নেই কোন ভয়,
আমাদের নেই কোন ভয় আজকে
ও হো বুকের গভীরে, আমরা জেনেছি যে,
আমরা করবো জয় একদিন।

আমরা নই একা আমরা নই একা
আমরা নই একা আজকে,
ও হো বুকের গভীরে, আমরা জেনেছি যে,
আমরা নই একা আজকে।

শান্তির হবে জয়, শান্তির হবে জয়,
শান্তির হবে জয় একদিন ।
ও হো বুকের গভীরে, আমরা জেনেছি যে,
শান্তির হবে জয় নিশ্চয়। -ঐ-

(গান-৬) মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি, আ হা হা হা হা।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি, আ হা হা হা হা।

কি করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই,
কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি, আ হা হা হা হা।

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি, আ হা হা হা হা
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি, আ হা হা হা হা।

কেয়া পাতার নৌকা পড়ে
সাজিয়ে দেব ফুলে
তাল দিঘীতে ভাসিয়ে দেব
চলবে দুলে দুলে।

রাখাল ছেলের সংগে ধেনু
চড়াব আজ বাজিয়ে বেণু
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপা বনে লুটি, আ হা হা হা হা।

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি আ হা হা হা হা।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি আ হা হা হা হা।

(গান-৭) ধন ধান্যে পুষ্প ভরা

ধন ধান্য পুষ্প ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক-
সকল দেশের সেরা
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে-
আমার জন্মভূমি।

(গান-৮) আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী

আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী
সাথী মোদের ফুলপরী
লাল পরী, নীলপরী, নীলপরী, লালপরী
সবার সাথে ভাব করি
এখানে মিথ্যা কথা কেউ বলে না
এখানে অসৎ পথে কেউ চলে না
পড়ার সময় লেখা পড়া
কাজের সময় কাজ করা
খেলার সময় খেলা করা
এখানে মন্দ হতে কেউ পারে না
এখানে হিংসা কভু কেউ করে না
নেই কোন দুঃখ অপমান
ছোট বড় সবাই সমান ভালবাসা দিয়ে জীবন গড়ি।

(গান-৯) আমরা সবাই রাজা

আমরা সবাই রাজা,
আমরা সবাই রাজা
আমাদের রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কি সত্ত্বে
আমরা সবাই রাজা..................॥
আমরা যা খুশি তাই করি,
তবু তার খুশিতে চলি-২
আমরা নই বাঁধা নই
দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে
নইলে মোদের...................
রাজা সবারে দেন মান,
সে মান আপনি ফিরে পান-২
মোদের খাটো করে
রাখে না কেউ কোন অসত্যে
নইলে মোদের..........
আমরা সবাই রাজা............. ।
আমরা চলব আপনা মতে,
শেষে মিলব তারি সাথে
আমরা মরব না কেউ
বিফলতার বিষম আবর্তে
নইলে মোদের..........
আমরা সবাই রাজা।

গল্পের নামঃ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুদের জন্য ১৪টি গল্প নির্ধারন করা হয়েছে। গল্পসমূহ শিক্ষক সহায়িকার পৃষ্ঠা নম্বর ২৭-৩৩ গল্পগুলো শিশুরা একত্রে দলে বসে শুনবে। শিক্ষক গল্প বলার নিয়ম অনুসরণ করে গল্পগুলো উপস্থাপন করবেন। গল্পগুলো হলো-

১। ইঁদুর ছানার লেজ
২। শেয়াল ও কাক
৩। কুঁজোবুড়ি সাতপরী
৪। ক্ষুদে ফড়িং লিমু
৫। কাক ও কলসি
৬। সারস ও শেয়াল
৭। বাঘ ও বক
৮। তিনটি ক্ষুধার্ত ছাগল
৯। ছোট লাল মুরগিটি
১০। বাদুড়
১১। মিতুর স্বপ্ন
১২। পাতা ও মাটির ঢেলা
১৩। কুমির ও বানর
১৪। খরগোশ আর কচ্ছপ

গল্প বলার নিয়মঃ

শিশুদেরকে গল্প বলার সময় শিক্ষক নিচের নিয়মগুলো অনুসরণ করবেন-

- গল্প বলার সময় শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে কাছাকাছি বসবেন এবং এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে সবাই গল্প শুনতে আগ্রহী হয়।
- শিক্ষক গল্প বলার পূর্বে **'শিক্ষক সহায়িকায়'** বর্ণিত গল্পটি ভাল করে পড়ে ও বুঝে নেবেন। তারপর লেখা অনুযায়ী গল্পটি বলবেন।
- গল্প বলার সময় গল্পের ভাবের সাথে মিল রেখে চোখের মুখের অভিব্যক্তি ও অঙ্গভঙ্গি করবেন।
- গল্প বলার সময় শিশুরা পল্পটি কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা ছোট ছোট প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। না বুঝে থাকলে ঐ অংশটিকে পুনরায় বলবেন।
- গল্প বলার সময় উপকরণ (ছবি/পাপেট/ পুতুল/মুখোশ ইত্যাদি) ব্যবহার করে গল্পের বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা যেতে পারে।
- শিশুরা যখন গল্পগুলো নিজের ভাষায় বলতে আগ্রহী হবে তখন সবার সামনে বলতে উৎসাহিত করবেন।
- গল্পগুলো শিশুদের ভালোভাবে আয়ত্ব করা হয়ে গেলে দলীয়ভাবে তাদের দিয়ে অভিনয় করানো যেতে পারে।

নির্বাচিত গল্পসমূহ

গল্প-১

ইঁদুর ছানার লেজ

একছিলো মা ইঁদুর, তার ছিলো ছয়টি ছানা। একদিন মা ইঁদুর তার ছয়টি ছানাকে নিয়ে খাবার খেতে বের হলো। খুঁজতে খুঁজতে তারা একটি বাড়িতে ঢুকে খাবারের সন্ধান পেলো। দেখলো ঘরের কোনে অনেকগুলো বোতল এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে খাবার। মা ইঁদুর খুশি হয়ে তার ছানাদের নিয়ে খাবার খেতে শুরু করলো।

ছানাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা খাবার, বোতলের মুখের খাবার, ভেতরের খাবার সব খেতে লাগলো। হঠাৎ মা ইঁদুর বিড়ালের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে সকল ছানাকে নিয়ে পালাতে গেলো। একটা ইঁদুর ছানা খাবার খেতে খেতে বোতলের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলো। সবাই পালিয়ে গেলেও বোতলের ভেতরের ছানাটা পালাতে পারলো না। বিড়াল এসে ইঁদুর ছানাটিকে ধরে খেতে চাইলো। কিন্তু বোতলের ভেতরে থাকায় বিড়াল কোনভাবেই ইঁদুর ছানাটাকে ধরতে পারছিল না।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর ধরতে না পেরে বিড়ালের মাথায় একটা বুদ্ধি আসলো। সে ভাবলো একটা মাছ ধরার বড়শি হলে ইঁদুর ছানাকে বের করে আনা যাবে। তারপর মজা করে খাওয়া যাবে। বিড়াল বড়শির খোঁজে বেড়িয়ে গেলো। মা ইঁদুর দূর থেকে সব লক্ষ্য করছিলো। বিড়াল বড়শীর খোঁজে চলে যেতেই তার বাকি ছানাদের নিয়ে দৌড়ে এলো সে। বোতলের নিচে শক্ত হয়ে বসে সে তার অন্য ছানাকে তার উপর উঠে বসতে বললো। এভাবে একজনের উপর একজন বসে তারা বোতলের মুখ পর্যন্ত গেল। মা ইঁদুর সবচেয়ে উপরের ছানাটিকে বোতলের মুখ দিয়ে লেজ ঢুকিয়ে দিতে বললো। লেজ ঢুকাতেই বোতলের ভিতরের ইঁদুর ছানাটি লেজ ধরে ঝুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। বাইরে বেরোতেই মা ইঁদুর সবাইকে নিয়ে দিলো ছুট। বিড়াল বড়শি নিয়ে এসে দেখে খালি বোতল পড়ে আছে। ইঁদুর ছানাটি নেই।

গল্প-২

শেয়াল ও কাক

এক কাক দোকান থেকে একটুকরা মাংস ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে এসে একটা গাছের ডালে বসলো। অনেকদিন ধরে মাংস খায় না বলে সে মাংস পেয়ে মনে মনে অনেক খুশি হলো। সে কীভাবে মজা করে এই মাংসটা খাবে তাই ভাবছিলো। এমন সময় একটা শেয়াল গাছের নিচ দিয়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎ উপরের দিকে তাকাতেই তার চোখ পড়লো কাকের কাছে থাকা মাংসের উপর। মাংস দেখে তার জিভে পানি চলে আসলো। সে চিন্তা করতে লাগলো কীভাবে এ মাংসটা খাওয়া যায়। হঠাৎ শেয়ালের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সে কাককে বললো, কাক ভাই, তুমি কত সুন্দর। কী সুন্দর মিচমিচে কালো রং তোমার। তোমার গলার আওয়াজটাও খুব মিষ্টি। কতদিন ধরে তোমার মিষ্টি গলার কোন গান শুনি না। কাক শেয়ালের প্রশংসা শুনে খুব খুশি হলো। এবার শেয়াল কাককে বললো, তোমার মধুর কণ্ঠের একটা গান আমায় শোনাও না ভাই ? কাক শেয়ালের কথায় এতোটাই খুশি হলো যে গলা ছেড়ে কাকা স্বরে গাইতে শুরু করলো। আর কা-কা করে ডাকতেই কাকের মুখ থেকে মাংসটা ঝুপ করে পড়ে গেলো নিচে। শেয়াল তো নিচে তৈরিই ছিল। খপ করে মাংস নিয়ে মুখে পুরে মনের আনন্দে খেতে খেতে চলে গেলো। কাক এবার তার ভুল বুঝতে পারলো কিন্তু ততক্ষণে শেয়াল মাংস নিয়ে চলে গেছে অনেক দূরে।

কুঁজোবুড়ি সাতপরী

গল্প-৩

অনেকদিন আগের কথা। এক গাঁয়ে থাকতো এক গরিব কুঁজো বুড়ি। বুড়ির ছেলেপুলে ছিল না। সে মাটির পুতুল বানাতো। আর গাঁয়ে গায়ে ঘুরে সেগুলো বিক্রি করতো। এভাবেই তার দিন চলতো। কুঁজ নিয়ে চলাফেরা করতে বুড়ির খুব কষ্ট হতো। কিন্তু তাই বলে বসে থাকলে তো আর চলবে না। খাওয়াবে কে? তাই বুড়ি সারাদিন মাটির পুতুল নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। একদিনের কথা। দূরের গায়ে পুতুল বিক্রি করে বুড়ি বাড়ি ফিরছিলো। চলতে চলতে সন্ধ্যে হলো। বুড়ি তখন একটা মাঠে এসে পৌঁছেছে। মাঠের কিনারে একটা বটগাছের তলায় সে বসলো। তারপর গুনগুন করে গান ধরলো। এমন সময় একটা মিঠে সুর ভেসে এলো। কুঁজো বুড়ি সেই সুরের সঙ্গে গলা মেলালো। হঠাৎ বুড়ি দেখে, সাতটা পরী নেমে এসেছে তার কাছে। পরীরা বললো, 'আহ, কী মিঠে তোমার গলার সুর। তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। গান গাও আর নাচো।

বুড়ি বলল, 'গাইতে পারি, তবে নাচতে তো পারবো না। এই দেখ, পিঠে আমার কত বড় কুঁজ।' সাতপরী দেখে বললো, 'ওমা! তাই তো!' পরীরা তখন নেচে নেচে বুড়ির পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো। অমনি বুড়ির কুঁজ মিলিয়ে গেলো। বুড়ি সোজা হয়ে দাঁড়ালো। আকাশে তখন আলো ফুটেছে সাতপরী বললো, 'আমরা এখন যাই। তোমার উপর আমরা খুব খুশি হয়েছি। তোমাকে ঘুরে ঘুরে পুতুল বেচতে হবে না। এই গাছতলার মাটি খুঁড়লে তুমি অনেক টাকা পয়সা পাবে। তাই দিয়ে তোমার সারাজীবন চলে যাবে।

ক্ষুদে ফড়িং লিমু

গল্প-৪

ক্ষুদে ফড়িং লিমু খেতে খুব ভালবাসতো। বড় একটা বাগানের গাছে সে থাকতো তার মায়ের সাথে। সে নানা ধরনের ফুল, ফল, পাতা, শিম, কলা ইত্যাদি খেতে চাইতো। কিন্তু তার মা তাকে শুধু কচি ডালপালাই খাওয়াতো। সকালে খেতে দিতো কচি ডালপালা, দুপুরেও কচি ডালপালা আবার রাতেও সেই একই কচি ডালপালা। তাই এক সোমবারে লিমু চুপিচুপি বাগানে গিয়ে একটা কলা খেয়ে ফেললো। মঙ্গলবার লিমু আবার বাগানে গেলো। এবার সে খেলো দুইটা কালোজাম। বুধবার চুপিচুপি বাগানে গিয়ে সে খেলো তিনটি হলুদ ফুল। বৃহস্পতিবার বাগানে একা একা গিয়ে সে খেলো চারটি রসালো পাতা। শুক্রবারও সে বাদ দিলো না। এবার খেলো পাঁচটি সবুজ সীম। এতে কি লিমুর পেট ভরলো? না, ভরলো না! শনিবার সে চুপিচুপি মাঠে গিয়ে একসাথে খেলো একটি কলা, দুটো জাম, তিনটে হলুদ ফুল, চারটি রসালো পাতা এবং পাঁচটি সবুজ শিম! এতকিছু খেয়ে তার পেট ফুলে হয়ে গেলো ঢোল! লিমু আর উড়তে পারলো না। গাছের নিচে বসে পড়লো এবং কাঁদতে লাগলো। মা লিমুকে কাঁদতে দেখে এগিয়ে এলো। মা তাড়াতাড়ি করে লিমুকে পানি খাওয়ালো এবং ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলো। রোববার লিমু অনেকটা সুস্থবোধ করলো। এরপর থেকে লিমু শুধু মায়ের দেয়া কচি ডালপালাই খায়।

গল্প-৫

রাস্তার ধারে শিমুল গাছে একটা কাকের বাসা ছিল। একবার গরমের দিনে খুব গরম পড়লো। কাকের বাসায় এক ফোঁটা পানিও ছিল না। শেষে পানি পিপাসায় কাতর হয়ে কাক উড়ে চললো পানির খোঁজে। কা-কা করে উড়তে উড়তে কাক প্রথমে গেলো পুকুরে। গিয়ে দেখলো পুকুর শুকিয়ে গেছে, একটুও পানি নেই। কাকের মন খারাপ হলো। পানি পিপাসায় তার গলা শুকিয়ে গেলো। সে আবার পানির খোঁজে উড়তে লাগলো। এবার গেলো সে বিলের ধারে। না, বিল শুকিয়ে মাটি ফেটে চৌচির। কোথাও পানি নেই। পিপাসায় কাকের বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু কোথাও পানি না পেয়ে সে কেবল উড়তেই লাগলো। হঠাৎ এক বাড়ির উঠোনে দেখলো একটা কলসি রাখা। কলসিতে পানি থাকতে পারে ভেবে কাক উড়ে এসে কলসির উপর বসলো। মুখ ঢুকিয়ে পানি খেতে গিয়ে দেখে

কলসির তলানীতে একটু পানি জমে আছে। কাক তার পুরো মাথা ঢুকিয়ে অনেকভাবে চেষ্টা করলো পানি খাবার জন্য কিন্তু কোনভাবেই সে পানির নাগাল পেলো না। এবার সে ঠোঁট দিয়ে কলসি ঠুকরাতে লাগলো কলসি ভাঙার জন্য। কিন্তু সে চেষ্টাও সফল হলো না। তারপর তার চেষ্টা শুরু হলো কলসিটাকে ঠেলে ফেলে দেয়ার। অনেক চেষ্টা করেও সে কলসিটাকে এক চুলও নড়াতে পারলো না। হঠাৎ বাড়ির উঠোনে কিছু পাথরের টুকরা দেখতে পেয়ে তার মাথায় একটা নতুন বুদ্ধি এলো। সে একে একে পাথরের টুকরাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে কলসির মধ্যে ফেলতে লাগলো। পাথর ফেলতেই পাথরগুলো কলসির নিচে জমা হতে থাকলো। সঙ্গে সঙ্গে কলসির তলানির পানি উপরে উঠতে লাগলো। এভাবে পাথর ফেলতে ফেলতে এক সময় কলসির পানি তার নাগালের মধ্যে এলো, তখন প্রাণ ভরে কাক পানি পান করলো।

সারস ও শেয়াল

গল্প-৬

জলার ধারে এক বন। সেখানে বাস করতো এক সারস আর এক শেয়াল। দুজনে খুব ভাব। একদিন শেয়াল তার বাড়িতে সারসকে দাওয়াত করলো। অনেক আশা করে সারস এলো দাওয়াত খেতে। এসে দেখে, শেয়াল বসে আছে। সামনে একটা চ্যাপটা থালা তাতে খানিকটা ঝোল। সারসকে দেখে শেয়াল বলে উঠলো, 'এসো ভাই, এসো। খাওয়া শুরু করি।' দুজনে একসঙ্গে খেতে বসলো। শেয়াল থালায় মুখ লাগিয়ে চোঁচো করে সবটুকু ঝোল সাবাড় করে দিলো। সারস তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে একটুও খেতে পারল না। সে ঠোঁট মুছে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তাই দেখে শেয়াল বললো, 'ভাই তুমি তো কিছুই খেলেনা। রান্না ভালো হয় নি বুঝি?' সারস সবই বুঝলো। সে বললো, 'না না। খুবই চমৎকার রান্না। তবে পেটে তেমন খিদে নেই। তা শোন ভাই, আমার বাড়িতে তোমার দাওয়াত রইলো। কাল দুপুরে এসো।' শেয়াল জবাব দিল, হ্যাঁ যাবো। পরদিন শেয়াল সারসের বাড়িতে গেলো। দেখলো, সারস এক সরু মুখ কলসির সামনে বসে আছে। শেয়ালকে দেখেই সে বলে উঠলো, 'এসো ভাই, এসো। গুড়ের পায়েস রেঁধেছি। এসো, খাওয়া শুরু করি।' কিন্তু সরু কলসিতে শেয়ালমুখ ঢোকাবে কেমন করে? সারস একাই তার লম্বা ঠোঁট ঢুকিয়ে সব পায়েস খেয়ে নিলো। শেয়ালের খুব খিদে পেয়েছিল। কিন্তু আগের দিন সারসের সঙ্গে সে নিজেই খুব চালাকি করেছে। তাই আজ আর কিছু বলতে পারলো না। চুপচাপ সে বাড়িতে ফিরে এলো।

বাঘ ও বক

গল্প-৭

এক বাঘের গলায় একটা হাড় বিধেছে। বাঘ কিছুতেই হাড়টা বের করতে পারলো না। চেঁচিয়ে সে সারা বনে ছোটাছুটি করতে লাগলো। যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই বলে, 'ভাই, দেখ তো হাড়টা বের করে দিতে পার কি না। ব্যথায় মরে গেলাম। যে হাড় বের করে দিতে পারবে, তাকে আমি বকশিস দেবো।' বাঘ অনেকের কাছেই গেলো। কিন্তু কেউ রাজি হলো না। এক বক মাছ ধরবে বলে বিলের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলো। বাঘ তার কাছে গিয়ে বললো, 'ভাই, আমার গলা থেকে হাড়টা বের করে দাও। তোমাকে অনেক বকশিস দেবো।' বক বললো, 'ঠিক আছে, দেখছি।' বকের বিরাট লম্বা ঠোঁট। বাঘ বসে মুখ তুলে হা করলো। আর বক তার ঠোঁট বাঘের মুখে ঢোকালো। তারপর সহজেই হাড়টা বের করে আনলো। বাঘ বললো, 'আঃ বাঁচলাম।' বক বললো, 'ভাই, এবার আমার বকশিসটা। বকের কথা শুনেই বাঘের মুখের চেহারা বদলে গেলো। চোখ পাকিয়ে দাঁত বের করে সে বললো, 'তোর সাহস তো কম নয়। ব্যাটা নির্বোধ! বাঘের মুখে মাথা ঢুকিয়ে আবার বের করে আনলি, এই তো তোর বকশিস। এরপরও কথা! এখনই সামনে থেকে দূর হয়ে যা। নইলে তোকে চিবিয়ে খাবো।' বক তখন গুটিগুটি পায়ে বাঘের কাছ থেকে সরে পড়লো।

তিনটি ক্ষুধার্ত ছাগল

গল্প-৮

এক নদীর ধারে তিনটি ছাগল বাস করতো। বড় ছাগল, মাঝারি ছাগল আর ছোট ছাগল। তারা নদীর যে পাশে বাস করতো সেখানে কোন ঘাস ছিল না। তাই তারা সবসময় ক্ষুধার্ত থাকতো। নদীর অন্য পাশে ছিল অনেক সবুজ ঘাস। আর নদীর উপর একটি সাঁকোও ছিল। কিন্তু তবুও ক্ষুধার্ত ছাগলরা সাঁকো দিয়ে পেরিয়ে ওপাশে গিয়ে ঘাস খেতে পারতো না। কেন জানো ?

কারণ সাঁকোর নিচে বাস করতো এক ভয়ানক রাক্ষস। একদিন ছোট ছাগল মনে মনে ঠিক করলো সে সাঁকো পার হয়ে ওপারে গিয়ে ঘাস খাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। সে পা টিপে টিপে সাঁকো পার হতে লাগলো। এমন সময় ভয়ানক রাক্ষসটি চেঁচিয়ে বলে উঠলো, "চুপিচুপি আমার সাঁকোর উপর দিয়ে কে যায় রে ? আমি তোকে এক্ষুনি খেয়ে ফেলবো।"

ছোট ছাগলটি ভয় পেলেও বুদ্ধি করে বললো, "দয়া করে আমাকে খেয়োনা। এখনই আমার মেঝো ভাই আসবে, সে অনেক নাদুসনুদুস।"

"ঠিক আছে তুই যেতে পারিস" বলে রাক্ষস ছোট ছাগলটিকে ছেড়ে দিলো। সে নদী পেরিয়ে ঐপারে গিয়ে মনের সুখে ঘাস খেতে লাগলো। এরপর মাঝারি ছাগল পা টিপে টিপে সাঁকো পার হতে গেলো, এবারও রাক্ষস ভুস করে পানির নিচ থেকে বেরিয়ে চিৎকার করে বললো, "চুপিচুপি আমার সাঁকোর উপর দিয়ে কে যায় রে? দাঁড়া আসছি আমি। আজ তোকে খাবোই।"

মাঝারি ছাগল ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, দোহাই তোমার, আমাকে খেয়ো না। পিছনে আমার বড় ভাই আসছে। ও অনেক বড় এবং মোটাসোটা। রাক্ষস শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, "ঠিক আছে, তাহলে তুই যা" মাঝারি ছাগলটিও ছোট ছাগলের সঙ্গে গিয়ে মনের সুখে ঘাস খেতে লাগলো।

এবার বড় ছাগল পা টিপে টিপে সাঁকো পার হতে গেলো। টের পেয়ে রাক্ষস পানি থেকে লাফ দিয়ে উঠে সাঁকোর উপর বড় ছাগলের সামনে দাড়ালো।

"তুইও চুপিচুপি চলে যাচ্ছিস? কিন্তু তোকে তো আমি খাবো।

বড় ছাগল রেগে গিয়ে বললো, কি ? আমাকে খাবি? তবে রে......... আয় তাহলে......" আয় তাহলে........ বড় ছাগল একটু দুরে গিয়ে দৌড়ে এসে তার শিং দিয়ে রাক্ষসের পেটে দিলো এক গুঁতো। শিং এর গুঁতো খেয়ে ঝপাস করে রাক্ষসটি নদীতে পড়ে গেলো। পরে সেই যে পালিয়ে গেলো রাক্ষসটি, তাকে আর কোন দিন দেখা যায়নি। এরপর থেকে বড় ছাগল, মাঝারি ছাগল আর ছোট ছাগল প্রতিদিন সাঁকো পেড়িয়ে নদীর ওপাশে গিয়ে ঘাস খেতো।

তারা আর কখনো ক্ষুধার্ত থাকেনি।

ছোট লাল মুরগিটি

গল্প-৯

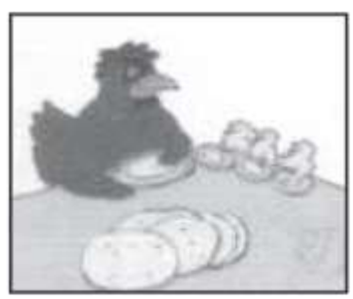

একদিন এক ছোট লাল মুরগি মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটছিলো। হঠাৎ সে মাঠের মধ্যে কিছু গমের দানা দেখতে পেলো। গমের দানাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সে বুনতে রওয়ানা হলো। পথে কুকুরের সঙ্গে দেখা। সে কুকুরকে বলল; তুমি কি গম বুনতে আমাকে সাহায্য করবে ? কুকুর বললো, না, আমার সময় নেই।
লাল মুরগি গমের দানা নিয়ে এগিয়ে চললো। এবার তার বেড়ালের সঙ্গে দেখা হলো। সে বেড়ালকে বলল, তুমি কি গম বুনতে আমাকে সাহায্য করবে। বেড়াল বললো, না.... না... আমি ব্যস্ত।

তারপর তার গরুর সঙ্গে দেখা। গরুকে জিজ্ঞেস করতেই গরু বললো আমার অনেক কাজ আমি সাহায্য করতে পারবো না। ছোট লাল মুরগিটি তখন নিজেই সেই গম বুনলো।

কদিন পর ক্ষেতে অনেক গম হলো। এবারও লাল মুরগি কুকুর, বিড়াল ও গরুকে বললো, তোমরা কি আমাকে ক্ষেত থেকে গম কেটে আনতে সাহায্য করবে?

কুকুর বললো, না। বেড়াল বললো, না। গরুও বললো, না।
তখন লাল মুরগি নিজেই ক্ষেতে গিয়ে সেই গম কাটলো।
এবার গম পিষে আটা বানানোর পালা। লাল মুরগি আবারো কুকুর, বিড়াল এবং গরুকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি আমাকে গমের দানা পিষে আটা বানাতে সাহয্য করবে? কুকুর বললো, না... না..... আমার অনেক কাজ। বেড়াল বললো, না... না..... আমি বাজারে যাচ্ছি। গরু বললো, আমি মাঠে যাচ্ছি, আমার একদম সময় নেই।

ছোট লাল মুরগি একা একাই আটা তৈরি করলো।
রুটি বানানোর সময়ও ছোট লাল মুরগি তাদের সহায়তা চাইলো,
কুকুর বললো, না। বিড়াল বললো, না। গরুও বললো, না। লাল মুরগি রুটি বানালো নিজে নিজেই।

ছোট লাল মুরগি সবশেষে কুকুর, বেড়াল ও গরুকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি রুটি খেতে আমাকে সাহায্য করবে? এবার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুর বললো হ্যাঁ... নিশ্চয়ই। বেড়াল বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই সাহায্য করবো। গরু বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও করবো।

তখন ছোট লাল মুরগিটি বললো, না, তা হচ্ছে না। তোমরা কাজের সময় কেউ আসেনি। তাই এবার আমি আমার তিন ছানাকে নিয়ে মজা করে রুটি খাবো।
এরপর লাল মুরগিটি তার তিন ছানাকে নিয়ে রুটি খেতে বসলো।

বাদুড়

গল্প-১০

এক জঙ্গলে পশুপাখিরা সব মনের সুখে বসবাস করছিলো। তাদের সবার মধ্যে ছিল খুব মিল। তারা এক সঙ্গে খেলতো, মজা করতো। পাখিরা সব উড়ে উড়ে অনেক দুরে গিয়ে খাবার আনতো আর পশুরা জঙ্গল থেকে নিতো অনেক মজার মজার খাবার। তারপর সবাই মিলেমিশে ভাগ করে খেতো। তাদের এই মিলেমিশে থাকাটা বেশিদিন টিকলো না।

একদিন এক বানর মুখ ভেংচে এক কাঠঠোকরাকে ভয় দেখিয়েছিলো। কাঠঠোকরা তাই রেগে গিয়ে তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে বানরের মাথায় দিলো দুটো ঠোকর। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই লেগে গেলো ঝগড়া। বনের সব পশু একে একে চলে গেলো বানরের দিকে আর সব পাখি চলে গেলো কাঠঠোকরার দিকে। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। শুধু বাদুড় কোন পক্ষে না গিয়ে দুই দলের যুদ্ধ দেখতে লাগলো।

বাদুড় লক্ষ্য করলো পাখিরা যুদ্ধে জিতে যাচ্ছে। এবার সে পাখিদের দলে গিয়ে বললো, এই দেখো আমার পাখা আছে, আমি উড়তে পারি আমিতো পাখি, আমি তোমাদেরই দলে।

বাদুড় বললো বটে কিন্তু সে পশুদের সঙ্গে যুদ্ধে নামলো না। পশুরা সব একত্র হয়ে এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো পাখিদের ওপর। তুমুল যুদ্ধে মনে হলো এবার বুঝি পশুরাই জিতবে।

বাদুর একটু চিন্তা করে হঠাৎ করেই দল বদলে ফেললো। পাখিদের দল থেকে বেরিয়ে সে পশুদের কাছে গিয়ে বললো আমার তো দাঁত আছে, এই দেখ, তাছাড়া আমার থাবাও আছে, আমি তো আসলে পশু। আজ থেকে আমি তোমাদেরই দলে।

বাদুড় পশুদের দলে যোগ দিল ঠিকই কিন্তু কোন যুদ্ধে অংশ নিলো না।

এরপর পাখিরা উড়ে উড়ে নখ দিয়ে খামছে, ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে পশুদের কাবু করে ফেললো। যুদ্ধ শেষ হলো। পাখিরা

যুদ্ধে জয়ী হলো। বাদুড় সঙ্গে সঙ্গে পাখিদের কাছে গিয়ে বললো, "আমার আসলে ভুল হয়ে গেছে, আমি তো পাখি, আমি তো উড়তে পারি, আমি তোমাদেরই দলে।"

এবার পাখিরা তাকে ছি ছি করে তাড়িয়ে দিলো। বাদুড় পশুদের কাছে গেলো। একথা শুনে পশুরাও তাকে দলে নিলো না।

বেশ কিছুদিন পরে বনের পশু ও পাখিদের মধ্যে আবার মিল হয়ে গেলো। তারা আবার একসঙ্গে খেলে, খাবার খায়, কিন্তু কেউ বাদুড়কে পছন্দ করে না, খেলতেও নেয় না।

সেই থেকে বাদুড় একা একা গাছে ঝুলে থাকে আর শুধু রাতের বেলা একাকি উড়ে বেড়ায়।

গল্প-১১

মিতুর স্বপ্ন

মিতু মোয়া খেতে ভালোবাসে। তবে মোয়া খেয়ে সে কখনই মুখ ধোয় না, কুলি করে না। এমনকি সে সকালে ও রাতেও দাঁত মাজে না। মাঝে মাঝেই ওর দাঁতে খুব ব্যথা হয়। মিতু ঠিকমত চুলও আচড়ায় না। চুলগুলো উকুনের বাসা আর খুসকিতে ভরা। সারাদিন সে মাথা চুলকায় আর এবাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। একদিন রাতের বেলা। মিতুর দাঁতে খুব ব্যথা হলো। মিতু কাঁদতে শুরু করলো। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমের ভিতর মিতু দেখলো, সে এক বিরাট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আয়নায় নিজেকে দেখে খুব ভয় পেলো মিতু। একি! চেহারা হয়েছে তার! মুখে একটাও দাঁত নেই। মাথায় কোন চুল নেই। এখন কি হবে। হঠাৎ কে যেন তার মাথায় 'টুক টুক করে টোকা দিল। মিতু তাকিয়ে দেখলো ওর দাঁতের মাজন আর চিরুনি। তারা ওকে ভেংচি কাটছে। দাঁতের মাজন বললো, মিতু, তুমি সবসময় আমাকে এক কোণায় ফেলে রাখতে। একবার ও দাঁত সাফ করতে না। যদি রোজ সকালে ও রাতে আমাকে দিয়ে দাঁত মাজতে তবে তোমার দাঁত পড়ে যেতো না। চেহারাও এরকম দেখাতো না। চিরুনি বললো, মিতু, তুমি সারাদিনে আমাকে একবারও চুলে ছুয়াওনি। তাই তো তোমার চুল পড়ে গেছে। এমন সময় মিতু দেখলো মিতুর সাবান টি তার দিকে তেড়ে আসছে। সাবান বললো, মিতু, তুমি আমাকেও গায়ে লাগাওনি। ঘরের ঐ কোণায় পড়ে থাকতে থাকতে আর ভাল লাগে না। আমাকে দিয়ে মাঝে মাঝে চুল ধুলেও তো পারতে। তাহলে আর মাথায় উকুন হতো না। খুসকিও থাকতো না।

ওদের কথায় মিতু ভয় পেয়ে গেলো। বললো, এসো ভাই আমার কাছে। ওরা সবাই বললো, না না, তা আর হবে না। এখন তুমি যতোই ডাকোনা কেন, আমরা তোমার কাছে আসবো না। তখন মিতু কাঁদতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে ওর ঘুম ভাঙ্গলো। মিতু দৌড়ে মার কাছে গেলো। সব কথা খুলে বললো মাকে। মাকে আরও বললো, মা, এখন থেকে আমি নিজের দিকে খেয়াল রাখবো। রোজ দুবেলা দাঁত মাজবো, রোজ চুল আঁচড়াবো, সাবান দিয়ে গা ধোব। মেয়ের কথা শুনে মা মুচকি হাসলেন। তারপর মিতুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন।

গল্প-১২

পাতা ও মাটির ঢেলা

রাস্তার ধারে একটা গাছে অনেক সবুজ পাতা ছিলো। পাতাগুলো বাতাস এলে খুব মজা পেতো, আর হেলে দুলে খেলা করতো।

একদিন হঠাৎ খুব জোরে বাতাস এলো। খেলতে খেলতে একটা পাতা টুপ করে ছিড়ে নিচে পড়ে গেলো। বাতাস খুব জোরে বইছিলো তাই পাতাটা কোনভাবেই গাছের নিচে থাকতে পারছিলো না। সে মনে মনে ভাবলো, আজ বাতাস আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

গাছের নিচেই পড়ে ছিলো একটা মাটির ঢেলা। সে পাতার মনের কথা বুঝতে পারলো। সে ধীরে ধীরে পাতার কাছে এসে বললো, "তুমি ভয় পেয়ো না। বাতাস তোমাকে উড়িয়ে নিতে পারবে না। আমি তোমার উপর বসে তোমাকে ধরে রাখবো।"

মাটির ঢেলার কথায় পাতার ভয় কিছুটা দুর হলো। মাটির ঢেলা পাতার উপর বসলো তাই বাতাস আর পাতাকে উড়িয়ে নিতে পারলো না।

একটু পরেই হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টি শুরু হতেই মাটির ঢেলা মনে মনে ভাবলো, বৃষ্টির জন্য আজ আমি হয় গলেই যাবো।পাতা মাটির ঢেলার মনের কথা বুঝতে পারলো। সে মাটির ঢেলাকে বললো, "তুমি একটুও চিন্তা করোনা। বৃষ্টি তোমার কিছুই করতে পারবে না। আমি তোমাকে ঢেকে রাখবো।"

অমনি পাতা গিয়ে মাটির ঢেলাকে বৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখলো। বৃষ্টি মাটির ঢেলাকে গলাতে পারলো না। এবার মাটির ঢেলা পাতাকে বললো আজ থেকে আমরা বন্ধু। আমরা একজন অন্যজনকে সাহায্য করেছি বলেই আজ আমরা দু'জনে বেঁচে আছি। এখন থেকে আমরা সব সময় একে অপরকে সাহায্য করবো। পাতা মাটির ঢেলার কথা শুনে খুব খুশি হলো। সেই থেকে তারা দু'জন বন্ধু এবং সব সময় একে অন্যকে সাহায্য করে।

কুমির ও বানর

গল্প-১৩

এক গাছে ছিলো এক বানর। সে বানরের খুব শক্তি ছিলো। সেই গাছের পাশেই ছিলো এক নদী। নদীতে থাকতো দুই কুমির। কুমিরের বউয়ের একদিন ইচ্ছা হলো বানরের হৃদপিন্ড খাবে। না খেলে সে বাঁচবে না। কুমির ভাবলো কি করে বানরের হৃদপিন্ড আনা যায়। কুমির বুদ্ধি করে একদিন বানরকে বললো, 'ও বানর ভাই নদীর ওপারে অনেক ফলমূল আছে, চল ওপারে বেড়াতে যাই। ডুমুড় ফল খেয়ে আর কতদিন থাকবেন?' বানর বললো, 'বিশাল নদী পার হওয়ার সাধ্য কি আমার আছে?' কুমির বললো আসুন আমার পিঠে, বসুন, আমি আপনাকে ওই পারে নিয়ে যাবো। কুমিরের কথামতো বানর কুমিরের পিঠে উঠলো। কুমির চলতে লাগলো। হঠাৎ নদীর মাঝখানে এসে কুমির ডুবতে লাগলো। বানর বললো এ কি ভাই তুমি আমাকে ডুবাচ্ছ কেন? কুমির বলল তুমি কি ভাবছো আমি তোমার ভালোর জন্য নিয়ে যাচ্ছি? আমার বউয়ের ইচ্ছা হয়েছে তোমার হৃদপিন্ড খাবে, তাই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। বানর তখনই বুদ্ধি করে বললো আমাদের হৃদপিন্ড কি আমাদের সঙ্গে থাকে? যখন আমরা গাছে গাছে লাফালাফি করি তখন আমাদের হৃদপিন্ড পড়ে ভেঙ্গে যেতো না? এই যে একটা ডুমুর ফলের থোকা দেখিয়ে বলে সেটা হচ্ছে আমার হৃদপিণ্ড। কুমির বললো আমাকে তোমার হৃদপিন্ড দাও, আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো। তারপর কুমির বানরকে নদীর পাড়ে নিয়ে এলো। বানর এক লাফে গাছে উঠে গেলো আর বললো, তুমি একটা বোকা, কারো হৃদপিন্ড কি গাছে থাকে? কুমির বানরের কথা শুনে মন খারাপ করে চলে গেলো।

খরগোশ আর কচ্ছপ

গল্প-১৪

এক ছিলো খরগোশ। তার ভারি অহংকার। সে সবাইকে বলতো, 'আমি বাতাসের চাইতে জোরে ছুটি। আমার সঙ্গে দৌড়ে কেউ পারবে না। একদিন নদীর ধারে এক কচ্ছপ বসেছিল। খরগোশ এসে কচ্ছপ কে বললো, 'তুমি অমন করে হাঁট কেন? একটুখানি পথ যেতে সারাদিন লেগে যায়। এই দেখ না, আমি কেমন জোরে ছুটি। চোখের পলকে সারা বন ঘুরে আসি। কচ্ছপ হাসলো। বললো, 'এসো না, একদিন তোমার সঙ্গে হাঁটার পাল্লা দিই।

খরগোশ বললো, 'নদীর ধারে ঐ যে বুড়ো বটগাছটা, ওখানে যাব। যে আগে যেতে পারবে, সেই জিতবে। কচ্ছপ জবাব দিল, 'বেশ'।

শুরু হলো দৌড়। খরগোশ ছুটছে আগে আগে। পেছনে ধীরে ধীরে চলেছে কচ্ছপ। খরগোশ এক দৌঁড়ে অনেকখানি পথ এগিয়ে গেলো। তারপর ভাবলো, কচ্ছপ অনেক পেছনে পড়েছে। এই ফাঁকে আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। ঘুমটা একটু বেশিই হয়ে গেলো। জেগে উঠে খরগোশ আবার ছুটতে লাগলো। এক দৌড়ে সে এলো সেই বটগাছটার কাছে। এসে দেখে কচ্ছপ আগেই সেখানে গিয়ে বসে আছে।

৪। প্রাক-গণিত

- প্রাক-গণিতের বিষয়বস্তু
- বিভিন্ন বিষয়বস্তু শেখানোর নিয়ম
- বিবিধ

প্রাক-গণিতের বিষয়বস্তু:

- বিভিন্ন বিষয়ের ধারণা
- সংখ্যার ধারণা
- যোগের ধারণা
- বিয়োগের ধারণা

বিভিন্ন বিষয়বস্তু শেখানোর নিয়ম:

বিভিন্ন বিষয়ের ধারণা:

"আমার বই" এ প্রাক-গাণিতিক ধারণা রয়েছে। যেমন: ডান-বাম, ছোট-বড়, হালকা-ভারী লম্বা-খাটো, মোটা- চিকন, কম-বেশি, ভিতর-বাহির, ওপর-নিচ, সামনে-পেছনে, মিল-অমিল, উঁচু-নিচু, কাছে-দূরে ইত্যাদি। এ সমস্ত ধারণা দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করবেন। বাস্তব উপকরণ দিয়ে বোঝানোর পাশাপাশি বোর্ডে ছবি এঁকেও ধারণা দেয়া যেতে পারে। যেমন: ছোট-বড় ধারণা দেয়ার ক্ষেত্রে একটি ছোট বল ও একটি বড় বল, একটি ছোট ঘর ও একটি বড় ঘর, একটি ছোট পাখি ও একটি বড় পাখি দেখিয়ে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আবার বোর্ডে ছোট-বড় বল অংকন করেও বুঝানো যেতে পারে। তারপর শিশুদের নিকট থেকেও বিভিন্ন উদাহরণ শুনতে হবে। আকার আকৃতি বুঝানোর ক্ষেত্রে চুড়ি বা কৌটা বসিয়ে আঁকা এবং ছবি দেখানো যেতে পারে। "আমার বই" বইয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি দেখিয়ে শিশুদের ধারণাসমূহ পরিষ্কারভাবে বোঝাতে হবে।

সংখ্যার ধারণা:

শিক্ষা কেন্দ্রে ৫-৬ বছর বয়সী শিশুদের ১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা দেয়া হবে। নিচের নিয়ম অনুসরণ করে সংখ্যার ধারণা দেবেন-

- শিক্ষক যে সংখ্যাটি শেখাবেন বাস্তব জিনিসের মাধ্যমে তার ধারনা দেবেন। যেমন: ৪ শেখালে ৪টি কাঠি, ৪টি আঙুল, ৪টি পাতা, ৪টি ফুল, ৪ জন শিশু ইত্যাদি উদাহরণ দিয়ে বোঝাবেন।
- বাস্তব ধারণা দেয়ার পর ছবির মাধ্যমে ধারণা দেবেন। যেমন: বোর্ডে ৪টি কাঠি এঁকে, ৪টি ফুল এঁকে এবং আমার বইয়ের ছবি দেখিয়ে ধারণা দেবেন। বইয়ের ছবি দেখানোর ক্ষেত্রে শিশুরা ভালোভাবে দেখছে কিনা, বুঝতে পারছে কিনা তা প্রশ্ন করে শিক্ষক জেনে নেবেন।
- তারপর শিক্ষক ৪ সংখ্যাটি বোর্ডে লিখে এবং বইয়ে লিখা ৪ দেখিয়ে ৪ এর ধারণা দেবেন।
- শিক্ষক নিজে ব্ল্যাক বোর্ডে সংখ্যাটি লিখবেন এবং শিশুদেরকে তাকে অনুসরণ করে তাদের নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলবেন।
- ১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা শিশুদেরকে প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক একই নিয়ম অনুসরণ করবেন।

- সংখ্যাটি লেখা শিশুদের আয়ত্বে এলে 'আমার বই' এর নির্দেশনা অনুযায়ী শিশুরা অনুশীলন করবে। লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন এবং শিশুদেরকে বোর্ডে এনে মাঝে মাঝে লেখাবেন।
- খাতায় অনুশীলনের জন্য 'অনুশীলন খাতা গণিত' রয়েছে।

সংখ্যার ধারণা দেওয়ার পর শিক্ষক শিশুদেরকে নিয়ে "আমার বই" এর পাঠ-৯৭ এর ছড়াটি নিচের নিয়মে করবেন-
-পাঠ ৯৭ এর সংখ্যার ছড়াটি শিক্ষক প্রথমে নিজে ভালোভাবে আয়ত্ব করে নেবেন (পৃষ্ঠা নম্বর ৯৯)। তারপর শিশুদেরকে ৪ লাইন করে ছড়াটি শেখাবেন।
-ছড়াটি শিশুদের আয়ত্বে এলে শিশুদেরকে 'ট' আকৃতিতে দাঁড় করিয়ে শিক্ষক সামনে দাঁড়াবেন।
-১০টি কাঠি একটি পাত্রে নেবেন। একটি একটি করে কাঠি মাটিতে গুণে গুণে রাখবেন।
-১ থেকে ১০ পর্যন্ত গণনা করবেন এবং শিশুরা যেন দেখতে পায় সেভাবে রাখবেন।
-গণনা করা শেষ হলে শিক্ষক নিজে সামনে দাঁড়িয়ে একটি করে আঙ্গুল দেখিয়ে অঙ্গভঙ্গি সহকারে নেচে নেচে ছড়াটি গানের সুরে গাইবেন এবং শিশুরাও একইভাবে নাচবে ও গাইবে। আঙ্গুল দেখানোর ক্ষেত্রে ১-১০ পর্যন্ত আঙ্গুল দেখাবেন।
-পাঠ- ৯৮, ৯৯ ও ১০০ একইভাবে শেখাবেন।

যোগের ধারণা:

যোগের ধারণা দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিচের নিয়ম অনুসরণ করবেন-

- প্রথমে বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে যোগের ধারণা দেবেন। যেমন: কাঠি, পাতা, হাতের আঙ্গুল ইত্যাদি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়- শিক্ষক এক হাতে ২টি কাঠি এবং অন্য হাতে ১টি কাঠি রেখে জিজ্ঞেস করতে পারেন কোন হাতে কয়টি কাঠি আছে? তারপর দু'হাতের কাঠি একসাথে করে প্রশ্ন করতে পারেন এখন কয়টি কাঠি হলো? শিশুরা বলতে না পারলে কাঠিগুলো দেখিয়ে দিয়ে বলবেন যে ৩টি কাঠি হয়েছে এবং বুঝিয়ে দেবেন, এভাবে কোন কিছু মিলানোকে যোগ বলে।
- বাস্তব ধারণা দেয়ার পর অর্ধ-বাস্তবের সাহায্যে অর্থাৎ বোর্ডে ছবি এঁকে এবং বইয়ের ছবি ব্যবহার করে ধারণা দিতে হবে।
- তারপর শিক্ষক ছোট ছোট যোগের অনুশীলন করাবেন (পাঠ-১০৭, ১০৮, ও ১০৯ এবং ১১২ অনুযায়ী)।

বিয়োগের ধারণা:

বিয়োগের ধারণা দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিচের নিয়ম অনুসরণ করবেন-

- বাস্তব উপকরণের সাহায্যে বিয়োগের ধারণা দেবেন। যেমন: ২টি কাঠি হাতে নিয়ে শিশুদের উদ্দেশ্যে বলবেন, বলতো আমার হাতে কয়টি কাঠি আছে? উত্তর জানার পর বলবেন- এভাবে আমাদের কাছে যা আছে তা থেকে অন্য কাউকে কিছু দিলে বা সরিয়ে ফেললে বাকী আর কী থাকে তা আমরা জানতে পারি। এভাবে শিক্ষক শিশুদেরকে বিয়োগের ধারণা দেবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক কাঠির পরিবর্তে অন্যান্য উপকরণও ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন: শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে, খেলনা দিয়ে, শেখার উপকরণ দিয়ে ইত্যাদি।
- উপকরণের সাহায্যে বিয়োগের ধারনা দেয়া হয়ে গেলে বোর্ডে ছবি একে ধারণা দেয়া যেতে পারে (পাঠ-১১০, ১১১ ও ১১৩ অনুযায়ী শিক্ষক অনুশীলন করাতে পারেন)।
- **ইংরেজি সংখ্যা ১-১০ পর্যন্ত গণনা শেখাবেন (পাঠ-১১৪ এবং পৃষ্ঠা নম্বর-১১৬ অনুযায়ী)।**
- শিশুদের শিক্ষক পরিমাপের বিভিন্ন বিষয় যেমন-ছোট-বড়, মোটা চিকন, লম্বা-খাটো, কাছে-দূরে হাল্কা-ভারি, উপর-নিচ, কম-বেশি, আকার-আকৃতি, ইত্যাদির ধারণা দেবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক বাস্তব ও অর্ধবাস্তব (ছবির মাধ্যমে) উপকরণ এবং শিক্ষক "আমার বইয়ের" ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০ ও ৮১ নম্বর পাঠের সাহায্য নিতে পারেন।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

৫। চারু ও কারুকাজ (চিত্রাঙ্কন সহ)

- চিত্রাঙ্কন
- হাতের কাজ
- বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ করানোর নিয়ম

চিত্রাঙ্কন:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুদের আঁকার জন্য নমুনা হিসেবে কিছু বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক শিশুদেরকে ইচ্ছেমত ছবি আঁকতে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষক প্রত্যেক শিশুকে একটি করে পেন্সিল ও আর্ট পেপার দিয়ে বিষয় নির্ধারণ করে ইচ্ছেমত ছবি আঁকতে বলবেন।

নমুনা প্রশ্নঃ তুমি কিসের ছবি আঁকছো?
(বিভিন্ন অংশ দেখিয়ে) এটা কী? এটা কেন এমন করে এঁকেছো?

তুমি যা আঁকছো তা কোথায় দেখেছো? ইত্যাদি।

ইচ্ছেমত বা উন্মুক্ত ছবি আঁকার অনুশীলনের পাশাপাশি শিক্ষক নির্ধারিত ছবি আঁকাতে শেখাবেন যেমন: আম, পেঁপে, নৌকা এবং ঘর ইত্যাদি। উন্মুক্ত এবং নির্ধারিত উভয় ক্ষেত্রেই শিশুর আঁকা ছবির একটা নাম দিতে শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে।

বিচি ও কাঠি ব্যবহারের বিভিন্ন চিত্র :

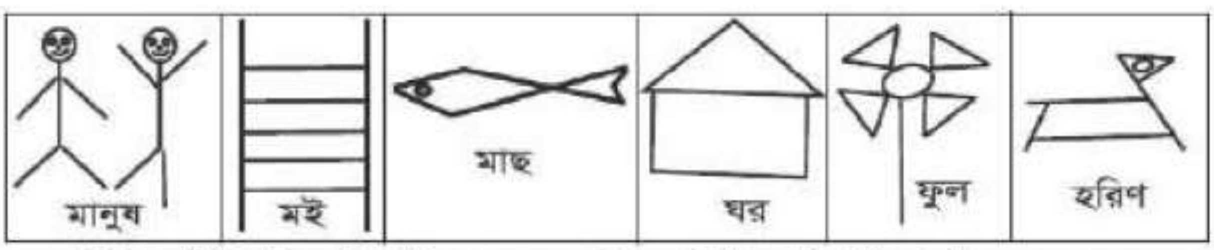

এভাবে বিচি ও কাঠি দিয়ে শিক্ষক নিজের ইচ্ছানুসারে অন্যান্য উপকরণ তৈরি করে শিক্ষার্থীদের তৈরি করতে সাহায্য করবেন।

পাতা দিয়ে বিভিন্ন উপকরণ তৈরির চিত্র :

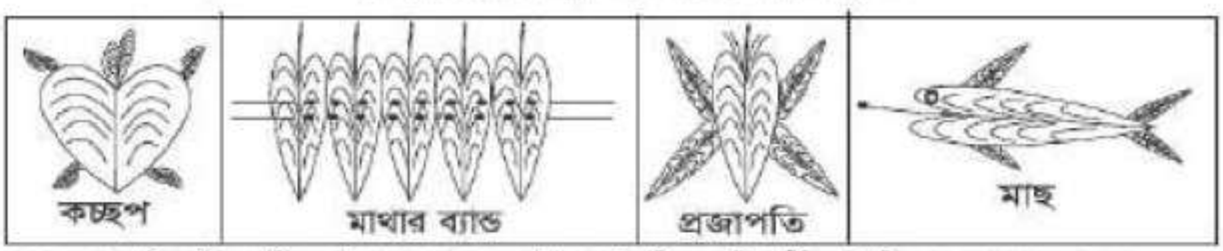

এভাবে পাতা দিয়ে শিক্ষক নিজের ইচ্ছানুসারে অন্যান্য উপকরণ তৈরি করে শিক্ষার্থীদের তৈরি করতে সাহায্য করবেন।

নমুনা ছবি আঁকার পদ্ধতি

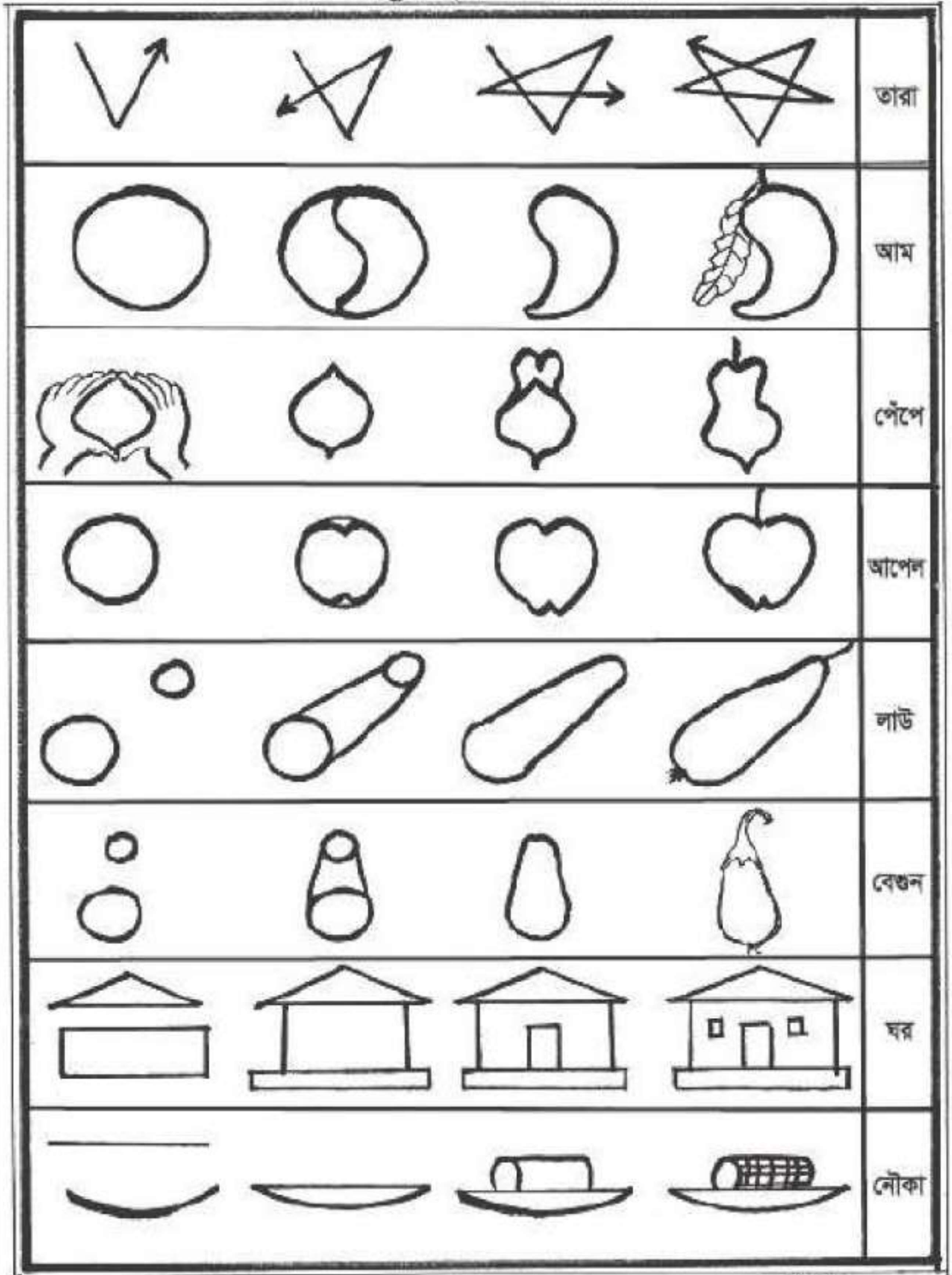

সংখ্যার সাহায্যে চিত্রাঙ্কন

১	
২	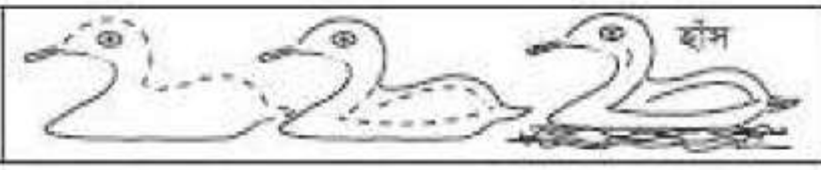
৩	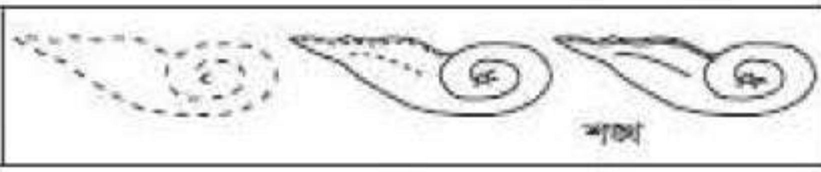
৪	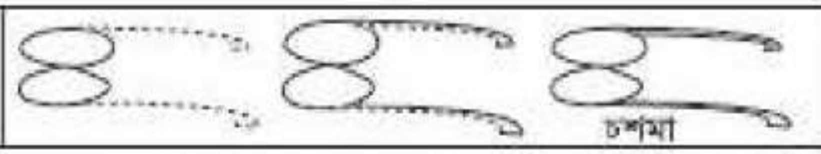
৫	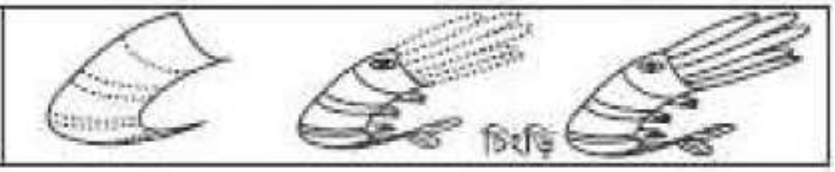
৬	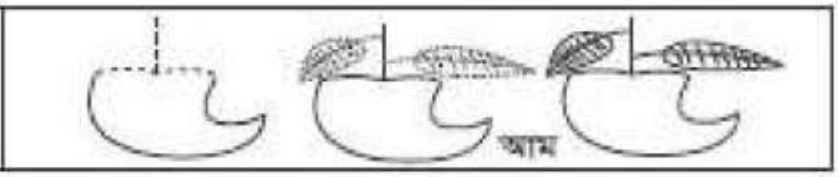
৭	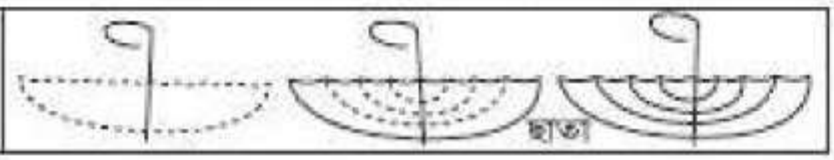
৮	
৯	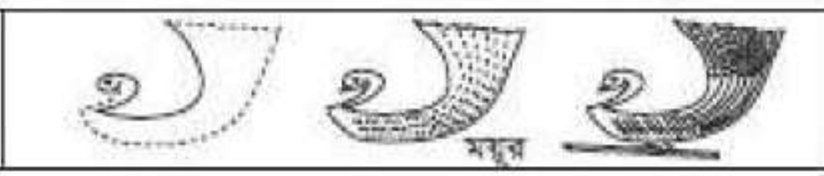
০	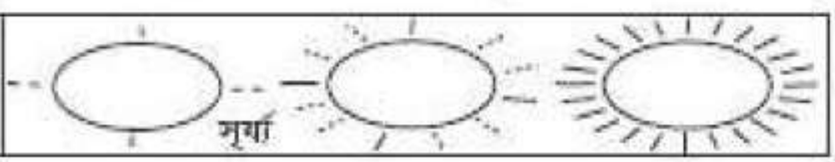

রং চেনা:
ছবি আঁকা শেখানোর পূর্বেই শিক্ষক মৌলিক রং সম্পর্কে শিশুদের ধারনা দেবেন। বইয়ে প্রদত্ত ছবি দেখিয়ে শিক্ষক শিশুদের কাছে ছবিতে বস্তুটির রং কী তা জানতে চাইবেন। সঠিক উত্তর দিলে শিশুদের উৎসাহিত করতে হবে। না পারলে শিক্ষক বলে দেবেন। সম্ভব হলে বাস্তব জিনিস শিশুদের সামনে উপস্থাপন করে রং সম্পর্কে ধারনা দেবেন। এভাবে শ্রেণির সকল শিশু রং চিনতে পেরেছে কি না শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তা পর্যবেক্ষন করবেন।

হাতের কাজ:
শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুদের সৃজনশীলতা এবং সূক্ষ্ম পেশীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে সকল হাতের কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো হলো-

- **মাটির কাজ:** চুলা, আম, কলা, বল, পুতুল, মাছ, পেঁপে, কুমড়া ইত্যাদি বানানো।
- **কাগজের কাজ:** নৌকা, পাখি, উড়োজাহাজ, ফুল, চরকা, ঘুড়ি, জামা, প্যান্ট, পাখা ইত্যাদি বানানো।
- **পাতার কাজ:** পাতা দিয়ে বাঁশি, চরকি, চশমা, ঘুড়ি, পাখা ও জীবজন্তু বানানো।
- **বিচির কাজ:** বিচি দিয়ে বিভিন্ন আকার আকৃতি যেমন: গোল, ত্রিকোণ, চৌকোণ, পতাকা, ডিম ইত্যাদি বানানো।
- **কাঠির কাজ:** পাটকাঠি বা সরু বাঁশের কাঠি দিয়ে বিভিন্ন আকৃতি বানানো।

হাতের বিভিন্ন ধরনের কাজ করানোর নিয়ম

- শিশুরা বিভিন্ন দলে বসে মাটি ও কাগজ নিয়ে বিভিন্ন খেলনা বানাবে এবং পাতা দিয়ে বাঁশি, চশমা, ঘড়ি, চরকা বানানো ছাড়াও বিভিন্ন জীবজন্তুর আকার-আকৃতি বানাবে।
- প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুদেরকে নিজে করে দেখাবেন। শিশুরা বুঝতে পেরেছে কি না তা জিজ্ঞেস করবেন। বুঝতে না পারলে পুনরায় করে দেখাবেন এবং শিশুদেরকে নিজ হাতে করতে বলবেন। পাতা দিয়ে বিভিন্ন জীবজন্ত বানানোর সময় শিক্ষক এবং শিশুরা মিলে একসাথে কাজটি করবেন। একদিনের জন্য একটি জীব বা জন্তুর আকৃতি তৈরি করাই ভাল। পাতা দিয়ে শিশুরা মুকুটও তৈরি করবে।
- মাটি দিয়ে কাজ করানোর পর শিশুদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি শিক্ষক অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন।
- কাগজের চরকা বানানোর সময় নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এই চরকা নারকেলের পাতা দিয়ে ও বানানোম যেতে পারে।

কাগজের চরকা বানানো
৩টি ২ সেঃ মিঃ চওড়া ১৫ সেঃ মিঃ লম্বা কাগজ দু'ভাগ করে ছবির মতো লাগাতে হবে। পেনসিলের মাথায় রেখে ফুঁ দিলে ঘুরবে

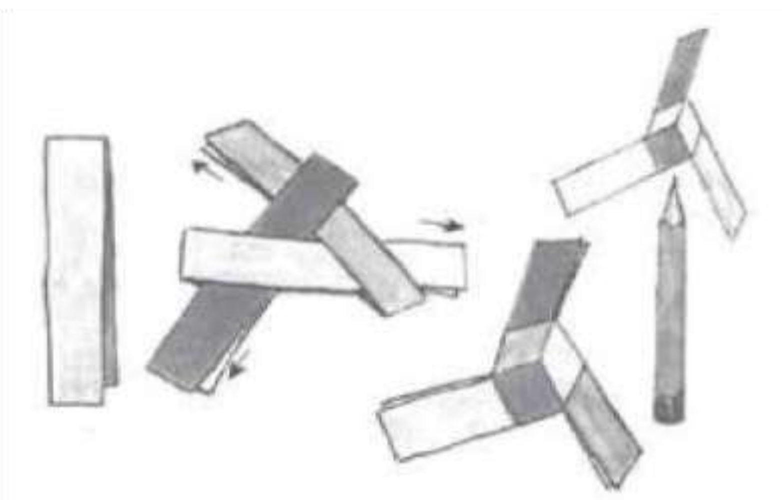

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

৬। ক্রীড়া ও শরীরচর্চা

- ব্যায়ামসমূহ
- ব্যায়াম করানোর নির্দেশনা
- ইচ্ছেমত খেলা
- খেলা পরিচালনার নিয়ম
- নির্দেশনার খেলা
- বিভিন্ন খেলার নিয়ম

ব্যায়ামসমূহ:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিশুদের জন্য দু'ধরনের ব্যায়াম রাখা হয়েছে। যথা-শারীরিক ব্যায়াম এবং মাথার ব্যায়াম। দু'ধরনের ব্যায়ামই শিশুদের পেশী সঞ্চালনের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। উপরন্তু মাথার ব্যায়ামগুলো শিশুদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। ব্যায়ামগুলো হলো-

- হাতের ব্যায়াম (ফুল-কলি)
- হাতের ব্যায়াম (১ থেকে ৪ গণনা করে)
- প্যাঁচা
- ঘাড়ের ব্যায়াম
- হাতী
- কোমরের ব্যায়াম
- কৌণিক হামাগুড়ি
- মাথার উপর তালি বাজানো
- মাটির সাথে সমান্তরাল
- শরীরের চার অবস্থান

ব্যায়াম করানোর নির্দেশনা:

শিক্ষক প্রতিদিন ক্লাসের শুরুতে রুটিন অনুযায়ী জাতীয় সংগীত ও দৈনিক সমাবেশের সঙ্গে শিশুদের ব্যায়াম করাবেন। প্রতিটি ব্যায়ামই শিক্ষক প্রথমে নিজে করে দেখাবেন এবং পরে শিশুদের দিয়ে করাবেন। জাতীয় সংগীতের পর হাতের ব্যায়াম (ফুলকলি), হাতের ব্যায়াম (১ থেকে ৪ গণনা করে), কোমরের ব্যায়াম, মাথার উপর তালি বাজানো ও শরীরের চার অবস্থান এই ৫টি ব্যায়াম করাবেন। বাকী ৫টি ব্যায়াম ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে করাবেন। যেমন : ছড়া/গান/গল্পের পর প্যাঁচা, পঠন-লিখনের পর হাতি, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য এরপর ঘাড়ের ব্যায়াম, গণিতের পর কৌণিক হামাগুড়ি এবং চারুকারু ক্লাসের পর মাটির সাথে সমান্তরাল ব্যায়াম। এভাবে কিছুদিন শিক্ষকের নেতৃত্বে ব্যায়াম অনুশীলন করার পর পর্যায়ক্রমে শিশুদেরকে ব্যায়াম পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে। নিম্নে ১০টি ব্যায়াম কিভাবে করাতে হবে তা বর্ণনা করা হলো।

ব্যায়াম-১

হাতের ব্যায়াম (ফুল কলি)

ধাপসমূহ

১নং ছবি

১.শিশুরা দুই/তিন সারিতে সোজাভাবে দাঁড়বে। (১নং ছবির মত)

২নং ছবি

২. 'এক' বললে শিশুরা দুই হাত মাথার উপর আড়াআড়িভাবে তুলবে এবং খেলার জন্য প্রস্তুতি নিবে। (২নং ছবির মত)

৩নং ছবি

৩. 'কলি' বললে শিশুরা হাতের আঙ্গুলগুলো একসাথে ফুলের কলির মত করবে। (৩নং ছবির মত)

৪নং ছবি

৪. 'ফুল' বললে আঙ্গুগুলো খুলে ফুলের মত করবে। (৪নং ছবির মত)

৫. এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি তিন বার করবে।

৬. 'দুই' বললে শিশুরা হাত নামিয়ে ফেলবে।

উপকারিতা

- হাতের পেশী সবল হবে।
- নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারবে।
- শিশুদের মধ্যে শৃংখলাবোধ বাড়বে।

ব্যায়াম-২

হাতের ব্যায়াম (এক থেকে চার গনণা করে)

ধাপসমূহ

১নং ছবি

১. শিশুরা দুই/তিন সারিতে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)

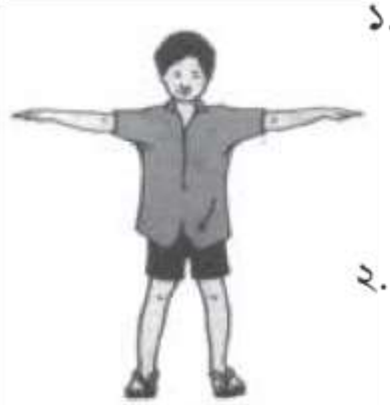
২নং ছবি

২. 'এক' বললে শিশুরা দুই পাশে হাত প্রসারিত করবে। (২নং ছবির মত)

৩নং ছবি

৩. 'দুই' বললে মাথার উপরে হাত তুলে তালি দেবে। (৩নং ছবির মত)

৪. 'তিন' বললে শিশুরা আবার হাত প্রসারিত করবে। (২নং ছবির মত)

৫. 'চার' বললে শিশুরা হাত নিচে নামাবে (১ নং ছবির মত)

এভাবে শিশুরা এক থেকে চার গণনা করে ব্যায়ামটি তিনবার করবে।

উপকারিতা

- এই ব্যায়াম করলে শিশুদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হবে।
- নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারবে।
- শৃংখলাবোধ বাড়বে।

ব্যায়াম-৩

প্যাঁচা

ধাপসমূহ

১নং ছবি

১. শিশুরা সোজা হয়ে দুই/তিন লাইনে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)

২নং ছবি

২. 'এক' বলার সাথে সাথে ডান হাত দিয়ে বাম কাঁধ চেপে ধরবে। (২নং ছবির মত)

৩নং ছবি

৩.'দুই' বলার পর কাঁধ ধরা অবস্থায় ধীরে ধীরে বাম দিকে যতদূর সম্ভব মাথা ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকাবে।

৪. 'তিন' বলার সাথে সাথে ঐ অবস্থানে দুই/তিন বার শ্বাস নিবে ও ফেলবে। (৩নং ছবির মত)।

৪নং ছবি

৫. 'চার' বলার সাথে সাথে ধীরে ধীরে মাথা পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে আনবে এবং হাত ছেড়ে দিবে। (১নং ছবির মত)

৬. 'পাঁচ' বলার সাথে সাথে বাম হাত দিয়ে ডান কাঁধ চেপে ধরবে। (৪ নং ছবির মত)

৫নং ছবি

৭. 'ছয়' বললে আগের মত ডান দিকে যতদূর সম্ভব মাথা ঘুড়িয়ে পিছনের দিকে তাকাবে ।

৮. 'সাত' বলার সাথে সাথে ঐ অবস্থানে
দুই/তিন বার শ্বাস নিবে ও ফেলবে।
(৫নং ছবির মত)

৯. 'আট' বলার সাথে সাথে ধীরে ধীরে মাথা পূর্বের
অবস্থানে ফিরিয়ে আনবে এবং হাত ছেড়ে দেবে।
(১নং ছবির মত)
এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি তিন বার অনুশীলন করবে।

উপকারিতা

- ঘাড়ের পেশী সচল হবে।
- মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়বে।
- অলসতা দূর হবে এবং সতেজতা বৃদ্ধি পাবে।

ব্যায়াম-৪

ঘাড়ের ব্যায়াম (এক থেকে আট পর্যন্ত গণনা করে)
ধাপসমূহ

১নং ছবি

১.শিশুরা দুই/তিন লাইনে কোমরে হাত
রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।
(১নং ছবির মত)

২নং ছবি

২.'এক' বললে শিশুরা মাথা বাম দিকে বাকাবে।
(২নং ছবির মত)

৩.'দুই' বললে মাথা সোজা করবে।
(১নং ছবির মত)

৪.'তিন' বললে মাথা ডান দিকে বাঁকাবে।
(৩নং ছবির মত)

৩নং ছবি

৫.'চার' বললে মাথা সোজা করবে।
(১নং ছবির মত)

৬. 'পাঁচ' বললে শিশুরা মাথা সামনের দিকে ঝুঁকাবে।
(৪ নং ছবির মত)

৪নং ছবি

৭.'ছয়' বললে মাথা সোজা করবে।
(১নং ছবির মত)

৮.'সাত' বললে মাথা পেছনের দিকে বাঁকাবে।
(৫নং ছবির মত)

৯.'আট' বললে মাথা সোজা করবে।
(১ নং ছবির মত)

এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি ৩ বার করবে।

৫নং ছবি

উপকারিতা

- এই ব্যায়াম করলে শিশুদের ঘাড়ের পেশী সবল হবে।
- নির্দেশনা অনুসারে কাজ করতে পারবে।
- শৃংখলাবোধ বাড়বে।

ব্যায়াম-৫

হাতি

ধাপসমূহ

১নং ছবি

১.শিশুরা একজন আরেকজনের পিছনে কাঁধে হাত রেখে জায়গা নেবে এবং সোজা হয়ে লাইনে দাঁড়াবে। (১ নং ছবির মত)

২নং ছবি

২. 'এক' বলার পর ডান হাত সোজা উপরে তুলে বাহু মাথার সাথে লাগিয়ে প্রস্তুত হবে। (২নং ছবির মত)

৩নং ছবি

৩. 'দুই' বলার পর শিশুরা সামনে ঝুঁকে শোয়ানো '8' এর মত হাত ঘুরাবে। চোখের দৃষ্টি সব সময় হাতের দিকে থাকবে। (৩নং ছবির মত)

৪. 'তিন' বললে হাত নামিয়ে পুনরায় সোজা হয়ে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)

৫. একইভাবে চার, পাঁচ, ছয়, বলার মাধ্যমে শিশুরা বাম হাত উপরে তুলে আগের মত ব্যায়ামটি করবে।

এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি তিন বার অনুশীলন করবে।

উপকারিতা

- মনোযোগ বাড়বে।
- ঘাড়ের পেশীসমূহ সঞ্চালিত হবে।
- মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

ব্যায়াম-৬

কোমরের ব্যায়াম (এক থেকে চার গণনা করে)
ধাপসমূহ

১.শিশুরা কোমরে দু হাত রেখে দুই/তিন লাইনে আরামে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)

১নং ছবি

২. 'এক' বললে শিশুরা কোমরের উপরের অংশ ডান দিকে বাঁকা করবে। (২ নং ছবির মত)

২নং ছবি

৩. 'দুই' বললে সোজা হবে। (১ নং ছবির মত)

৪. 'তিন' বললে বাম দিকে বাঁকা হবে। (৩নং ছবির মত)

৩নং ছবি

৫. 'চার' বললে সোজা হবে। (১নং ছবির মত)

৬. এরপর শিশুরা কোমর থেকে হাত নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।

এভাবে শিশুরা এক থেকে চার গণনা করে ব্যায়ামটি তিন বার অনুশীলন করবে।

উপকারিতা

- মেরুদণ্ড সুগঠিত হবে।
- কোমরের পেশীসমূহ সঞ্চালিত হবে।
- নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারবে।

ব্যায়াম-৭

কৌণিক হামাগুড়ি
ধাপসমূহ

১নং ছবি

১.শিশুরা দুই/তিন লাইনে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)
'এক' বলার সাথে সাথে সবাই ডান হাতের তালু দিয়ে বাম হাঁটু উপরে উঠিয়ে স্পর্শ করবে এবং বাম হাত শরীরের বাম পাশে সোজা করে রাখবে। (২নং ছবির মত)

২নং ছবি

২. 'দুই' বলার সাথে সাথে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)

৩. 'তিন' বলার সাথে সাথে বাম হাতের তালু দিয়ে ডান হাঁটু উপরে উঠিয়ে স্পর্শ করবে এবং ডান হাত শরীরের ডান পাশে সোজা করে রাখবে। (৩নং ছবির মত)

৩নং ছবি

৪. 'চার' বলার সাথে সাথে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)

এই ব্যায়ামটি এভাবে শিশুরা কমপক্ষে পাঁচ বার অনুশীলন করবে।

উপকারিতা

- মস্তিষ্কের উভয় অংশ সক্রিয় হবে।
- হাত পা সঞ্চালিত হবে এবং পেশী সবল হবে।

ব্যায়াম-৮

মাথার উপর তালি বাজানো
ধাপসমূহ

১.শিশুরা দুই/তিন লাইনে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)

১নং ছবি

২. 'এক' বললে শিশুরা উপরের দিকে লাফ দিয়ে দু'হাত উপরে তুলে তালি বাজিয়ে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াবে। (২নং ছবির মত)

৩. 'দুই' বলার সাথে সাথে আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসবে। (১নং ছবির মত)

২নং ছবি

এভাবে এক থেকে দুই বলার মাধ্যমে শিশুরা পাঁচ বার ব্যায়ামটি করবে।

উপকারিতা

- পুরো শরীর সঞ্চালিত হবে।
- শরীরে ভারসাম্য বজায় রাখার দক্ষতা বাড়বে।

ব্যায়াম-৯

মাটির সাথে সমান্তরাল ধাপসমূহ

১নং ছবি

১.শিশুরা দুই/তিন লাইনে কোমরে হাত দিয়ে দু'পা একটু বেশি ফাঁক করে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)

২নং ছবি

২. "বামে ঘোরো", বলার সাথে সাথে সবাই বাম পায়ের পাতা বাম দিকে ঘুরিয়ে দৃষ্টি বামদিকে রেখে বাম দিকে ঘুরে দাঁড়াবে। (২নং ছবির মত)

৩. 'এক' বলার সাথে সাথে বাম পায়ের উপর ভর করে সামনে ঝুঁকবে। (৩নং ছবির মত)

৩নং ছবি

'দুই' বলার সাথে সাথে আগের অবস্থানে ফিরে আসবে। (২ নং ছবির মত)

এবং 'তিন' বলার সাথে সাথে সামনের দিকে ঘুরে দাঁড়াবে।

৪নং ছবি

৪. এবার 'ডানে ঘোরো' বলার সাথে সাথে সবাই ডান পায়ের পাতা ডান দিকে ঘুড়িয়ে দৃষ্টি ডান দিকে রেখে ডান দিকে ঘুরে দাঁড়াবে। (৪নং ছবির মত)

৫. এবার ৩নং ধাপের মতো এক থেকে দুই গণনা করে ব্যায়ামটি তিন বার করবে। (৫নং ছবির মত)

৫নং ছবি

উপকারিতা

- যে কোন কাজে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারবে।
- শরীরের পশ্চাৎদেশের পেশী শক্তিশালী এবং পেছন ভাগ সুস্থির হবে।
- পায়ের পেশী সবল হবে।

ব্যায়াম-১০

শরীরের চার অবস্থান (এক থেকে আট পর্যন্ত গণনা করে)
ধাপসমূহ

১নং ছবি

➢ শিশুরা দুই/তিন লাইনে কোমরে হাত দিয়ে আরামে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)

➢ 'এক' বললে শিশুরা কোমরের উপরের অংশ বামদিকে বাঁকা করবে। (২নং ছবির মত)

২নং ছবি

➢ 'দুই' বলার সাথে সাথে আগের অবস্থানে ফিরে আসবে। (১নং ছবির মত)

➢ 'তিন' বলার সাথে সাথে শিশুরা ডান দিকে বাঁকা হবে। (৩নং ছবির মত)

৩নং ছবি

➢ 'চার' বললে কোমরে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। (১নং ছবির মত)

➢ 'পাঁচ' বললে শিশুরা সামনের দিকে ঝুঁকবে। (৪নং ছবির মত)

৪নং ছবি

➢ 'ছয়' বললে শিশুরা সোজা হবে। (১ নং ছবির মত)

➢ 'সাত' বললে শিশুরা কোমরে হাত রেখে পেছনে বাঁকা হবে। (৫নং ছবির মত)

➢ 'আট'' বললে শিশুরা কোমরে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। (১ নং ছবির মত)

৫নং ছবি

এভাবে শিশুরা ব্যায়ামটি তিন বার করবে।

উপকারিতা

- মেরুদণ্ড সুগঠিত হবে।
- কোমরের পেশীসমূহ সঞ্চালিত হবে।
- নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারবে।

ইচ্ছেমত খেলা:

শিশুরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে সংগৃহিত বিভিন্ন খেলার উপকরণ নিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো খেলবে। শিশুরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে উপকরণসমূহ নিয়ে দলীয়ভাবেও খেলতে পারে।

ইচ্ছেমত খেলার উপকরণ:

ইচ্ছেমতো খেলার জন্য শিক্ষক অভিভাবকদের সহায়তায় স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন খেলার উপকরণ সংগ্রহ করবেন যেমন: মাটি দিয়ে তৈরি হাঁড়ি, পাতিল, চুলা, পুতুল, কাঠের ব্লক, বাঁশের টুকরা, পাতার তৈরি বিভিন্ন বাঁশি, চশমা, ঘড়ি, পাথর, বিচি, কাগজের তৈরি মুখোশ, বোতলের তৈরি ঝুনঝুনি, বোতাম, দড়িলাফ খেলার দড়ি ইত্যাদি। শিক্ষক অভিভাবক সমাবেশে অভিভাবকদের খেলনা বানিয়ে নিয়ে আসার অনুরোধ করে কিংবা সমাবেশ তাদের দিয়ে স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করিয়ে কেন্দ্রে শিশুদের খেলার জন্য রাখতে পারেন। তাছাড়া শিশুরা চারু ও কারু ক্লাসে যেসব উপকরণ তৈরি করবে তাও শিক্ষা কেন্দ্রে ইচ্ছেমতো খেলার জন্য থাকতে পারে। শিক্ষক নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করে শিশুদের খেলার জন্য ব্লক, পুতুল, লুডু, খেলনা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন। যেমন: কাঠমিস্ত্রির সংগে কিংবা কাঠের দোকানের সংগে যোগাযোগ করে কাঠ সংগ্রহ করে ব্লক বানানো কিংবা কোন ব্যক্তির কাছ থেকে অনুদান হিসেবে খেলনা নেয়া ইত্যাদি।

খেলা পরিচালনার নিয়ম:

- শিশুরা তাদের ইচ্ছেমতো যে কোন খেলনা নিয়ে খেলবে। এক্ষেত্রে কোন নির্দেশনা দেয়া যাবে না। তবে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন যেন কয়েকজন শিশু সকল উপকরণ দখল করে না রাখে। সেক্ষেত্রে শিক্ষক সকল শিশুকে খেলার সুযোগ করে দেবেন।
- কোন খেলনা বা খেলার উপকরণ যদি খালি পড়ে থাকে তাহলে শিক্ষক ঐ খেলনা বা উপকরণের প্রতি শিশুদের আকৃষ্ট করতে ওটা নিয়ে নিজেই খেলতে থাকবেন। তাতে অন্য শিশুরা এই উপকরণ নিয়ে খেলতে উৎসাহী হবে।
- কোন উপকরণ নিয়ে শিশুদের মাঝে কাড়াকাড়ি হলে শিক্ষক অন্য কোন আকর্ষণীয় উপকরণ দিয়ে কোন একজন বা একদল শিশুকে সেই দিকে আকৃষ্ট করবেন যেন তারা অন্য উপকরণ নিয়ে খেলতে উৎসাহী হয়। তবে পরে শিশুরা যেন সেই উপকরণটি নিয়ে খেলার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

নির্দেশনার খেলা:

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষকের নির্দেশনায় সব শিশুরা একসাথে খেলতে পারে এমন ১১টি খেলা নির্ধারণ করা হয়েছে। খেলাগুলো মূলত শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়াও খেলাগুলোর মাধ্যমে শিশুদের জ্ঞানবুদ্ধির, সামাজিক এবং আবেগমূলক বিকাশও ঘটবে। এই খেলাগুলো খেলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন হবে। সেজন্য ক্লাসের বাইরে গিয়ে খেলাই ভাল। তবে বাইরে জায়গার অভাব থাকলে শিক্ষক ঘরের ভিতরেই খেলাগুলো করাবেন। প্রতিটি খেলা শেখানোর প্রথম দিকে শিক্ষক নিজে নেতৃত্ব দেবেন। পরবর্তীতে শিশুদেরকে খেলাগুলো পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে।

খেলা-১

রেলগাড়ি ঝিক্ ঝিক্

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।
সময় : ২০ মিনিট।
খেলার নিয়ম :

ধাপ-১ : শিশুরা একজনের কাঁধে আরেকজন হাত রেখে লম্বা রেলগাড়ি বানাবে। আপনি মুখে "পুঁ-উ-উ-উ-উ-উ ঝিক্ ঝিক্" বলবেন এর পর খেলা শুরু হবে। সবাই মিলে নীচের গানটি গাইতে থাকবে ও রেলগাড়ির মত চলতে থাকবে।

- রেলগাড়ি ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্
  চলছে তো চলছেই চলছে
  হুইসেল বাজিয়ে যাত্রীকে ডাকছে
  ঘুম থেকে উঠতে সে বলছে"।

রেলগাড়ির সামনে যে শিশুটি থাকবে সে হবে রেলগাড়ির ইঞ্জিন। ইঞ্জিন যেভাবে অংগভংগি করে রেলগাড়ি চালাবে সকলে সেভাবে চলবে।

ধাপ-২ : এভাবে একবার রেলগাড়িটি ঘুরে স্টেশনে থামার পর আরেকজন শিশুকে ইঞ্জিন হবার সুযোগ দিন। এবার সে রেলগাড়ির প্রথমে এসে বিভিন্ন অংগভংগি করে রেলগাড়িটি চালাবে অন্যরাও সেভাবে চলবে।

ধাপ-৩ : এভাবে একে একে সকলে ইঞ্জিন হয়ে বিভিন্ন অংগভংগি করে গান গাইতে গাইতে রেলগাড়ি চালাতে থাকবে।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	- স্থুলপেশী সঞ্চালনের দক্ষতা বাড়বে। - ছন্দের সাথে সাথে ভারসাম্য রেখে চলার দক্ষতা বাড়বে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	- মনোযোগ বাড়বে। - ভাষার দক্ষতা বাড়বে ।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	- আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

খেলা-২

জুটিতে থাকি

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ-১ : শিশুদের দু'জন দু'জন করে জুটি বাঁধতে সাহায্য করুন।

প্রত্যেক জুটিকে আলাদাভাবে বিভিন্ন জায়গায় লাইন করে দাঁড়াতে বলুন। অর্থাৎ একজন সামনে ও একজন পিছনে। এ খেলা শুরু করার জন্য অতিরিক্ত একজনের প্রয়োজন হবে। শিশুরা যদি জোড় সংখ্যার হয় তাহলে অতিরিক্ত একজনের দায়িত্ব আপনি পালন করবেন।

ধাপ-২ : এবার আপনি শিশুদের খেলার নিয়মটি বলে দিন-

- সবাই জুটি বেঁধে নিজ নিজ জায়গায় লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আপনি ১,২,৩ বলে খেলা শুরু করুন।
- খেলা শুরু হবার সাথে সাথে অতিরিক্ত জন যে কোন জুটির পেছনে গিয়ে দাঁড়াবে। দাঁড়ানোর সাথে সাথে সামনের জন অন্য জুটির পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে। তিনজন হবার সাথে সাথে ঐ জুটির সামনের জন অন্য যে কোন জুটির পিছনে চলে যাবে। এভাবে খেলাটি চলবে।

সবাই যাতে একবার করে জায়গা বদলের সুযোগ পায় সে দিকে লক্ষ্য রেখে খেলাটি চালিয়ে যান।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	-শরীরের ভারসাম্য রেখে ছোটাছুটি করতে পারবে। -মনোযোগ বাড়বে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	-দ্রুত চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	-আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

খেলা-৩

তোমরা কি সব বলতে পার?

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ-১ : শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ান। খেলার নিয়ম বলে ও দেখিয়ে দিন।

- একজন দলনেতা হবে। দলনেতা ১,২,৩,৪ বলে খেলা শুরু করবে। খেলার সময় সবাই একসাথে দুটি করে তালি এবং দুটি করে তুড়ি দিবে। তালি দেয়ার সময় কেউ কথা বলতে পারবে না। শুধু তুড়ি দেয়ার সময় বলবে।
- খেলা শুরু করার সময় কথাগুলো হবে এরকম-

তোমরা কি সব (দলনেতা বলবে) দুই তালি
বলতে পার (দলনেতা বলবে) দুই তালি
একটি করে (দলনেতা বলবে) দুই তালি
ফুলের নাম (দলনেতা বলবে) দুই তালি
যেমন ধর (দলনেতা বলবে) দুই তালি
গোলাপ (দলনেতা বা যে কোন একজন বলবে) দুই তালি
যেমন ধর (দলনেতা বলবে) দুই তালি
বেলী (যে গোলাপ বলেছিল তার পরের জন বলবে)

- এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।

ধাপ-১ : প্রথমে আপনি (শিক্ষক) দলনেতা হয়ে খেলাটি পরিচালনা করুন। শিশুরা খেলাটিতে অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর তাদের পরিচালনা করতে দিন। এই খেলার মাধ্যমে ফুল, ফল, মাছ, খাবার, বর্ণ, শব্দ ইত্যাদি বিভিন্ন কিছুর নাম শেখানো যেতে পারে।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	- ছন্দের সাথে সাথে ভারসাম্য রেখে চলার দক্ষতা বাড়বে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	- বিভিন্ন জিনিসের নাম জানবে। - দ্রুত চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	-আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে। -পালাক্রমে কাজ করার মনোভাব গড়ে উঠবে।

খেলা-৪

চল আকৃতি বানাই

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ-১ : মাটিতে বড় বড় করে একটি গোল, একটি তিনকোনা ও একটি চারকোনা এবং একটি লম্বা রেখা আঁকুন। শিশুরা এগুলোর নাম বলতে পারে কিনা জেনে নিন।

ধাপ-২ : সবাইকে বলুন "গোলের ভিতর যাও"। বলার সাথে সাথে সবাই গোলের ভিতর যাবে। একইভাবে "লাইনে দাঁড়াও", "তিনকোনার ভিতরে যাও", "চারকোনার ভিতরে যাও" ইত্যাদি নির্দেশনা দিন।

ধাপ-৩: কিছুক্ষণ এভাবে খেলার পর নির্দেশনা বদলে দিন। যেমন: "সবাই মিলে হাত ধরে গোল বানাও, তিনকোনা বানাও, চারকোনা বানাও, লম্বা লাইন বানাও" ইত্যাদি।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	- শরীরের ভারসাম্য রেখে ছোটাছুটি করতে পারবে। - স্থূলপেশীর দক্ষতা বাড়বে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	- বিভিন্ন আকৃতি সনাক্ত করতে পারবে। - দ্রুত চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	-আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে। পালাক্রমে কাজ করার মনোভাব গড়ে উঠবে।

খেলা-৫

খুঁজে বের করি

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ-১ : সবাইকে নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ান এবং বলুন- আমি একটা করে রঙের নাম বলব তা তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে। সবাইকে বলুন- "লাল রঙ খুঁজে বের কর"। সবাই খুঁজে বের করবে।

ধাপ-২ : এবার সবাই ঠিকমত বের করেছে কিনা তা প্রত্যেকের কাছে গিয়ে দেখুন। ভুল করলে ঠিক করে দিন।

এভাবে আপনি বিভিন্ন রঙের নাম বলে খেলাটি পরিচালনা করুন। এই খেলার মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিস শেখানো যেতে পারে। যেমন: ফুল, পাতা, গাছ ইত্যাদি।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	- শরীরের ভারসাম্য রেখে ছোটাছুটি করতে পারবে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	- মনোযোগ বাড়বে। - দ্রুত চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। - বিভিন্ন রং বা জিনিস সনাক্ত করতে পারবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	-আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

খেলা-৬

বলতো কি ভাবছি?

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ-১ : সবাইকে গোল হড়ে দাঁড়াতে বলুন। আপনি গোলের মাঝখানে দাঁড়ান।

আপনি মনে মনে কোন কিছু ধরুন (যেমন নৌকা)। এবার সবাইকে বলুন- আমি একটি জিনিসের নাম মনে ধরেছি। এটা পানিতে থাকে। কাঠের তৈরি।

যে বলতে পারবে তাকে এবার আপনার জায়গায় আসতে বলুন। একইভাবে কোন জিনিসের কথা ভাবতে এবং সে সম্পর্কে কিছু বলে প্রশ্ন করতে বলুন। একাধিকজন সঠিক উত্তর দিলে যে আগে উত্তর দিয়েছে তাকে মাঝখানে আসার সুযোগ দিন। প্রথম দিনে যারা মাঝখানে আসার সুযোগ পায়নি, পরের দিন তাদের সঠিক উত্তর দিয়ে মাঝখানে আসতে উৎসাহিত করুন।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	- শরীরের ভারসাম্য রেখে ছোটাছুটি করতে পারবে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	- মনোযোগ বাড়বে। - দ্রুত চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। - বিভিন্ন জিনিসের বর্ণনা শুনে সনাক্ত করতে পারবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	-আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

খেলা-৭

বর্ণ চেনার খেলা

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ-১ : শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ান। সবাইকে একটি করে পরিচিত বর্ণের কার্ড দিন।

ধাপ-২ : এবার আপনি একটি পরিচিত শব্দ উচ্চারণ করুন। শিশুদের শুনতে বলুন। যে শব্দটি উচ্চারণ করেছেন সেই শব্দের প্রথম বর্ণটি যাদের কাছে আছে তারা একটি লাফ দিয়ে একধাপ সামনে গিয়ে বসবে।

এভাবে বিভিন্ন পরিচিত শব্দ উচ্চারণ করুন ও লক্ষ্য রাখুন যাতে শিশুরা সবাই বর্ণ সনাক্ত করার সুযোগ পায়। শিশুরা যখন খেলার সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাবে তখন তাদের মধ্য থেকে কাউকে খেলা পরিচালনা করতে দিন।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	- শরীরের ভারসাম্য রেখে ছোটাছুটি করতে পারবে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	- বিভিন্ন বর্ণ সনাক্ত করতে পারবে। - দ্রুত চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	-আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

খেলা-৮

হলুদ ফুল নীল আকাশ

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।
সময় : ২০ মিনিট।
খেলার নিয়ম :

ধাপ-১ : শিশুদের ২ বা ৩ টি লাইনে দাঁড় করাবেন। এবার আপনি শিশুদের বলুন-

"হলুদ ফুল" তখন শিশুরা হাত সামনে এনে ফুল বানাবে। যখন আপনি "নীল আকাশ" বলবেন তখন শিশুরা দুই হাত দুই পাশে মেলে পাখি উড়ার মত করে হাত নাড়াবে।

ধাপ-২: শিক্ষকের "হলুদ ফুল"/ "নীল আকাশ" বা "নীল আকাশ"/"নীল আকাশ" বললে সে অনুযায়ী শিশু কাজ করবে, যারা নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে ভুল করবে তারা খেলা থেকে বাদ যাবে।

এভাবে খেলা চলতে থাকবে।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	- ছন্দের সাথে সাথে ভারসাম্য রেখে চলার দক্ষতা বাড়বে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	- দ্রুত চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। - মনোযোগ বাড়বে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	-আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

খেলা-৯

রুমাল খোঁজা

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।

সময় : ২০ মিনিট।

খেলার নিয়ম :

ধাপ-১: শিশুদের নিয়ে গোল করে বসাবেন। একজন শিশুর হাতে একটি রুমাল দিন। রুমাল নিয়ে সে গোল হয়ে বসা শিশুদের পিছন দিয়ে ঘুরবে।

ধাপ-২ : ঘুরতে ঘুরতে সে যে কোন একজনের পেছনে রুমালটা আস্তে করে রাখবে। গোল হয়ে বসে থাকা সবাই বিষয়টি খেয়াল করবে কখন তাদের পেছনে রুমালটা দেওয়া হয়। যার পেছনে রুমালটা রাখা হয়েছে সে বুঝতে পারলে রুমাল নিয়ে সবার পেছনে ঘুরতে থাকবে। এবং যে রুমালটা রেখেছিল সে ঐ খালি জায়গায় বসবে।

ধাপ-৩: যদি কারো পিছনে রুমাল রাখার পর সে বুঝতে না পারে তাহলে রুমাল রাখা শিশুটি ঘুরে এসে ঐ শিশুটির পেছনে ছোয়া লাগাবে। ছোয়া শিশুটি বাদ হয়ে যাবে এবং গোলের মাঝে বসবে।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

শারীরিক বিকাশ	- ভারসাম্য রেখে ছুটাছুটি করতে পারবে।
জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	- দ্রুত চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। - মনোযোগ বাড়বে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	-আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

খেলা-১০

পাখি উড়ে

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।
সময় : ২০ মিনিট।
খেলার নিয়ম :

ধাপ-১ : শিশুদের ২ বা ৩ লাইনে দাঁড় করাবেন। যেগুলো উড়ে সেগুলোর নাম বললে শিশুরা হাত দুটি পাখি উড়ানোর মত দোলাবে। যেমন- পাখি উড়ে, চিল উড়ে ইত্যাদি বললে শিশুরা পাখি উড়ার মত হাত দোলাতে থাকবে।

ধাপ -২ : যেগুলো উড়ে না তার নাম বললে হাত নামিয়ে রাখবে। যেমন- মাছ উড়ে, বিড়াল উড়ে ইত্যাদির নাম বললে হাত নামিয়ে রাখবে। শিশুরা নির্দেশনা মত কাজ করবে। ভুল করলে খেলা থেকে বাদ হয়ে যাবে। এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	- দ্রুত চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। - মনোযোগ বাড়বে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	-আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

খেলা-১১

বৃষ্টি নামাই

উপকরণ : প্রয়োজন নেই।
সময় : ২০ মিনিট।
খেলার নিয়ম :

ধাপ-১ : প্রথমে শিক্ষক শিশুদের গোল হয়ে দাড়াতে বলবেন, তারপর শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর বাঁম হাত তুলে ধরতে বলবেন। ডান হাতের একটি আঙ্গুল নিয়ে বাম হাতের উপর কয়েকবার তালি বাজাতে বলবেন। সাথে সাথে শিক্ষক বলবেন এখন বৃষ্টি শুরু হচ্ছে। এরপর পর্যায়ক্রমে দুই, তিন, চার ও পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে তালি বাজাতে বাজাতে বলবেন যে আস্তে আস্তে বৃষ্টি জোরে পড়ছে।

ধাপ-২ : শিক্ষক এবার পর্যায়ক্রমে চার, তিন, দুই এবং এক আঙ্গুল দিয়ে তালি বাজাতে বাজাতে বলবেন বৃষ্টি কমতে শুরু করেছে। এভাবে খেলাটি চলতে থাকবে।

এ খেলার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ

জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ	-আঙ্গুলের সঞ্চালন সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে।
সামাজিক ও আবেগমূলক বিকাশ	-আনন্দ পাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব বাড়বে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত খেলা ছাড়া শিক্ষক বিভিন্ন স্থানীয় খেলাও শিশুদের নিয়ে খেলতে পারেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে খেলাগুলো যেন শিশুবান্ধব হয় এবং শিশুরা যেন নিরাপদ সহায়ক পরিবেশে খেলতে পারে।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

৭। নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা

- সনাতন ধর্মের বিভিন্ন বিষয়বস্তু
- নৈতিকতা ও এ সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ
- নৈতিকতা সম্পর্কিত মহাপুরুষদের বাণী

সনাতন ধর্মের বিভিন্ন বিষয়বস্তু:

▪ সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ধারনা	▪ মন্দির ও তীর্থস্থান
▪ প্রার্থনা	▪ অবতার
▪ নিত্যকর্ম	▪ মহাপুরুষ
▪ দেব-দেবী	▪ ধর্মগ্রন্থ

উপরের বিষয়গুলো শিক্ষক "সনাতন ধর্ম শিক্ষা" বইটির সহায়তায় শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন। শিশুদের দেব-দেবীর ধারনা দেয়ার সময় বিদ্যার দেবী সরস্বতীর ক্যালেন্ডারের ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। "এই ছবিটি কার? শিশুরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। তারা না পারলে শিক্ষক তাদের উত্তর বলে দেবেন এবং সরস্বতী দেবীর ছবি দেখিয়ে আরো দু'একটি প্রশ্ন করবেন। এভাবে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক দেবী সরস্বতী সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য শিক্ষার্থীদের জানাবেন। সাথে সাথে শিক্ষক প্রত্যেক দেব-দেবীর প্রণাম মন্ত্র শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে সরলার্থসহ শিক্ষার্থীদের শেখাবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে শুদ্ধভাবে মন্ত্রটি শিখতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং বার বার অনুশীলন করাবেন।

উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে সনাতন ধর্মের প্রতিটি বিষয়ই শিক্ষক প্রয়োজন বোধে "সনাতন ধর্ম শিক্ষা" বই এবং দেব-দেবীর ক্যালেন্ডারের সহায়তায় শিশুদের শেখাবেন। এভাবে মন্দির ও তীর্থস্থান, অবতার ও মহাপুরুষদের ক্যালেন্ডার ব্যবহার করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ শেখাবেন।

নৈতিকতা সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ

- বড়দের সম্মান করবে।
- নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করবে।
- আলস্য পরিহার করবে।
- বিনয়ী ও ভদ্র আচরণ করবে।
- শিক্ষক ও গুরুজনদের নির্দেশ মান্য করবে।
- অসহায়, পঙ্গু, অন্ধ ব্যক্তিদের সাহায্য করবে।
- পিতামাতার আদেশ পালন করবে।
- সময় সম্পর্কে সচেতন থাকবে।
- পশু-পাখি ও জীবকুলকে ভালোবাসবে।
- দেশকে ভালোবাসবে।
- সদা সত্য কথা বলবে।
- সহনশীল এবং পরমতসহীষ্ণু হবে।
- ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।
- দশের লাঠি একের বোঝা।
- জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো।
- জ্ঞানীরা জীবিত, বাকীরা মৃত।
- অহংকার পতনের মূল।
- লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।
- সকল ধর্মের সার বিদ্যা মহাধন।
- জনক জননী অতি পূজ্য।
- যেমন কর্ম তেমন ফল।
- জ্ঞানই শক্তি, শিক্ষাই মুক্তি।
- মিথ্যা বলা মহাপাপ।
- ঝগড়া করিলে বিপদ ঘটে।
- শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড।
- ইহলোকে জ্ঞানের চেয়ে পবিত্র আর কিছুই নাই।

এ রকম আরো নৈতিকতার উপদেশ "আমার বই" এ দেওয়া আছে। শিক্ষক বইটির সহায়তা নিবেন এবং আরো অন্যান্য নৈতিকতার উপদেশ সংযুক্ত করতে পারবেন।

নৈতিকতা সম্পর্কিত মহাপুরুষদের বাণী–

❖ জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।	স্বামী বিবেকানন্দ
❖ করিতে ঈশ্বর সেবা সাধ যদি মনে, প্রথমে মানব সেবা কর হে যতনে।	স্বামী বিবেকানন্দ
❖ পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন, নিজের অভাব ক্ষোভ থাকে কতক্ষণ।	রজনী কান্ত সেন
❖ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, যে সন্তান মায়ের আদেশ পালন করে, ভগবান তার মঙ্গল করেন।	শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী
❖ মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর ।	শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র
❖ অহিংসা পরম ধর্ম, হিংসা মহাপাপ।	গৌতম বুদ্ধ
❖ আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সে হয়।	ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত
❖ কখনও পরনিন্দা করবে না। সর্বজীবে দয়া করবে, শাস্ত্র ও মহাজনদের বিশ্বাস করবে।	শ্রীশ্রী বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী
❖ যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ।	শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
❖ মানুষই দেবতা হয়, কর্ম করলে সবই সম্ভব হয়।	শ্রীমা সারদাদেবী
❖ ধর্ম এমন একটি ভাব যা পশুকে মানুষ এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধনকে বলা হয় ধর্ম।	স্বামী বিবেকানন্দ
❖ "সকল ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ"।	শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
❖ "শিক্ষক ও শিক্ষা ভিন্ন মানুষ কখনও মানুষ হয় না"।	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
❖ "যে দুর্বল সে কোন দিন সুবিচার করতে সাহস পায় না"।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
❖ যে জাতির দল নেই, সে জাতির বল নেই	শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর
❖ ভাল চিন্তা করুন, কারণ আমাদের চিন্তা একসময় প্রতিজ্ঞায় পরিণত হয়।	মহাত্মা গান্ধী
❖ সমবেত উপাসনার মাধ্যমেই খন্ড-বিখন্ড মানবজাতি এক হইবে।	শ্রীশ্রী স্বরূপানন্দ
❖ একশো জনকে খাওয়াতে হবে না, কিন্তু চোখের সামনে একজন ক্ষুধার্তকে দেখলে তাকে একটু খেতে দাও।	শ্রীমা সারদা দেবী
❖ মায়ের শিক্ষাই শিশুর ভবিষ্যতের বুনিয়াদ	নেপোলিয়ান বোনাপার্ট
❖ ধর্মহীন বিজ্ঞান পঙ্গু আর বিজ্ঞানবিহীন ধর্ম অন্ধ	আলবার্ট আইনস্টাইন
❖ পৃথিবী আমার দেশ, সমগ্র মানবজাতি আমার ভাই এবং মানুষের মঙ্গল কামনা করাই আমার ধর্ম	টমাস পাইন

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

৮। পরিবেশ ও স্বাস্থ্য

- আমার কথা, আমার পরিবারের কথা
- আমাদের খাবার দাবার
- নিরাপদ পানি
- আমাদের চারপাশে যা যা আছে (গ্রামীণ ও শহরের পরিবেশ)
- স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়বস্তু শেখানোর নিয়ম
- বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্র
- বিবিধ

আমার কথা, আমার পরিবারের কথা:

শিক্ষক প্রত্যেক শিশুকে তার নাম, বাবা মায়ের নাম, ভাই বোনের নাম এবং ঠিকানা বলা শেখাবেন।

- শিক্ষক একে একে জানতে চাইবেন শিশুর পরিবারে কে কে আছেন। শিশুদের বড় দলে গোল করে বসিয়ে শিক্ষক একে একে সকলের নাম বলতে বলবেন। শিক্ষক নিজের নাম প্রথমে বলে কাজটি শুরু করতে পারেন। সকল শিশু স্পষ্টভাবে তাদের নাম বলতে পারছে কি না শিক্ষক তা ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত করবেন।
- একইভাবে শিক্ষক প্রত্যেক শিশুকে তার মা, বাবা এবং ভাই বোন থাকলে তাদের নাম বলা শেখানোসহ ঠিকানা বলাও শিখাবেন।
- সকল শিশু শিখছে কিনা শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং শেষে প্রতিটি শিশু তার নিজের নাম, বাবা মার নামসহ ঠিকানা একসঙ্গে বলতে পারছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং অনুশীলনের মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন।

- **আমাদের খাবার দাবার:**
- শিক্ষক শিশুরা কে কী খেতে পছন্দ করে তা জিজ্ঞেস করে আলোচনার সূত্রপাত করবেন। একে একে প্রত্যেক শিশুর কাছ থেকেই তাদের পছন্দের খাবারের কথা শুনতে হবে।
- "আমার বইয়ে" দেয়া খাবারের ছবি সকলকে বের করতে বলবেন। এভাবে কী কী খাবারের ছবি আছে তা তাদের বলতে বলবেন।
- পরবর্তীতে শাক-সবজি, ফল, মাছ, মাংস, দুধ, ডিমসহ বিভিন্ন ধরনের খাবারের নাম ধারাবাহিকভাবে শিশুদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রকল্পের কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত ক্যালেন্ডারের সহায়তা গ্রহণ করবেন।
- প্রতিবারই শিক্ষক দু'একটি উদাহরণ দিয়ে বড় দলে শিশুদের কাছ থেকে খাবারের নাম জানতে চাইতে পারেন। সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শিক্ষক সকল শিশুর কথাই শুনবেন।
- দু' একটি থীম বা বিষয় যেমন শাক-সবজি কিংবা ফলের নাম বের করার জন্য শিশুদের ছোট দলে ভাগ করে তাদের আলোচনার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে ধারনা দেবেন। পঁচাবাসি খাবার না খাওয়ার পরামর্শ দেবেন এবং খাবার ঢেকে রাখার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করবেন।

নিম্নে পুষ্টিকর খাবারের তালিকা দেওয়া হলোঃ

পুষ্টি উপাদান	উৎস
আমিষ	মাছ, মাংস, কলিজা, ডিম, দুধ, ছোট মাছ, ডাল, সীমের বিচি, মটরশুঁটি, কচি নিমপাতা, বরবটি ইত্যাদি।
শর্করা	ভাত, ময়দা, সুজি, পাউরুটি, বিস্কুট, সেমাই, সাগু, খেজুর, চিনি, মুড়ি, চিড়া, ডাল, কচু, আলু এবং তাল গুড়।
স্নেহ বা চর্বি	ঘি, মাখন, মাছের তেল, ডালডা, উদ্ভিজ তেল (পামওয়েল, সয়াবিন, সরিষা, তিল এবং তিসি)।
খনিজ লবন (ক্যালসিয়াম, লৌহ, আয়োডিন ইত্যাদি)	দুধ, মাখন, কলিজা, মাছ, এলাচি, জিরা, থানকুচি, পটল, মিষ্টি আলুর শাক, লাউ শাক, নিমপাতা, পাটশাক, বথুয়া শাক, কচু শাক, সজিনা শাক এবং হলুদ।
ভিটামিন "এ" এবং "বি"	ডিম, দুধ, কলিজা, কিসমিস, আম, কাঁঠাল, পেঁপে, রঙ্গিন শাক-সবজি (লালশাক, কচু শাক, ধনে পাতা, পাঠ শাক, কাঁচা মরিচ, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, পুঁইশাক, কলমী শাক, ঢেঁড়শ, টমেটো)।
ভিটামিন "সি"	কমলা, আপেল, বেদানা, আঙ্গুর, আনারস, আতা, লিচু, আমলকি, পেয়ারা, লেবু, বাতাবী লেবু, কুল, কাঁচা মরিচ, ভিজা ছোলা, ওলকপি, করলা, ফুলকপি।

নিরাপদ পানিঃ

- শিক্ষক আমার বইয়ের পাঠ-৬০ এবং ৬১ নম্বর পৃষ্ঠায় বর্ণিত ছবি দেখিয়ে শিশুদের কিছু বলতে বলবেন। যেমনঃ "এ ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে? এভাবে পানি নিয়ে বিভিন্ন পশ্ন করে শিশুদের পানি সম্পর্কে ধারণা দেবেন।
- শিক্ষক শিশুদের পানির বিভিন্ন উৎস যেমনঃ পুকুর, ডোবা, নদী, টিউবওয়েল, টেপের পানি, কুয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বলে কোন উৎসের পানি খাওয়া নিরাপদ তা তাদের জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষক কেন শিশুরা টিউবওয়েলের পানি খেতে চায় তা জানতে চাইবেন। ডোবা বা পুকুরের পানি খেলে কি হয় তাও শিশুদের জিজ্ঞেস করবেন এবং শেষে দূষিত পানি খেলে বিভিন্ন রোগ হতে পারে তা বলে আলোচনা শেষ করবেন।
- শিক্ষক শিশুদের আর্সেনিক সম্পর্কে ধারনা দেবেন। শিশুরা যে টিউবওয়েলের পানি পান করে সে পানি আর্সেনিক মুক্ত কিনা তা জানার চেষ্টা করবেন। শিশুরা কিভাবে বুঝবে যে ঐ টিউবওয়েলের পানি আর্সেনিক যুক্ত তা শিক্ষক বলে দেবেন। যেমনঃ টিউবওয়েলের গায়ে লাল রং দেয়া থাকলে তাতে আর্সেনিক আছে এবং সবুজ রং দেয়া থাকলে তাতে আর্সেনিক নেই। যে পানিতে আর্সেনিক নেই সে পানি পান করতে শিশুদের বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক কাছাকাছি কোন টিউবওয়েলের নমুনা দেখাতে পারেন।

আমাদের চারপাশে যা যা আছে:

- শিক্ষক শিশুদের ছোট দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে আলাদা আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করবেন আমাদের চারপাশে যা যা কিছু আছে তার নাম বলতে। শিক্ষক প্রথমে উদাহরণ দিয়ে যেমন: ঘর, গাছ, নৌকা, রিক্সা ইত্যাদি শিশুদের বুঝিয়ে দেবেন। তারপর আর কী কী আছে তা জানতে চাইবেন। দলের শিশুরা দু'একটা নাম বলতে পারলেও শিক্ষক হাততালি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক "আমার বই" এর পৃষ্ঠার ৫৯ ও ৬০ নম্বরের বিভিন্ন পাঠ এর ছবি দেখিয়ে শিশুদের বলতে উৎসাহিত করবেন।
- এভাবে প্রতিবার দু'একটি নতুন জিনিসের নাম বলতে শিশুদের উৎসাহিত করবেন এবং শিক্ষক নিজেও নতুন নতুন বিষয় বা বস্তুর নাম তাদের শেখাবেন।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়বস্তু শেখানোর নিয়ম

▪ এসো দাঁত মাজি

উপকরণ: দাঁত মাজা যায় এমন নিম বা আমের কচি ডাল, ব্রাশ ও পানি।

উপস্থাপনের ধাপসমূহ

- দাঁত দেখা যায় এমনভাবে হাসতে বলবেন। নিজে হেসে দেখাবেন। শিশুরা সকলে একসাথে হাসবে (কারো দাঁত অপরিষ্কার থাকলে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করা যাবে না)।
- দাঁত অপরিষ্কার রাখার ফলে দাঁতে ব্যথা হয় এরূপ ভাব দেখিয়ে নিজে অভিনয় করবেন এবং শিশুদেরকেও অভিনয় করতে উৎসাহ ও সহায়তা দেবেন।
- যেহেতু সকল ক্ষেত্রে টুথব্রাশ নাও পাওয়া যেতে পারে তাই প্রত্যেক শিশুকে একটি করে নিমের বা আমের ডাল দেবেন। সঠিকভাবে দাঁত মাজার কৌশল শেখাবেন। কৌশল দেখানোর ক্ষেত্রে উপর-নিচ, ভিতর-বাহির কীভাবে মাজতে হয় তা দেখাবেন। ডান থেকে বামে বা বাম থেকে ডানে দাঁত মাজতে নিষেধ করবেন।

> **ছড়া**
>
> ঘুম হতে উঠে আর খাবারের পরে
> প্রতিদিন মাজব দাঁত বারে বারে॥
> হবে নাকো দাঁতে পুঁজ আর ব্যথা
> মজা করে খাবো মোরা মাছের মাথা॥

- দাঁত মাজা শেষ হলে শিশুদের কেন্দ্রের বাহিরে নিয়ে গিয়ে কুলকুচা করতে দেবেন (মুখের ভিতর পানি রেখে মুখ বন্ধ করে পানি নাড়াচাড়া করাকে কুলকুচা বলে) ও হাতের তিন আঙ্গুল দিয়ে জিহ্বা পরিষ্কার করতে দেবেন।
- এবার শিশুদেরকে দাঁত না মাজলে কী কী ক্ষতি হয় তা বুঝিয়ে বলবেন। যেমন দাঁত না মাজলে দাঁত ব্যথা, মুখে দুর্গন্ধ, দাঁত পড়ে যাওয়া, পেটের অসুখ হয় এবং হাসলে সুন্দর লাগে না এই তথ্যগুলোও দিবে এবং প্রতিদিন নিয়মিত দাঁত মাজতে উৎসাহিত করবেন।
- সবশেষে শিশুদেরকে দাঁড় করিয়ে অঙ্গভঙ্গি সহকারে ছন্দের তালে দাঁত মাজার উপর ছড়াটি আবৃত্তি করতে বা গাইতে সহায়তা দেবেন। 'আমার বই' পাঠ নম্বর ১১ এর সাহায্য নিবেন।

➲ এসো হাত-মুখ ধুই

উপস্থাপনের ধাপসমূহ

- শিশুদের উদ্দেশ্যে বলবেন আমরা কখন হাত বা মুখ ধুই। বলতে না পারলে বলতে সহায়তা করবেন। যেমন: ঘুম হতে উঠে, খাবারের আগে, খাবারের পরে, পায়খানা হতে ফিরে এসে এবং খেলাধূলা করার পরে ইত্যাদি।
- ২/৩ টি দল করে হাত-মুখ বা হাত ধোয়ার বিভিন্ন অভিনয় করতে সহায়তা দেবেন। যে দলের অভিনয় সুন্দর হয়েছে তাদেরকে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

➲ এসো নখ কাটি

উপকরণ: নখ কাটার যন্ত্র।

উপস্থাপনের ধাপসমূহ

- শিশুদের নিয়ে দু'তিন জন করে দল গঠন করবেন। নখ লম্বা হলে (বড় হলে) দোষ কি তা নিজের ভাষায় বলতে দেবেন। যেমন: বড় নখের ভিতর ময়লা ঢোকে, ঐ ময়লা খাবারের সঙ্গে পেটে যায়। ফলে পেটের অসুখ হয়।
- এবার সকল শিশুকে একসাথে অঙ্গভঙ্গি করে ছন্দের তালে ও গানের সুরে ছড়াটি পাইতে বা আবৃত্তি করতে সহায়তা করবেন।

ছড়া

নখের ভেতর রোগের বাসা
ডাক্তারে যে কয়
নিয়মিত কাটলে নখ
থাকবে নাকো ভয়।

➲ এসো স্নান করি

উপস্থাপনের ধাপসমূহ

- **শিশুদের স্থানীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করবেন:**

ক) আজ কে কে স্নান করেছে?

খ) স্নান করলে কী হয়?

গ) প্রতিদিন স্নান করা ভাল না খারাপ?

ছড়া

পরিষ্কার পানিতে
মজা লাগে নাইতে
আরাম লাগে গরমে
সর্দি লাগে চরমে।

বলতে না পারলে স্নানের উপকারিতা বুঝিয়ে বলবেন। যেমন: স্নান করলে শরীর পরিষ্কার হয়, শরীর সতেজ থাকে, দেখতে সুন্দর লাগে, শরীরে দুর্গন্ধ বের হয় না। নিয়মিত স্নান করলে শরীরে খোশ-পাঁচড়া, চর্মরোগ হয় না ইত্যাদি। অতঃপর স্নানের উপর ছড়াটি দলে আবৃত্তি করতে সহায়তা করবেন।

(আমার বই পাঠ-৬১, পৃষ্ঠা নম্বর-৬২)

➲ এসো চুল আঁচড়াই

উপকরণ: চিরুণী, আয়না।

উপস্থাপনের ধাপসমূহ

- চুল আঁচড়ানোর উপর ছড়াটি শিশুদের নিয়ে আবৃত্তি করবেন।
- প্রতিদিন শিশুদেরকে ভালোভাবে চুল আঁচড়াতে বলবেন এবং লক্ষ্য করবেন শিশুরা চুল আচঁড়িয়ে আসে কিনা। প্রয়োজনে নিজে আঁচড়িয়ে দেবেন।

ছড়া

চিরুণী আর আয়না
খোকাখুকীর বায়না
আঁচড়াতে চুল
হবে নাকো ভুল।

- **শিক্ষক 'আমার বই' এর ৬২ নম্বর পৃষ্ঠায় বর্ণিত পাঠ-৬১ শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন।**

শিক্ষক চুল আঁচড়ানোর উপর বর্ণিত ছড়াটি শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন।

সাধারন প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে ধারনা:

➲ জ্বর:

- কারো কারো শরীরে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বা খুব গরম হলে (৯৮.৫০ ফারেনহেইট এর বেশি) তার জ্বর হয়েছে মনে করতে হবে।

জ্বর হলে করনীয়:

- কোন ব্যক্তির জ্বর হলে তার সম্পূর্ণ শরীর আলগা বা পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। জ্বর না কমা পর্যন্ত ছোট শিশুদের গায়ের জামা-প্যান্ট সম্পূর্ণভাবে খুলে রাখা উচিত।
- শিশুদের জ্বর হলে পুরো শরীর কাঁথা, কম্বল বা লেপ দিয়ে ঢেকে রাখা খুবই বিপদজনক। মুক্ত বাতাস বা মৃদু বাতাস জ্বরের রোগীর পক্ষে মোটেই ক্ষতিকর নয় বরং জ্বর কমাতে সাহায্য করে। জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল দেয়া যেতে পারে।
- জ্বর হলে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জল, ফলের রস বা অন্যান্য তরল পানীয় পান করা ভাল, ছোট শিশুদেরকে জল ফুটানোর পর ঠান্ডা করে খাওয়ানো উচিত।

➲ ডায়রিয়া:

জলের মত পাতলা পায়খানা ঘন ঘন হতে থাকলে তার ডায়রিয়া হয়েছে বুঝতে হবে আর পায়খানার সাথে সাথে আম বা রক্ত দেখা গেলে বুঝতে হবে তার আমাশয় হয়েছে।

➲ প্রধান প্রধান কারণ:

- বাসি বা পঁচা খাবার খেলে।
- পেটে কৃমি থাকলে।
- কানের রোগ, গলাফুলা, হাম ও মূত্রাশয়ের পীড়া থাকলে।
- দুধ হজম করতে অক্ষম হলে, বিশেষ করে পুষ্টিহীন শিশু বা বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে।
- বেশি পরিমাণে অপরিপক্ক ফল এবং তৈলাক্ত খাবার খেলে।

➲ চিকিৎসা:

১। ডায়রিয়ার চিকিৎসার সবচেয়ে প্রাথমিক এবং প্রধান দিক হলো রোগীকে খাবার স্যালাইন এবং সহজ পাচ্য খাবার যেমন: ভাতের মাড়, ডাবের পানি, চিড়ার পানি ইত্যাদি তরল খাবার দিতে হবে এবং প্রতিবার পায়খানা হতে আসার পরই স্যালাইন খেতে দিতে হবে।

২। ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো অব্যাহত রাখতে হবে।

বিপদের সময় তাৎক্ষনিকভাবে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তা জানা প্রয়োজন:

➲ কেটে গেলে:

শরীরের কোন স্থানে কেটে গেলে এবং রক্ত বের হতে থাকলে কাটা জায়গা পরিষ্কার নেকড়া বা প্যাড দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। নেকড়া বা প্যাড এর উপর জোরে চাপ দিয়ে প্রায় ১০ মিনিট ধরে রাখতে হবে এবং ১ মিনিটের জন্য চাপ দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে এভাবে কয়েকবার করলে রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। রক্ত বন্ধ হবার পর ডেটল, সেভলন বা অন্য কোন মলম লাগিয়ে পরিষ্কার নেকড়া দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এতেও কোন অসুবিধা দেখা দিলে ডাক্তার দেখাতে হবে।

➲ পুড়ে গেলে:

শরীরের কোথাও পুড়ে গেলে ঠান্ডা জলের ধারা দিতে হবে বা পোড়া জায়গা কিছুক্ষণ জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। পোড়া স্থানে যাতে কাপড় লেগে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পরিষ্কার সূতি কাপড় দিয়ে পোড়া স্থানটি আলতো করে ঢেকে রাখতে হবে। পোড়াস্থানে এন্টিসেপটিক মলম লাগাতে হবে। বেশি পুড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ ভাল ডাক্তার বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

➲ হঠাৎ অজ্ঞান হলেঃ

হঠাৎ অজ্ঞান হলে রোগীকে খোলা বাতাসে রাখতে হবে। গলা ও কোমরের কাপড় ঢিল করে দিতে হবে। মাথায় জল ঢালতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে যেন রোগী দাঁত দিয়ে জিহ্বা না কাটে। এজন্য মুখ হা করিয়ে দাঁতের ফাকে তুলা বা কাপড় দিতে হবে। মুখ যে কোন একদিকে কাত করে রাখতে হবে।

➲ আঘাত লেগে ফুলে গেলেঃ

শরীরের কোন স্থানে আঘাত লেগে হঠাৎ ফুলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা জল বা বরফ দিন। ফোলা না কমলে এবং ব্যথা বাড়তে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখাতে হবে।

➲ বৈদ্যুতিক শক লাগলেঃ

বিদ্যুতের মধ্যে কোন লোক আটকে গেলে তাকে কখনও হাত দিয়ে ধরা ঠিক নয়। হাত দিয়ে ধরতে গেলে বিদ্যুৎ স্পর্শে মারা যাবে। শুকনা বাঁশের সাহায্যে বিদ্যুৎ থেকে সরিয়ে নিতে হবে। সমস্ত শরীর ভাল করে মালিশ করে দিতে হবে। রোগীর অবস্থা খারাপ হলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের নিকট বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

➲ সাপে কামড়ালেঃ

সাপ যে জায়গায় কামড় দিয়েছে তার একটু উপরে কাপড় দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। আরও একটু উপরে আরও একটি বাঁধ দিতে হবে। ক্ষতস্থানে কেটে রক্ত বের করতে হবে। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট পাওয়া গেলে তা গুলে ক্ষতস্থানে লাগাতে হবে। এতেও রোগীর অবস্থার উন্নতি না হলে সাথে সাথে নিকটস্থ হাসপাতাল বা ডাক্তারের নিকট যেতে হবে।

বিবিধ

এছাড়াও শিক্ষক নিম্নে উল্লিখিত বিষয়ে শিশুদের জানাবেন-

- শিশুদের দলগতভাবে মেলামেশা করা।
- শিশুদের নেতৃত্বদান করা।
- শিশুর নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারনা লাভ।
- নিজ জামা-কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
- নিজের বইখাতা, কলম ও ব্যাগ গুছিয়ে রাখা।
- স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করা।
- শিশু যে গ্রামে বাস করে সে গ্রাম সম্পর্কে ও তার পরিবেশ সম্পর্কে বলতে পারা।
- বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য জানা।
- অসহায়, দরিদ্র, অন্ধ ও পঙ্গু লোকদের প্রতি দরদী হওয়া ও সাহায্য করা।
- ০৬ (ছয়) টি টীকা সম্পর্কে ধারনা।
- শিশুদের জন্ম নিবন্ধন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা।

শিক্ষক সহায়িকা

(ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক)

প্রকল্পের একটি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু কেন্দ্র

প্রকল্পের একটি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্র

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

ধর্মীয় শিক্ষা শিশু

১। জাতীয় সংগীত/দৈনিক সমাবেশ

নির্দেশনা: শিক্ষক সহায়িকার ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরের ৭৬ নম্বর পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষক জাতীয় সংগীত/দৈনিক সমাবেশ অনুশীলন করাবেন।

২। মঙ্গলাচরণ

নির্দেশনা: শিক্ষক ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরের ৭৬ ও ৭৭ নম্বর পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত নির্দেশনা অনুযায়ী মঙ্গলাচরণ অনুশীলন করাবেন।

ধর্মীয় শিক্ষা শিশু স্তরের পাঠ্যবইসমূহ:

- সহজ ধর্মীয় শিক্ষা
- রামায়ণ ও মহাভারত
- শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন

৩। সহজ ধর্মীয় শিক্ষা

নির্দেশনা: শিক্ষক ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী 'সহজ ধর্মীয় শিক্ষা' পাঠ্য বইটি শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাবেন (শিক্ষক সহায়িকার পৃষ্ঠা নম্বর-৮১-৮৩)।

৪। রামায়ণ ও মহাভারত

ধর্মীয় শিক্ষা শিশু কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যবই রামায়ণ ও মহাভারত। এই বইটিতে মোট ২টি অংশ রয়েছে।

(প্রথম অংশ)

❖ রামায়ণ-(০৫ পৃষ্ঠা থেকে ১০৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)

(দ্বিতীয় অংশ)

❖ মহাভারত-(১০৫ পৃষ্ঠা থেকে ৩০০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রতিদিনের পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষক বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদান করবেন। বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষক সহায়িকার ৮৯ ও ৯০ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত রয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারত বইটি কেন্দ্র শিক্ষক গল্পাকারে শিক্ষার্থীদের পাঠ দিবেন। প্রতিদিনের পাঠে নির্দিষ্ট অংশবিশেষ শিক্ষক পাঠ করবেন, পরবর্তীতে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষার্থীদের গল্পাকারে পাঠদানের ক্ষেত্রে গল্পের দল অনুযায়ী বসাতে হবে এবং গল্পের আবহ তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়িকার ১১ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত গল্পের দলের চিত্র অনুসরণ করে বসাতে হবে।

রামায়ণ পাঠ করে শিক্ষার্থীরা যা কিছু জানতে পারবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- রামায়ণের কাহিনীতে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্র এবং তাঁদের সম্পর্ক সম্পর্কে জানতে পারবে।
- রামায়ণে বর্ণিত সাতটি কান্ড এবং বিভিন্ন পর্বের কাহিনী সম্পর্কে জানতে পারবে।
- রাম, লক্ষণ, সীতা এবং রাবণের চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারবে।
- আদিকান্ড থেকে রাজা দশরথের কাহিনী এবং রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ সম্পর্কে জানতে পারবে।
- অযোধ্যা কান্ড থেকে দশরথ পুত্র রামের অযোধ্যার রাজা হতে পারার কাহিনী এবং রাম, লক্ষণ ও সীতার বনবাসে যাবার কাহিনী জানতে পারবে।
- অরণ্যকান্ড থেকে রাম, সীতা ও লক্ষণের বনবাস জীবন, বিভিন্ন রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ এবং রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরনের কাহিনী জানা যাবে।
- কিস্কিন্ধ্যাকান্ড থেকে সুগ্রীবের কিস্কিন্ধ্যার রাজা হওয়ার কাহিনী জানা যাবে।
- সুন্দরকান্ড থেকে হনুমানের লঙ্কায় প্রবেশ এবং সীতার সহিত সাক্ষাতের কাহিনী জানা যাবে।
- লঙ্কা কান্ড পাঠের মাধ্যমে রাম রাবণের যুদ্ধের কাহিনী, সীতা দেবী উদ্ধার এবং রামের রাজা হবার কাহিনী শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।

নির্দেশনা: রামায়ণের প্রতিটি পর্বের কাহিনী থেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন এবং উত্তর জেনে নিবেন। এভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের মৌখিকভাবে মূল্যায়ন করবেন।

মহাভারত

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ মহাভারত। মহাভারতে মোট ১৮টি অধ্যায় রয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা শিশু কেন্দ্রের পাঠ্য হিসেবে মহাভারতের কাহিনী গল্পাকারে রয়েছে। মহাভারত পাঠে শিক্ষার্থীরা যা কিছু শিখতে পারবে-

- মহাভারতের কাহিনী জানতে ও বুঝতে পারবে।
- মহাভারতের ১৮টি অধ্যায়ের নাম জানতে পারবে।
- কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।
- মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র এবং বংশ পরিচয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।

নির্দেশনা: শিক্ষক সম্পূর্ণ মহাভারতের ১৮টি অধ্যায় থেকে বিভিন্ন ছোট ছোট প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করবেন এবং মূল্যায়ন করবেন।

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন বইটিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮টি অধ্যায় থেকে মোট ৬০টি শ্লোক সংকলন তুলে ধরা হয়েছে। মুল শ্লোক সংস্কৃত ভাষায় রয়েছে। মূল সংস্কৃত শ্লোকের বাংলা উচ্চারণ এবং প্রতিটি শ্লোকের সরলার্থ গদ্য ও পদ্য ছন্দে তুলে ধরা হয়েছে।

এ বইটি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যা শিখবে-

- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮টি অধ্যায়ের নাম শিখতে পারবে।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৬০টি মূল শ্লোকের সংস্কৃত বাংলা উচ্চারণ শিখতে পারবে।
- ৬০টি শ্লোকের সরলার্থ গদ্য ও পদ্য ছন্দে শিখতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা গীতা পাঠের সঠিক নিয়ম শিখতে পারবে এবং কোন সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিঃসংকোচে গীতা পাঠ করতে পারবে।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক

১। জাতীয় সংগীত/দৈনিক সমাবেশ

- **জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সম্মান প্রদর্শন**
- **শপথ পাঠ**
- **জাতীয় সংগীত**

❖ সমাবেশ সাবধান হবে-সাবধান
আরামে দাড়াবে-আরামে দাড়াও
সাবধান হবে সাবধান
সামনে হাত তুলে জায়গা নিবে ১-২
পাশে হাত তুলে জায়গা নিবে ১-২
সাবধান হবে-সাবধান
❖ জাতীয় পতাকা উত্তোলন
❖ জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ১-২
❖ আরামে দাড়াবে আরামে দাড়াও
❖ প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত
❖ পবিত্র গীতা থেকে পাঠ
যেমন ছিলে
❖ সাবধান হবে সাবধান
❖ শপথের জন্য প্রস্তুত

শপথ

"আমি শপথ করিতেছি যে, মানুষের সেবায় সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখিব। দেশের প্রতি অনুগত থাকিব। দেশের একতা ও সংহতি বজায় রাখিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিব।

হে মহান সৃষ্টিকর্তা, আমাকে শক্তি দিন, আমি যেন বাংলাদেশের সেবা করিতে পারি এবং বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী ও আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়িয়া তুলিতে পারি।"

❖ যেমন ছিলে-
❖ জাতীয় সংগীত-১-২-৩-৪

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক কেন্দ্রের শিক্ষকগণ একই নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় সংগীত/দৈনিক সমাবেশ অনুশীলন করবেন। উল্লেখ্য যে, জাতীয় সংগীত এর নমুনা সুর (অডিও ক্লিপ) প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় থেকে শিক্ষকগণ সংগ্রহ করবেন।

২। মঙ্গলাচরণ:

- ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রের নির্দিষ্ট স্থানে পদ্মাসনে বা সুখাসনে বসা।
- ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, মন্ত্র উচ্চারণ করা। (ওঁ-অউম)
- পবিত্র হওয়ার লক্ষ্যে মন্ত্রপাঠ করে মুখ ও দেহ শুদ্ধ করা।

- **মুখশুদ্ধি মন্ত্র:**

ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু (জলসহ)

- **দেহশুদ্ধি মন্ত্র:**

ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্বাবস্থাং গতোপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুন্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥
সরলার্থ: পবিত্র বা অপবিত্র যে কোন অবস্থাতেই (পুন্ডুরীকাক্ষং) শ্রী বিষ্ণুর নাম স্মরণ করলে বাহির ও ভিতর পবিত্র হয়ে যায়। সে বিষ্ণুকে পূনঃ পূনঃ প্রণাম।

- **ভগবৎস্তুতি:**

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥
সরলার্থ: তুমিই আমার জননী, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই ধনসম্পদ, হে দেবাদিদেব তুমিই আমার সব।

- পিতৃস্তুতি:

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমংতপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥
সরলার্থ: পিতা স্বর্গ, পিতাই ধর্ম, পিতাই পরম তপস্যা। পিতাকে খুশি করলে সকল দেবতা খুশি হন।

- **মাতৃপ্রণাম:**

ওঁ যৎ প্রসাদাৎ জগৎদৃষ্টং পূর্ণকামো যদাশীষা।
প্রত্যক্ষ দেবতায়ৈ মে তুভ্যং মাত্রে নমো নমঃ॥
সরলার্থ: যাঁর প্রসাদে এ জগতে দেখতে পাচ্ছি, যাঁর আশীর্বাদে সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়, সে মা প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপা। তাই মাকে বার বার নমস্কার জানাই।

- **গুরুপ্রণাম:**

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
সরলার্থ: যিনি অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন (অজ্ঞানরূপ তিমির রোগের দ্বারা অন্ধ) শিষ্যের চক্ষু জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দিয়ে উন্মীলিত করেন, সে গুরুদেবকে প্রণাম।

- **কৃষ্ণ প্রণাম:**

ওঁ হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্তুতে॥ অথবা
ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
সরলার্থ: হে কৃষ্ণ ! আপনি করুণার সাগর, দীন-বন্ধু, জগদীশ্বর, গোপদের ঈশ্বর এবং শ্রীরাধা ও গোপিনীদের প্রাণপ্রিয়, আপনাকে প্রণাম করি।

• মহামন্ত্র/তারকব্রহ্মনাম:

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ   কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম   রাম রাম হরে হরে।।

বি: দ্র: শিক্ষক/শিক্ষার্থীর নেতৃত্বে সকলে সম্মিলিতভাবে নিত্যপ্রণাম মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে মঙ্গলাচরণ তথা নিত্য প্রার্থনা সম্পন্ন করতে হবে।

(যোগাসন বা প্রাণায়াম বা ধ্যান)।

- সুনির্দিষ্ট আসনে (পদ্মাসনে বসা পদ্মাসন না পারলে সুখাসনে বসা যেতে পারে)।
- ধ্যান আসন-পদ্মাসনে মেরুদন্ড সোজা, দৃষ্টি আনুভূমিক সম্মুখে, হাত দুটি সোজাভাবে হাঁটুর উপর স্থাপন করে জ্ঞানমুদ্রা (অঙ্গুষ্টি ও তর্জনীর অগ্রভাগ স্পর্শ করবে, অন্যান্য আঙ্গুল লাগাগাগি সোজা থাকবে), হাতের তালু আকাশের দিকে থাকবে। চোখ মুদ্রিত (বন্ধ) হলে ধ্যান আসন কার্যকর হবে।
- আসনে বসে গায়ত্রী মন্ত্র ০৩ বার জপ করা যেতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ধর্মীয় শিক্ষা শিশু কেন্দ্রের শিক্ষকগণও একই নির্দেশনা অনুযায়ী মঙ্গলাচরণ অনুশীলন করবেন।

ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই:

- আমাদের পড়ালেখা।
- সহজ ধর্মীয় শিক্ষা।
- শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।
- শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন।

৩। আমাদের পড়ালেখা

পঠনের ও লিখনের বিষয়বস্তু

- ধ্বনি, শব্দ চর্চা
- শব্দ ও বাক্য চর্চা
- ছড়ার মাধ্যমে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতি
- একই অক্ষর দিয়ে আরো অনেক শব্দ বলা ও লেখা
- পানিতে ডুবে মৃত্যু রোধ
- আর নয় যৌতুক, এইডস সম্পর্কে জানুন, প্রজনন স্বাস্থ্য ও নিরাপদ মাতৃত্ব পাঠ ৩টি পড়া।

পড়ানো ও লিখনের নিয়ম-

শিক্ষক এই বইয়ের (শিক্ষক সহায়িকার পৃষ্ঠা নম্বর ১৭-২১) প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা "প্রাক পঠন ও লিখন" অংশ দেখবেন এবং সে অনুযায়ী পড়াবেন।

- শিক্ষক ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্কদের জন্য নির্ধারিত বই "আমাদের পড়ালেখা" এর সাহায্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের খুব সহজভাবে বর্ণমালা পঠন ও লিখন শেখাবেন। শিক্ষার্থীরা যেন বাংলাভাষা সঠিকভাবে পড়তে, বলতে ও লিখতে পারে সেদিকে সবসময় খেয়াল রাখবেন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের নাম ও ঠিকানা যাতে লিখতে পারে তা দেখবেন।
- শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষায় যাতে লিখে তার অনুভূতি অন্যকে প্রকাশ করতে পারে এবং যে কোন লেখা (বাংলা ভাষায়) দেখে পড়তে পারেন এবং পড়ে বুঝতে পারেন তা খেয়াল রাখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বর্ণমালার চার্ট দেখে পড়াবেন এবং শিক্ষার্থীদের একটি বর্ণ বলে তা খুঁজে বের করতে বলবেন।

- শিক্ষার্থী যে কোন বিষয়ে যেন ২মিনিট বর্ণনা দিতে পারে সেভাবে গড়ে তুলবেন।
- শিক্ষার্থী যাতে যে কোন বিষয়ে ৫টি বাক্য লিখতে পারে তা দেখবেন। শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে কলম ধরানো শেখাবেন।
- বর্ণমালার পূর্ণমাত্রা, অর্ধমাত্রা এবং মাত্রাহীন বর্ণগুলোর পরিচয় করিয়ে দেবেন।
- "আমাদের পড়ালেখা" বইয়ে পাঠ-৬৩, ৬৪, ৬৫ ও ৬৬ নং এ বর্ণিত গদ্যাংশ শিক্ষার্থীদের প্রথমে পড়িয়ে দেবেন এবং পরে একে একে সবার পড়া শুনবেন, ভুল হলে শুধরে দেবেন।
- বানান, উচ্চারণ ও যুক্তাক্ষরগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে পড়াবেন। যুক্তাক্ষরগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে বুঝিয়ে পড়াবেন এবং লেখাবেন।
- "আমাদের পড়ালেখা" বইটিতে ১ থেকে ১২৩টি পাঠ রয়েছে। প্রতিটি পাঠ যত্নসহকারে শিক্ষক বইয়ের সাহায্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াবেন।

আমাদের পড়ালেখা গণিত (অংশ)

- সংখ্যা পরিচিতি ও গণনা
- গণিতের চার নিয়ম
- পরিমাপ
- ভগ্নাংশ
- বাংলাদেশী মুদ্রা ও টাকা
- বাংলা, ইংরেজি মাস

সংখ্যা পরিচিতি ও গণনা:

ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের ০-১০০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারনা দেওয়া হবে। নিচের নিয়ম অনুসরণ করে সংখ্যার ধারণা দেবেন-

- শিক্ষক যে সংখ্যাটি শেখাবেন বাস্তব জিনিসের মাধ্যমে তার ধারণা দেবেন। যেমনঃ ২ শেখাবেন ২টি কাঠি, ২টি আঙ্গুল, ২টি পাতা, ২জন শিক্ষার্থী ইত্যাদি উদাহরণ দিয়ে বোঝাবেন।
- বাস্তব ধারনার পাশাপাশি ছবির ধারনা দেবেন। যেমন কেউ ২টি ফুল এঁকে এবং "আমাদের পড়লেখা" বইয়ের ছবি দেখিয়ে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা তা শিক্ষক জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবেন।
- এরপর শিক্ষক ২ সংখ্যাটি বোর্ডে লিখে এবং বইয়ে লেখা ২ দেখিয়ে ২ এর ধারনা দেবেন।
- শিক্ষক নিজে ব্লাকবোর্ডে সংখ্যাটি লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের তাকে অনুসরণ করে তাদের নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলবেন।
- ০-১০০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা শিক্ষার্থীদের প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক একই নিয়ম অনুসরণ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ০-১০০ পর্যন্ত সংখ্যা কথায় লেখা শেখাবেন।
- শিক্ষার্থীদের একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত ও কোটি অংকে ও কথায় লেখা শেখাবেন। এক্ষেত্রে "আমাদের পড়ালেখা" বইটির সহায়তা নেবেন (পাঠ-৮৭, পৃষ্ঠা নম্বর-৯৫)।
- অনুশীলনী চর্চা করতে দেবেন। শিক্ষার্থীরা না পারলে শিক্ষক দেখিয়ে দেবেন।

গণিতের চার নিয়ম:

যোগ

- শিক্ষক সহায়িকার (পৃষ্ঠা নম্বর-৩৪ ও ৩৫) প্রাক-প্রাথমিক এর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা গণিত অংশের যোগের ধারনা অনুসরণ করবেন এবং "আমাদের পড়ালেখা" বইয়ের সহায়তা নেবেন।
- যোগের অনুশীলন করাবেন।
- যোগের ক্ষেত্রে বইয়ের পাশাপাশি শিক্ষক নিজে অংক তৈরি করে যোগ করাবেন। নামতার সাহায্যে খালিঘর পূরণ করা শেখাবেন।

- "আমাদের পড়ালেখা" বইয়ের (পাঠ-৯২, পৃষ্ঠা নম্বর-১০০ এবং পাঠ-৯৩, পৃষ্ঠা নম্বর-১০১) অনুশীলনী প্রথমে কয়েকটা দেখিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের করতে বলবেন, তাদের ভুল হলে শিক্ষক দেখিয়ে দেবেন।

➲ বিয়োগ

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা থেকে গণিত অংশের বিয়োগের ধারণা শিক্ষক অনুসরণ করবেন। এছাড়া- "আমাদের পড়ালেখা" বইয়ের ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬ ও ১০৭ নম্বর পৃষ্ঠা শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাবেন।

➲ গুণ

বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে প্রথমে গুণের ধারনা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেবেন। এক্ষেত্রে পাতা, ফুল, কাঠি, বীচি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন।

- এরপর অর্ধবাস্তব ছবি দেখিয়ে গুণ শেখাবেন, "আমাদের পড়ালেখা" বইয়ের সহায়তা নেবেন, (পৃষ্ঠা নম্বর-১০৮ ও ১০৯)
- গুণের নামতা ১ থেকে ১০ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত্ব করাবেন, "আমাদের পড়ালেখা" বই পৃষ্ঠা নম্বর-১১০ ও ১১১।
- "আমাদের পড়ালেখা" বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর ১১২, ১১৩ শিক্ষার্থীদের শেখাবেন ও ১১৪ পৃষ্ঠা নম্বর অনুশীলন করাবেন।

➲ ভাগ

- গুণের মতো একইভাবে বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভাগের ধারনা দেবেন।
- "আমাদের পড়ালেখা" বইয়ের ১১৫, ১১৬, ১১৭ ও ১১৮ নং পৃষ্ঠা নম্বর শিক্ষার্থীদের শিক্ষক শেখাবেন ও অনুশীলন করাবেন।

➲ বাংলাদেশী মুদ্রা ও টাকা

- "আমাদের পড়ালেখা" বইয়ের ১১৯ পৃষ্ঠা নম্বর বাংলাদেশে প্রচলিত মুদ্রা ও নোট সম্পর্কে যে তথ্য আছে তা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে সুন্দরভাবে তুলে ধরবেন। সম্ভব হলে বাস্তব মুদ্রা ও কাগজের নোট নিয়ে এসে শিক্ষার্থীদের চিনতে সহায়তা করবেন।

➲ বিভিন্ন দেশের মুদ্রা

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে জেনে নেবেন যে তারা অন্য কোন দেশের মুদ্রার নাম জানে কিনা।
- এরপর শিক্ষক একে একে "আমাদের পড়ালেখা" বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর ১২০ এ যেসব দেশ ও মুদ্রা দেওয়া আছে তা শেখাবেন।

➲ পরিমাপ

শিক্ষক স্কেল, ফিতা নিয়ে আসবেন এবং দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে হয় কিভাবে তা দেখিয়ে দেবেন। সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও তাকে অনুসরণ করবে।

- এরপর শিক্ষক পরিমাপের বিভিন্ন এককগুলো শেখাবেন। এক্ষেত্রে "আমাদের পড়ালেখা" বইয়ের সহায়তা নেবেন।
- ওজন পরিমাপ, তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ ইত্যাদি বইয়ের সহায়তায় ও বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।

➲ ভগ্নাংশ

- শিক্ষক কাগজ কেটে শিক্ষার্থীদের ভগ্নাংশের ধারনা দেবেন "আমাদের পড়ালেখা" বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর ১২৬ ও ১২৭ এর সাহায্য নেবেন।
- বাংলা ও ইংরেজি মাসের দিনের নাম শিক্ষক শেখাবেন। শিক্ষক বইয়ের সহায়তা গ্রহণ করবেন। (পৃষ্ঠা নম্বর ১২৯, ১৩০ ও ১৩১)
- কতদিনে সপ্তাহ, কতদিনে মাস, ১ ঘন্টায় কত মিনিট এগুলো বইয়ের পৃষ্ঠা ১৩০ এর সাহায্য নেবেন।

➲ জোড়-বেজোড় সংখ্যা

- শিক্ষক বইয়ের পৃষ্ঠা ১৩২, ১৩৩ ও ১৩৪ জোড়-বেজোড় সংখ্যার ধারনা দেবেন ও অনুশীলন করাবেন।

➲ বাংলাদেশের বিভাগ ও জেলা পরিচিতি

- শিক্ষক আমাদের পড়ালেখা বইয়ের পাঠ-১২২ ও পাঠ-১২৩ অনুযায়ী বাংলাদেশের আয়তন, বিভাগ, জেলা ও উপজেলার সংখ্যা এবং বিশ্ব পরিচিতি শিখাবেন।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

৪। সহজ ধর্মীয় শিক্ষা

সহজ ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়বস্তু

ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীগণ সহজ ধর্মীয় শিক্ষা পাঠ্য বইটি পাঠের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

(পাঠ-১) স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি (পৃষ্ঠা নম্বর ৭-৮)

- এ অধ্যায় থেকে শিক্ষার্থীরা স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে জানতে পারবে।
- ঈশ্বর স্রষ্টা, জগত ও প্রকৃতির অন্যান্য কিছু তাঁর সৃষ্টি জানার পর ঈশ্বর এক না বহু এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।

(পাঠ-২) নৈতিক শিক্ষায় পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব (পৃষ্ঠা নম্বর ৯-১১)

- জন্মের পর থেকে শিক্ষার্থীর বেড়ে ওঠার বিভিন্ন পর্যায়ে এবং নৈতিক শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধিতে পরিবার কী কী ভূমিকা পালন করতে পারে শিক্ষার্থীরা এ অধ্যায় থেকে জানতে পারবে।
- শিক্ষার্থীর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্পর্কে জানবে।

নির্দেশনা: (শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পরিবার, সমাজ ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্পর্কে বলবেন)।

(পাঠ-৩) সংস্কৃত বর্ণমালা পরিচিতি (পৃষ্ঠা নম্বর ১১-১৯)

- শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত বর্ণমালা পরিচিতি তথা দেবনাগরী লিপিতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ চিনতে, পড়তে ও লিখতে পারবে।
- স্বরমাত্রা সংযোগ এবং সংযুক্ত বর্ণসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবে।
- সংস্কৃত ভাষা ও শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ বিধি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।

নির্দেশনা: (শিক্ষক নিজে সঠিক উচ্চারণ জেনে শিক্ষার্থীকে শিখনে সহায়তা করবেন, এক্ষেত্রে প্রকল্প কার্যালয় থেকে সরবরাহকৃত অডিও ক্লিপ সংগ্রহ করবেন)।

(পাঠ-৪) ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য (পৃষ্ঠা নম্বর ২০-২৫)

(সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর পরিচিতি)

- সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবী (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ, কালী, বিশ্বকর্মা, শনি দেব ও শীতলা দেবী) সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।
- দেবদেবীর প্রণামমন্ত্র ও সরলার্থসমূহ বলতে পারবে।

নির্দেশনা: শিক্ষক দেবদেবীর পরিচিতি প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত ক্যালেন্ডার দেখিয়ে দেবদেবীকে চিনাতে এবং প্রণামমন্ত্র শিখাতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহী করবেন। এক্ষেত্রে প্রকল্প কার্যালয় থেকে সরবরাহকৃত অডিও ক্লিপ সংগ্রহ করবেন।

(পাঠ-৫) যোগাসন ও প্রাণায়াম (পৃষ্ঠা নম্বর ২৬-২৭)

- যোগসাধনা ও প্রাণায়ামের উপকারিতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।
- নিত্যকর্ম ও প্রার্থনায় সুখাসন ও পদ্মাসনের প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ ধারনা দিবেন।

নির্দেশনা: শিক্ষক পদ্মাসন ও সুখাসনে বসার নির্দিষ্ট নিয়ম শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাবেন।

(পাঠ-৬) নিত্যকর্ম ও ত্রিসন্ধ্যা (পৃষ্ঠা নম্বর ২৮-৩৩)

- নিত্যকর্ম ও ত্রিসন্ধ্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জেনে নিজ জীবনে এর প্রয়োগ করতে পারবে।
- 'সহজ ধর্মীয় শিক্ষা' বই এর ২৯, ৩০, ৩১, ৩২ ও ৩৩ নম্বর পৃষ্ঠায় বর্ণিত দৈনন্দিন নিত্যকর্ম ও আচার পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মন্ত্রসমূহ সরলার্থসহ জানতে পারবে।
- শিক্ষক মন্ত্রসমূহ সঠিক উচ্চারণ ও লয়ে পাঠ করার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন।

নির্দেশনা: শিক্ষক প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত অডিও ক্লিপ সংগ্রহ করে তা শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাবেন।

(পাঠ-৭) সনাতন ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ পরিচিতি (পৃষ্ঠা নম্বর ৩৪-৩৭)

- এই অধ্যায় পাঠে শিক্ষার্থীরা সনাতন ধর্মের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় গ্রন্থ (বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, চন্ডী, রামায়ণ, মহাভারত) সম্পর্কে জানতে পারবে।

(পাঠ-৮) অবতারবাদ (পৃষ্ঠা নম্বর ৩৮-৪২)

- সনাতন ধর্মের দশাবতার সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।
- সৃষ্টি রক্ষার্থে দশাবতারের ভুমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।
- ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

নির্দেশনা: শিক্ষক প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত দশাবতারের ক্যালেন্ডার প্রদর্শনপূর্বক পাঠদান করবেন।

(পাঠ-৯) মহাত্মাগণের পরিচিতি (পৃষ্ঠা নম্বর ৪৩-৫১)

- সনাতন ধর্মের বিভিন্ন মহাত্মাগণ (শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর, শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ, শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর, শ্রীরাম ঠাকুর, মা আনন্দময়ী, শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র, শ্রীমৎ স্বামী স্বরুপানন্দ, রানী রাসমনি, শ্রীশঙ্করাচার্য) এঁর জীবনী সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।
- সনাতন ধর্মের কল্যানে তাঁদের কর্মযজ্ঞ থেকে নৈতিক শিক্ষা লাভ করে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে।

নির্দেশনা: শিক্ষক প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত মহাত্মাগণের পরিচিতি শীর্ষক ক্যালেন্ডার দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ দান করবেন।

(পাঠ-১০) মন্দির ও তীর্থস্থান পরিচিতি (পৃষ্ঠা নম্বর ৫৩-৬১)

- শিক্ষার্থীরা মন্দির ও তীর্থস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে।
- সনাতন ধর্মের উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থানের অবস্থান, পরিচিতি, মহাত্মা সম্পর্কে জানতে ও চিনতে পারবে।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন তীর্থস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে।
- ৫১ পীঠ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

নির্দেশনা: শিক্ষক প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত তীর্থস্থান ও মন্দির পরিচিতি বিষয়ক ক্যালেন্ডার দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের তীর্থস্থান চিনতে সহায়তা করবেন এবং তীর্থস্থান ভ্রমণে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

(পাঠ-১১) সমবেত প্রার্থনা ও প্রার্থনা সঙ্গীত (পৃষ্ঠা নম্বর ৬২-৬৭)

- শিক্ষার্থীরা এ অধ্যায় থেকে বিভিন্ন প্রার্থনা সঙ্গীত নির্দিষ্ট সুরে গাইতে পারবে।

  নির্দেশনা: এক্ষেত্রে প্রকল্পের বিভাগীয় পর্যায়ে নিযুক্ত মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটরের সাথে/জেলা কার্যালয়ের সাথে শিক্ষক যোগাযোগ করে অডিও ক্লিপ সংগ্রহ করে নিবেন।
- শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম সঠিক সুর ও ছন্দে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে।
- দেশ ও জাতির মঙ্গল কামানায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমবেত প্রার্থনা পরিচালনা করবেন (সহজ ধর্মীয় শিক্ষা বইয়ের ৬২ ও ৬৩ নং পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুযায়ী)।
- বিশেষ বিশেষ দিবস ও প্রয়োজন বিবেচনায় শিক্ষার্থীরা প্রার্থনা করতে পারবে।

বি: দ্র: 'সহজ ধর্মীয় শিক্ষা' বইয়ের সমবেত প্রার্থনার নমুনার শুরু থেকে ৮খ পর্যন্ত ক্রমানুসারে ঠিক রেখে বিশেষ বিশেষ দিবসের তথ্য ৯নং অনুচ্ছেদে যোগ করতে হবে।

(পাঠ-১২) নৈতিক শিক্ষায় ধর্মীয় উপাখ্যান (পৃষ্ঠা নম্বর ৬৮-৭২)

- সহজ ধর্মীয় শিক্ষা বইয়ে মোট ০৬টি উপাখ্যান রয়েছে। এসকল উপাখ্যান পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নৈতিক শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

নির্দেশনা: শিক্ষক উপখ্যানসমূহ গল্পাকারে পাঠ করে শুনাবেন। তারপর গল্প/উপাখ্যান থেকে শিক্ষনীয় বিষয়টি/নৈতিক শিক্ষা কি তা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানবেন।

(পাঠ-১৩) প্রশ্নোত্তরে সনাতন ধর্ম (প্রশ্নব্যাংক) (পৃষ্ঠা নম্বর ৭৩-৮০)

- সনাতন ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে ১৩৫ টি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। শিক্ষার্থীরা এ সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর এ অধ্যায় পাঠে জানতে পারবে। শিক্ষক প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। গীতায় মোট ১৮টি অধ্যায় এবং ৭০০ শ্লোক রয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্রের পাঠ্য হিসেবে শিক্ষার্থীরা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠের মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়াদী সম্পর্কে জানতে পারবে।

- শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থের পরিচিতি এবং ১৮টি অধ্যায়ের নাম বলতে পারবে।
- গীতার ৭০০টি শ্লোক পড়তে পারবে এবং কোন অধ্যায়ে কতটি শ্লোক আছে তা বলতে পারবে।
- ষটকভিত্তিক (৬ অধ্যায় ১ ষটক) শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যকার সামঞ্জস্যতা তুলে ধরতে পারবে।
- মানবজীবনে/ব্যক্তিজীবনে গীতার মর্মবাণী আত্মস্থ ও উপলব্ধি করতে পারবে।
- গীতার শ্লোক সঠিক উচ্চারণে সরলার্থসহ বলতে পারবে।
- শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণপূর্বক বংশ পরিচয় জানতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা নি:সংকোচে গীতা পাঠ করতে পারবে।

নির্দেশনা: শিক্ষক পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠদানের ক্ষেত্রে শ্লোকের যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করে দিবেন। প্রতিটি শ্লোকের অর্থ ও সরলার্থ ব্যাখ্যা করবেন। এছাড়াও শ্লোকের উচ্চারণ এবং সুর আত্মস্থ করার জন্য প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত অডিও ক্লিপ সংগ্রহ করবেন।

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন বইটিতে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ১৮টি অধ্যায় থেকে মোট ৬০টি শ্লোক সংকলন তুলে ধরা হয়েছে। মুল শ্লোক সংস্কৃত ভাষায় রয়েছে। মূল সংস্কৃত শ্লোকের বাংলা উচ্চারণ এবং প্রতিটি শ্লোকের সরলার্থ গদ্য ও পদ্য ছন্দে তুলে ধরা হয়েছে।

এ বইটি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যা শিখবে-

- শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ১৮টি অধ্যায়ের নাম শিখতে পারবে।
- শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ৬০টি মূল শ্লোকের সংস্কৃত বাংলা উচ্চারণ শিখতে পারবে।
- ৬০টি শ্লোকের সরলার্থ গদ্য ও পদ্য ছন্দে শিখতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা গীতা পাঠের সঠিক নিয়ম শিখতে পারবে এবং কোন সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিঃসংকোচে গীতা পাঠ করতে পারবে।

নির্দেশনা: শিক্ষক প্রতিটি শ্লোক শুদ্ধ ও সঠিক উচ্চারণে বিশ্লেষণপূর্বক সরালার্থসহ শিক্ষার্থীদের শিখতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবেন।

প্রকল্পের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার একটি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্র

তৃতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

- পরিশিষ্ট (ক) বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা
- ১। প্রাক-প্রাথমিক, ২। ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ৩। ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক
- পরিশিষ্ট (খ) শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র
- পরিশিষ্ট (গ) ক্ষেত্রভিত্তিক অর্জন উপযোগী দক্ষতাসমূহ
- পরিশিষ্ট (ঘ) মূল্যায়ন
- পরিশিষ্ট (ঙ) কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সভা

প্রকল্পের পঞ্চগড় জেলার একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

পরিশিষ্ট-ক

(১) বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা (প্রাক-প্রাথমিক)

মাস	সৃজনশীল কাজ		আমার বই		নির্দেশনার খেলা	গণিত	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য	নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা
	ছড়া/গান/গল্প	চারু ও কারুকলা	প্রাক-পঠন	প্রাক-লিখন				
জানুয়ারি	-প্রার্থনা সংগীত, ছড়া, সময় -বাক বাকুম পায়রা (ছড়া-১) -খোকন খোকন ডাক পাড়ি (ছড়া-২) - ঝড় এলো এলো ঝড় (গান-১) - ইঁদুর ছানার লেজ (গল্প-১)	-ইচ্ছেমতো ছবি আঁকা -কাগজ ও কাঠ দিয়ে খেলনা বানানো	-বিভিন্ন পশু পাখির ডাক অনুকরণ করা (৭ পৃষ্ঠা) -নিজের নাম শুরুর ধ্বনি বলা	-ইচ্ছেমতো আঁকা -প্যাটার্ন আঁকা	- রেলগাড়ি ঝিক্‌ঝিক্ (-খেলা-১) -জুটিতে থাকি (-খেলা-২)	**বিভিন্ন ধারণা** -ডান-বাম (৬৩ নং পাঠ) -ছোট-বড় (৬৪) -লম্বা-খাটো(৬৫) -মোটা-চিকন (৬৬) -কম-বেশি (৬৭) নং পাঠ	-আমার কথা - আমার পরিবারের কথা -আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চেনা (আমার বই পৃষ্ঠা-১)	-সৃষ্টিকর্তা -প্রার্থনা -নিত্যকর্ম
ফেব্রুয়ারি	-আয় আয় চাঁদ মামা (ছড়া-৩) -ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি (গান-২) - শেয়াল ও কাক (গল্প-২)	-তারা ও পাতা আঁকা -কাগজ ও কাদা মাটি দিয়ে খেলনা বানানো	-বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণ ও শব্দ তৈরি -পরিচিত বিভিন্ন শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি (মুখে মুখে) -অন্য রকম ছবি, বর্ণ ও শব্দ বের করা।	-প্যাটার্ন আঁকা	- তোমরা কি সব বলতে পার (-খেলা-৩) চল আকৃতি বানাই (-খেলা-৪) -খুঁজে বের করি (-খেলা-৫)	**বিভিন্ন ধারণা** - ভিতর-বাহির (৬৮ নং পাঠ) -উপর-নিচ (৬৯, ৭০) -সামনে-পিছনে (৭১ নং পাঠ) -উচু-নিচু (৭২) -কাছে-দূরে (৭৩) -পার্থক্য/আলাদা (৭৪, ৭৫,৭৬ ও ৭৭ নং পাঠ)	- সাধারণ প্রাথমিক চিকিৎসা -মাছ -ফুল -পশু	-সত্য ও মিথ্যা -ব্যবহার -নীতিবাক্য
মার্চ	-ঐ দেখা যায় তালগাছ (ছড়া-৪) - একদিন ছুটি হবে (গান-৩) -কুঁজোবুড়ি, সাতপরী (গল্প-৩) -ক্ষুদে ফড়িং লিমু (গল্প-৪)	-ফুল ও ঘর আঁকা -বীচি দিয়ে বিভিন্ন আকার আকৃতি বানানো	-ছড়ার মাধ্যমে স্বরবর্ণ পরিচিত ('আমার বই' ব্যবহার করে)	-প্যাটার্ন আঁকা	-হলুদ ফুল নীল আকাশ (-খেলা-৮) -পাখি ওড়ে (-খেলা-১০)	**বিভিন্ন ধারণা** -আকার-আকৃতি (৭৮ ও ৭৯নং পাঠ)	-এসো হাত মুখ ধুই -এসো দাঁত মাজি -ফল	- দেব-দেবী সম্পর্কে জ্ঞান - দেব-দেবীর প্রণাম মন্ত্র (বই ও চার্ট ব্যবহার করা)
এপ্রিল	- হাট্টিমা টিম টিম (ছড়া-৫) - গোল করোনা, গোল করোনা (ছড়া-৬) - প্রজাপতি (গান-৪) -কাক ও কলসি (গল্প-৫)	-আম, পেঁপে আঁকা -কাগজ ও কাদামাটি দিয়ে খেলনা বানোনো	-ছড়ার মাধ্যমে ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিত ('আমার বই' ব্যবহার করে)	-প্যাটার্ন আঁকা	রুমাল খোঁজা পরিচিতি - খেলা-৯ -বলতো কি ভাবছি - খেলা-৬ -বৃষ্টি নামাই - খেলা-১১	**সংখ্যার ধারণা** -১-১০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা ও চর্চা পাঠ (৮০-৯৫ এবং পাঠ-১০৪)	-এসো নখ কাটি	-মন্দির ও তীর্থস্থান -নীতিবাক্য ও বাণী। (বই ও চার্ট ব্যবহার করা)

মাস	সৃজনশীল কাজ		আমার বই		নির্দেশনার খেলা	গণিত	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য	নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা
	ছড়া/গান/গল্প	চারু ও কারুকলা	প্রাক-পঠন	প্রাক-লিখন				
মে	-আয়রে আয় টিয়ে (ছড়া-৭) -সকালে উঠিয়া আমি/আমার পণ (আমার বই পৃষ্ঠা-১৪) -সারস ও শেয়াল (গল্প-৬) -বাঘ ও বক (গল্প-৭)	-মাছ ও গাছ আঁকা -পাতা দিয়ে খেলনা বানানো	–শব্দ থেকে স্বরবর্ণ পরিচিতি (বই ব্যবহার করে)	-স্বরবর্ণ লিখন	-পাখি উড়ে (খেলা-১০) -ইচ্ছেমত খেলা -বর্ণ চেনার খেলা (-খেলা-৭)	সংখ্যার ধারনা -১১-২০ পর্যন্ত সংখ্যার ধারণা ও ১-২০ পর্যন্ত চর্চা (পাঠ-১০৫)	-এসো চুল আঁচড়াই -এসো স্নান করি -আমাদের খাবার দাবার	-অবতার -মহাপুরুষ -নীতিবাক্য ও বাণী
জুন	-নোটন নোটন পায়রাগুলো (ছড়া-৮) -খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো (ছড়া-৯) -আমরা করবো জয় (গান-৫) -তিনটি ক্ষুধার্ত ছাগল (গল্প-৮)	-আপেল ও নৌকা আঁকা -কলা/সুপারি/শোলা নারিকেলের খোল দিয়ে খেলনা বানানো	-শব্দ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতি (বই ব্যবহার করে)	ব্যঞ্জনবর্ণ লিখন	-রেলগাড়ি ঝিকঝিক (-খেলা-১) -জুটিটে থাকি (-খেলা-২) -তোমরা কি সব বলতে পার (-খেলা-৩)	সংখ্যার ধারনা -১-৯ পর্যন্ত সংখ্যার যোগ (যোগফল ১০ এর বেশী হবে না) (পাঠ-১০৭, ১০৮ ও ১০৯)	-নিরাপদ পানি -আবহাওয়া	-স্বর্গ ও নরক -ধর্মগ্রন্থ
জুলাই	-প্রার্থনা (আমার বই, পৃষ্ঠা নং-১৪) -আমার পণ -Twinkle Twinkle (ছড়া-১০) -মেঘের কোলে রোদ হেসেছে (গান-৬) -ছোট লাল মুরগি (গল্প-৯)	-বেগুন ও লাউ আঁকা -কলা/সুপারি/শোলা নারিকেলের খোল দিয়ে খেলনা বানানো	-শব্দ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতি (বই ব্যবহার করে)	ব্যঞ্জনবর্ণ লিখন	-হলুদ ফুল নীল আকাশ (-খেলা-৮) -রোমাল খোঁজা (-খেলা-৯) -বর্ণ চেনার খেলা (-খেলা-৭)	বিয়োগের ধারনা -১-১০ পর্যন্ত সংখ্যার বিয়োগ (বিয়োগ ফল ৯ এর বেশী হবে না) (পাঠ নং ১১০, ১১১)	-আমাদের চারপাশে যা যা আছে -সাধারণ প্রাথমিক চিকিৎসা	-ধর্মগ্রন্থের শ্লোক -নীতিবাক্য ও বাণী
আগস্ট	-মামার বাড়ী (আমার বই পৃষ্ঠা নং-১৫) -শিক্ষকের সংগৃহীত অন্য যে কোন (ছড়া) -বাদুড় (গল্প-১০)	-মগ ও কলস আঁকা - পাতা দিয়ে জীবজন্তু বানানো	- শব্দ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতি (বই ব্যবহার করে)	ব্যঞ্জনবর্ণ লিখন	-বৃষ্টি নামাই (-খেলা-১১) -বলতো কি ভাবছি (-খেলা-৬) -চল আকৃতি বানাই (-খেলা-৪)	- বাংলা ও ইংরেজি সাত দিনের নাম (পাঠ-১১৪ ও ১১৫)	-আমাদের পোশাক -শাক সবজী -পাড়া পড়শী	-দেবদেবীর প্রণাম মন্ত্র -গায়ত্রী মন্ত্র

মাস	সৃজনশীল কাজ		আমার বই		নির্দেশনার খেলা	গণিত	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য	নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা
	ছড়া/গান/গল্প	চারু ও কারুকলা	প্রাক-পঠন	প্রাক-লিখন				
সেপ্টেম্বর	-প্রভাতী (আমার বই পৃষ্ঠা নং-১৫) -মিতুর স্বপ্ন (গল্প-১১) -ধন ধান্যে পুষ্প ভরা (গান-৭) -পাতা ও মাটির ঢেলা (গল্প-১২)	-মাছরাঙ্গা ও বক আঁকা -পাতা দিয়ে জীবজন্তু বানানো	-শব্দ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতি (বই ব্যবহার করে)	-শব্দ লিখন	-রোমাল খোঁজা (-খেলা-৯) -পাখি উড়ে (-খেলা-১০) -ইচ্ছেমত খেলা	- যোগ-বিয়োগ চর্চা (-৭১-১০০ পৃ: পর্যন্ত) সংখ্যার ধারনা ও চর্চা বাংলা ১২ মাসের নাম	-পুনরালোচনা (প্রথম ৭টি বিষয়) (১ম ও ২য় মাসের গুলো)	-দৈনন্দিন ব্যবহারিক কাজের মন্ত্র -পুনরালোচনা
অক্টোবর	-আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী (গান-৮) -কুমির ও বানরের (গল্প-১৩) -আঞ্চলিক গান	- যে কোন দৃশ্যের ছবি আঁকা -পাতা দিয়ে খেলনা বানানো	-শব্দ ও বাক্য পঠন (বই ব্যবহার করে)	-শব্দ লিখন	-তোমরা কি সব বলতে পার (-খেলা-৩) -বৃষ্টি নামাই (-খেলা-১১) -চল আকৃতি বানাই (-খেলা-৪) -ইচ্ছেমত খেল	- যোগ-বিয়োগ চর্চা (-১-১০ পৃ:) পর্যন্ত ইংরেজি সংখ্যার ধারনা ও চর্চা ইংরেজি ১২ মাসের নাম	-পুনরালোচনা	(দ্বিতীয় ৮টি বিষয়) (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম মাসের গুলো) -পুনরালোচনা
নভেম্বর	-আমরা সবাই রাজা (গান-৯) -খরগোশ ও কচ্ছপ (গল্প-১৪) -পুনরালোচনা	- যে কোন দৃশ্যের ছবি আঁকা -বিচি দিয়ে বিভিন্ন আকার আকৃতি বানানো	-শব্দ ও বাক্য পঠন (বই ব্যবহার করে)	-শব্দ ও বাক্য লিখন	-বলতো কি ভাবছি (-খেলা-৬) -জুটিটে থাকি (-খেলা-২) -রেলগাড়ি ঝিকঝিক (-খেলা-১)	- যোগ-বিয়োগ চর্চা - ১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যার গণনা ও চর্চা -বাংলা ও ইংরেজি মাসের নাম	পুনরালোচনা (তৃতীয় ৭টি বিষয়) (৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম মাসের গুলো)	-পুনরালোচনা
ডিসেম্বর	**-জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সকল কাজের পুনরালোচনা ও মূল্যায়ন।**							

প্রকল্পের সুনামগঞ্জ জেলার একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

(২) বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা (ধর্মীয় শিক্ষা শিশু)

মাসের নাম	বিষয়ের নাম		
	সহজ ধর্মীয় শিক্ষা	রামায়ণ ও মহাভারত	শ্রীমদ্ভবদ্‌গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন
জানুয়ারি	জাতীয় সংগীত, রণ সংগীত পাঠ-১ ও ২	রামায়ণ পৃষ্ঠা নং ৫-৫০ (আদি কাণ্ড, অযোধ্যা কাণ্ড এবং অরণ্য কাণ্ড)	সরলার্থসহ ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা (সুর ও ছন্দ অনুযায়ী)
ফেব্রুয়ারি	পাঠ-৩, ৪ এবং জাতীয় সংগীত, রণ সংগীত	রামায়ণ পৃষ্ঠা নং ৫১-৭৫ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ও সুন্দরকাণ্ড)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা
মার্চ	পাঠ-৩, ৪ এবং পাঠ-১২ (দধীচি মুনির ত্যাগ ও উদারতা)	রামায়ণ পৃষ্ঠা নং ৭৬-১০৪ (লঙ্কা কাণ্ড)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা
এপ্রিল	পাঠ-৩, ৪ (পুনরালোচনা) এবং পাঠ-১২ (প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু)	মহাভারত পৃষ্ঠা নং ১০৫-১৬৪ (আদিপর্ব ও সভাপর্ব)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা
মে	পাঠ-৩, ৪ (পুনরালোচনা) পাঠ-৫ এবং পাঠ-১২ (একটি বালকের সরলতা)	মহাভারত পৃষ্ঠা নং ১৬৫-১৯৮ (বনপর্ব ও বিরাটপর্ব)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা
জুন	পাঠ-৩, ৪ (পুনরালোচনা) ও পাঠ-৬ (নিত্যকর্মের মন্ত্র ৬টি) ও পাঠ-১১ (প্রার্থনা সংগীত-১)	মহাভারত পৃষ্ঠা নং ১৯৯-২২৪ (উদ্যোগপর্ব ও ভীষ্মপর্ব)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা

মাসের নাম	বিষয়ের নাম		
	সহজ ধর্মীয় শিক্ষা	রামায়ণ ও মহাভারত	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন
জুলাই	পাঠ-৩, ৪ (পুনরালোচনা) ও পাঠ-৬ (নিত্যকর্মের মন্ত্র নতুন ৬টি) ও পাঠ-১১ (প্রার্থনা সংগীত-২)	মহাভারত পৃষ্ঠা নং ২২৫-২৬০ (দ্রোণপর্ব ও কর্ণপর্ব)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা
আগস্ট	পাঠ-৩, ৪ (পুনরালোচনা) ও পাঠ-৬ (নিত্যকর্মের মন্ত্র নতুন ৬টি) এবং পাঠ-৭, পাঠ-১১ (প্রার্থনা সংগীত-৩)	মহাভারত পৃষ্ঠা নং ২৬১-২৭৬ (শল্যপর্ব, সৌপ্তিকপর্ব ও স্ত্রীপর্ব)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা
সেপ্টেম্বর	পাঠ-৮ ও পাঠ-৯ (প্রার্থনা সংগীত-৪) পাঠ-১২ গণেশের মাতৃভক্তি	মহাভারত পৃষ্ঠা নং ২৭৭-২৮৬ (শান্তিপর্ব, অনুশাসনপর্ব ও আশ্বমেধিকপর্ব)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা
অক্টোবর	পাঠ-৮ ও ৯ (পুনরালোচনা) পাঠ-১০ (প্রার্থনা সংগীত-৫ ,৬)	মহাভারত পৃষ্ঠা নং ২৮৭-২৯৩ (আশ্রমবাসিকপর্ব ও মৌসলপর্ব)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা
নভেম্বর	পাঠ-১১ (সমবেত প্রার্থনা ও কীর্তন) ও পাঠ-১১ শ্রীশ্রী কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম পাঠ-১৩ প্রশ্নব্যাংক (১-৮০)	মহাভারত পৃষ্ঠা নং ২৯৪-৩০০ (মহাপ্রস্থানিকপর্ব ও স্বর্গারোহণপর্ব)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা
ডিসেম্বর	পাঠ-১২ মহিষাসুর বধ, সত্যবাদী সত্যকাম ও পাঠ-১৩ প্রশ্নব্যাংক (৮১-১৩৫)	রামায়ণ/মহাভারত (পুনরালোচনা)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা

(৩) বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা (ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক)

মাসের নাম	বিষয়ের নাম			
	সহজ ধর্মীয় শিক্ষা	আমাদের পড়ালেখা	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন
জানুয়ারি	জাতীয় সংগীত, রণ সংগীত পাঠ-১ ও ২	**বাংলা অংশ** স্বরবর্ণ পরিচিতি (পঠন ও লিখন) পাঠ নং-১-১৩ এবং স্বরচিহ্ন পাঠ নং-১৪ **গণিত অংশ** সংখ্যার ধারণা- ১-১০পর্যন্ত পাঠ নং-৬৭-৬৯	প্রথম অধ্যায়: অর্জুনবিষাদ-যোগ (১-৪৬ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ)	সরলার্থসহ ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা (সুর ও ছন্দ অনুযায়ী)
ফেব্রুয়ারি	পাঠ-৩, ৪	**বাংলা অংশ** স্বরবর্ণ পরিচিতি (পঠন ও লিখন) পাঠ নং-১-১৩ এবং স্বরচিহ্ন পাঠ নং-১৪ **গণিত অংশ** সংখ্যার ধারণা- ১-১০পর্যন্ত পাঠ নং-৬৭-৬৯	দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংখ্যযোগ (১-৭২ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা
মার্চ	পাঠ-৩ ও পাঠ-৪ পাঠ-১২ (দধীচি মুনির ত্যাগ ও উদারতা)	**বাংলা অংশ** ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতি (পঠন ও লিখন) পাঠ নং-১৫-৫৬ **গণিত অংশ** সংখ্যার ধারণা- ১-১০পর্যন্ত পাঠ নং-৬৭-৬৯	তৃতীয় অধ্যায়: কর্মযোগ (১-৪৩ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা
এপ্রিল	পাঠ-৩ ও পাঠ-৪ (পুনরালোচনা) পাঠ-১২ (প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু)	**বাংলা অংশ** ব্যঞ্জনবর্ণ পরিচিতি (পঠন ও লিখন) পাঠ নং-১৫-৫৬ **গণিত অংশ** পাঠ নং-৭০-৭৫	চতুর্থ অধ্যায়: জ্ঞানযোগ (১-৪২ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ) এবং পঞ্চম অধ্যায়: কর্মসন্ন্যাসযোগ (১-২৯ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা

মাসের নাম	বিষয়ের নাম			
	সহজ ধর্মীয় শিক্ষা	আমাদের পড়ালেখা	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন
মে	পাঠ-৩, ৪ (পুনরালোচনা) ও পাঠ-৫ এবং পাঠ-১২ (একটি বালকের সরলতা)	**বাংলা অংশ** স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ (পঠন ও লিখন) এবং দেবনাগরী বর্ণমালা পরিচিতি পাঠ নং-১-৫৭ **গণিত অংশ** পাঠ নং-৭৬-৮৮	ষষ্ঠ অধ্যায়: অভ্যাসযোগ (১-৪৭ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ) এবং সপ্তম অধ্যায়: জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ (১-৩০ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা
জুন	পাঠ-৩, ৪ (পুনরালোচনা) ও পাঠ-৬ (নিত্যকর্মের মন্ত্র ৬টি) ও পাঠ-১১ (প্রার্থনা সংগীত-১)	**বাংলা অংশ** স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ (পঠন ও লিখন) এবং দেবনাগরী বর্ণমালা পরিচিতি পাঠ নং-১-৫৭ **গণিত অংশ** পাঠ নং-৮৯-৯৪	অষ্টম অধ্যায়: অক্ষরব্রহ্ম-যোগ (১-২৮ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ) এবং নবম অধ্যায়: রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য- যোগ (১-৩৪ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা
জুলাই	পাঠ-৩, ৪ (পুনরালোচনা) ও পাঠ-৬ (নিত্যকর্মের মন্ত্র ৬টি) ও পাঠ-১১ (প্রার্থনা সংগীত-২)	**বাংলা অংশ** স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে শব্দ গঠণ এবং ছড়া অনুশীলন পাঠ নং-১-৫৭ এবং পাঠ-৫৯-৬২ **গণিত অংশ** পাঠ নং-৯৫-৯৭	দশম অধ্যায়: বিভূতি যোগ (১-৪২ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ) এবং একাদশ অধ্যায়: বিশ্বরূপ-দর্শন- যোগ (১-২০ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা
আগস্ট	পাঠ-৩, ৪ (পুনরালোচনা) ও পাঠ-৬ (নিত্যকর্মের মন্ত্র ৬টি) ও পাঠ-৭, পাঠ-১১ (প্রার্থনা সংগীত-৩)	**বাংলা অংশ** স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে শব্দ গঠণ এবং ছড়া অনুশীলন পাঠ নং-১-৫৭ এবং পাঠ-৫৯-৬২ **গণিত অংশ** পাঠ নং-৯৮-১০২	একাদশ অধ্যায়: বিশ্বরূপ-দর্শন- যোগ (২১-৫৫ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ) এবং দ্বাদশ অধ্যায়: ভক্তিযোগ (১-২০ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা

মাসের নাম	বিষয়ের নাম			
	সহজ ধর্মীয় শিক্ষা	আমাদের পড়ালেখা	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন
সেপ্টেম্বর	পাঠ-৮ ও পাঠ-৯ (প্রার্থনা সংগীত-১,২)	**বাংলা অংশ** স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ এবং দেবনাগরী বর্ণমালা অনুশীলন পাঠ নং-১-৬২ (পুনরালোচনা) সচেতনতামূলক গল্প পাঠ নং-৬৩ ও ৬৪ **গণিত অংশ** পাঠ নং-১০৩-১০৫	ত্রয়োদশ অধ্যায়: ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ (১-৩৫ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ) এবং চতুর্দশ অধ্যায়: গুণত্রয়-বিভাগযোগ (১-২৭ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা
অক্টোবর	পাঠ-৮ ও পাঠ-৯ (পুনরালোচনা) পাঠ-১০ (প্রার্থনা সংগীত-৪,৫,৬)	**বাংলা অংশ** ব্যঞ্জনবর্ণ অনুশীলন (পঠন ও লিখন পুনরালোচনা) পাঠ নং-৬৫ ও ৬৬ এবং সাতদিনের নাম বাংলা ও ইংরেজী পাঠ নং-১২০ **গণিত অংশ** পাঠ নং-১০৬-১১২	পঞ্চদশ অধ্যায়: পুরুষোত্তম-যোগ (১-২০ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ) এবং ষোড়শ অধ্যায়: দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ (১-২৪ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা
নভেম্বর	পাঠ-১১ (সমবেত প্রার্থনা ও কীর্তন) ও পাঠ-৭ ও শ্রীশ্রী কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম	**বাংলা অংশ** পাঠ নং-১-৬১ (পুনরালোচনা) এবং বাংলা ইংরেজী বারো মাসের নাম পাঠ নং-১২০ **গণিত অংশ** পাঠ নং-১১৩-১১৯	সপ্তদশ অধ্যায়: শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ (১-২৮ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ) এবং অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (১-৪০ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ)	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা
ডিসেম্বর	পাঠ-১২ গণেশের মাতৃভক্তি, মহিষাসুর বধ, সত্যবাদী সত্যকাম ও পাঠ-১৩	**বাংলা অংশ** পুনরালোচনা **গণিত অংশ** পুনরালোচনা	অষ্টাদশ অধ্যায়: মোক্ষযোগ (৪১-৭৮ নম্বর পর্যন্ত শ্লোক সরলার্থসহ পাঠ) এবং পুনরালোচনা	পূর্ববর্তী শ্লোক পুনরালোচনা ও নতুন ০৫টি শ্লোক আত্মস্থ করা

পরিশিষ্ট-খ

শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রঃ

১. শারীরিক বা চলনক্ষমতার বিকাশ

শারীরিক বা চলনক্ষমতার বিকাশ বলতে যা বুঝায় সেগুলো হলো-

- শরীরের আকার বৃদ্ধি।
- শরীরের শক্তি বৃদ্ধি।
- সুক্ষ্ম ও স্থুল মাংস পেশী নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য।
- চোখ ও হাতের সমন্বয় সাধনের দক্ষতা।

২. জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ

যে সকল বিষয় জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের সাথে সম্পর্কিত সেগুলো হলো-

- বিভিন্ন জিনিস চিনতে পারা এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে বুঝতে পারা।
- বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে বুঝতে পারা।
- ভালোমন্দ বুঝতে পারা।
- কার্যকারণ সম্পর্কে বুঝতে পারা।
- সমস্যা সমাধান করতে পারা।

৩. ভাষাগত বা যোগাযোগভিত্তিক বিকাশ

ভাষাগত বা যোগাযোগভিত্তিক বিকাশের মূল বিষয় হলো ভাবের আদান-প্রদান। সুষ্ঠু এবং সাবলীলভাবে ভাবের আদান প্রদানের জন্য একজন মানুষের বেশ কিছু যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। যেমন :

- শুদ্ধ করে কথা বলতে পারা।
- ভাষা ব্যবহারের সময় যথাযথ শব্দ প্রয়োগ করতে পারা।
- অন্যের কথা বুঝতে পারা এবং সে অনুযায়ী সাড়া দিতে পারা।
- বিভিন্ন প্রশ্নের করতে পারা এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা।
- কথার সাথে ভাবের মিল রেখে অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারা।

৪. সামাজিক বিকাশ

সামাজিক বিকাশের অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলি হলো-

- অন্যের সাথে মিলেমিশে থাকার দক্ষতা।
- অন্যকে সহযোগিতা করা এবং নিজের প্রয়োজনে অন্যের সহযোগিতা গ্রহণ করা।
- সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে পারা।
- নিজের দায়দায়িত্ব বুঝে সে অনুযায়ী কাজ করতে পারা।
- সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য আচরণ করা।

৫. আবেগমূলক বিকাশ

- হারজিত মেনে নেয়া।
- শালীনতার সাথে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারা।
- অন্যের দুঃখ কষ্টে, হাসি আনন্দে অংশীদার হতে পারা।

৬. আত্মসচেতনতামূলক বিকাশ

- অন্যেরা তার সম্পর্কে কী ভাবে সে ব্যাপারে সচেতন হওয়া।
- নিজের পছন্দ অপছন্দ প্রকাশ করতে পারা।
- স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করতে চাওয়া।
- নিজের আবেগ অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারা।

৭. নৈতিকতার বিকাশ

- সনাতন ধর্মের আচার-আচরণ অনুযায়ী প্রার্থনা করা।
- বিভিন্ন দেব-দেবী সম্পর্কে জানা এবং তাঁদের প্রণাম মন্ত্র বলতে পারা।
- মহাপুরুষদের জীবনী সম্পর্কে জানা এবং সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা।
- প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের শ্রদ্ধা করা।
- সামাজিক নৈতিক দায়িত্ব (যেমনঃ বড়দের সম্মান করা, প্রণাম করা, মিথ্যা না বলা ইত্যাদি) পালন করতে পারা।
- নীতিবাক্য মেনে চলা ও সে অনুযায়ী কাজ করতে পারা।

পরিশিষ্ট-গ

ক্ষেত্র-ভিত্তিক অর্জন উপযোগী দক্ষতাসমূহ:

শিশুদের সার্বিক বিকাশের যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রে কি কি দক্ষতার প্রয়োজন হতে পারে তা বের করা হয়েছে। ক্ষেত্রভিত্তিক ছোট ছোট দক্ষতাগুলোকে বিভিন্ন ধরণ অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে নিচের ছকে দেয়া হলো।

ক্ষেত্র-১: সংবেদনশীলতা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
শ্রবণ	- ৪-৬ শব্দের বাক্য অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারা - পরস্পর সম্পর্কযুক্ত শব্দ ও সংখ্যা অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারা - ১০-১৫ বাক্যের একটি গল্প শুনে তা বলতে পারা
দর্শন	- বিভিন্ন ধরনের আকার, আকৃতি ও রঙের বস্তু মিলাতে পারা - একই বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন জিনিস আলাদা করতে পারা - কোন বস্তু দেখে বর্ণনা করতে পারা - কোন বস্তু বা ছবির উহ্য অংশ সনাক্ত করতে পারা - দুই বা ততোধিক অংশ জোড়া দিয়ে আকৃতি গঠন করতে পারা
স্পর্শ	- বিভিন্ন ধরনের আকৃতি সনাক্ত করতে পারা - বড় ও ছোট সনাক্ত করতে পারা -উপর ও নিচ সনাক্ত করতে পারা -মসৃন ও খসখসে বস্তু সনাক্ত করতে পারা - নরম ও শক্ত বস্তু সনাক্ত করতে পারা - গরম ও ঠান্ডা সনাক্ত করতে পারা
ঘ্রাণ	- সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ বুঝতে পারা - পোড়া খাবারের গন্ধ বুঝতে পারা - একই এবং বিভিন্ন ধরনের বস্তুর গন্ধ সনাক্ত করতে পারা
স্বাদ	- ঝাল ও মিষ্টি সনাক্ত করতে পারা - টক ও তেতো সনাক্ত করতে পারা -স্বাদের কমবেশী বুঝতে পারা

ক্ষেত্র-২: সংবেদনশীলতা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
শোনা ও বোঝা	-বর্ণনা শুনে বিভিন্ন ধরনের বস্তু সনাক্ত করতে পারা -মৌখিক নির্দেশ বা অনুরোধ অনুসরণ করতে পারা -কী, কেন, কোথায়, কে এবং কীভাবে যুক্ত প্রশ্ন বুঝতে পারা -১০-১৫ বাক্যের একটি গল্প শুনে বুঝতে পারা
কথা বলা	- শিশু উপযোগী সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা - ছড়া বা কবিতা আবৃত্তি করতে পারা এবং গান গাইতে পারা - ছবির সহজ ব্যাখ্যা করতে পারা - গল্প শুনে নিজের ভাষায় বলতে পারা - নিজের পরিবার সম্পর্কে বলতে পারা এবং ঠিকানা বলতে পারা - কোন দেখা বা শোনা ঘটনা বলতে পারা - কোন নির্দিষ্ট বস্তু এবং এর কাজ সম্পর্কে বলতে পারা - কয়েকটি সহজ ইংরেজি ছড়া আবৃত্তি করতে পারা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
প্রাক-পঠন এবং পঠন	- একই ধরনের বস্তু, ছবি, বর্ণ, শব্দ, সংখ্যা সনাক্ত করতে পারা -বই সঠিকভাবে ধরতে পারা -বইয়ের লেখা দেখে ইচ্ছেমত পড়তে পারা (শিশু শ্রেণির উপযোগী) -লেখার উপর থেকে নিচে, বাম থেকে ডানে পড়তে পারা -বইয়ের পাতা সঠিকভাবে উল্টাতে পারা - ছবির গল্প অনুসরণ করতে পারা -ছবি বা আঁকিবুকি দেখে বলতে পারা -ছবি দেখে বানিয়ে গল্প বলতে পারা - ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ ৩ বা ৪ শব্দের বাক্য বলতে পারা -ধ্বনি বা বর্ণ দিয়ে শব্দ, পরিচিত শব্দ দিয়ে বাক্য বলতে পারা -ছড়া, গান ও গল্প বলতে পারা -বাংলা ভাষার বর্ণগুলো সনাক্ত করতে এবং পড়তে পারা -স্বর চিহ্নগুলো চিনতে পারা এবং বর্ণের সাথে যুক্ত করে পড়তে পারা -সহজ পরিচিত শব্দ বানান করতে এবং পড়তে পারা -৩ বা ৪ শব্দ বিশিষ্ট বাক্য পড়তে পারা -১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে, চিনতে এবং পড়তে পারা -১-১০০ পর্যন্ত সংখ্যা বানান করে পড়তে পারা
প্রাক-লিখন এবং লিখন	- পেন্সিল ধরতে পারা -আঁকিবুকি করতে পারা -ইচ্ছেমত আঁকতে পারা -বাম থেকে ডানে এবং উপর থেকে নিচে আঁকতে পারা - মালা গাঁতে পারা -অনুকরণ করে আঁকতে পারা -দেখে দেখে আঁকতে পারা -ছবি রং করতে পারা -বিভিন্ন বিন্দু পরপর জোড়া দিয়ে ছবি বানাতে পারা -কোন বস্তু কাগজের উপর রেখে ছাপ দিতে পারা -আকার আকৃতি আঁকতে পারা (যেমন: গোল, তিনকোনা ও চারকোনা) -বাংলা বর্ণমালা দেখে এবং না দেখে সঠিক আকৃতিতে লিখতে পারা -স্বর চিহ্নগুলো সনাক্ত করতে এবং লিখতে পারা -সহজ পরিচিত শব্দ বানান করতে এবং শুদ্ধভাবে লিখতে পারা - ছোট ও সহজ বাক্য লিখতে পারা (৩ বা ৪ শব্দ বিশিষ্ট)

ক্ষেত্র-৩: ধর্মীয়, নৈতিক ও আবেগমূলক দক্ষতা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
অংশগ্রহণ	-দলীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে পারা -নিজের অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ করতে পারা -অন্য শিশুদের সাথে খেলা এবং ভাব বিনিময় করতে পারা
পালাক্রম	-অন্যের সাথে উদ্যোগী হয়ে আলাপ আলোচনা ও কাজ করতে পারা -অন্যকে কাজের সুযোগ করে দিতে পারা -খেলা বা কাজের সময় নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করতে পারা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
সহযোগিতা	-খেলা বা দলীয় কাজের সময় বিভিন্ন উপকরণ ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা, দেয়া নেয়া, মিটমাট, সমঝোতা ও পরিকল্পনা করতে পারা -খেলা বা কাজের সময় অন্যকে সহযোগিতা করতে পারা
দায়িত্বশীলতা	-যে কোন ধরনের দায়িত্ব পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে পারা -নির্দেশ অনুযায়ী সহজ দায়িত্ব পালন করতে পারা
শৃংখলা	-নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজে উপস্থিত থাকতে পারা -স্কুলের এবং বাড়ির সাধারণ নিয়ম ও নির্দেশ মেনে চলা -খেলার সময় এবং বিভিন্ন কাজের সময় প্রচলিত নিয়মনীতি মেনে চলতে পারা -খেলা বা কাজের শেষে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা
আবেগ	-নিজের রাগ, জেদ, দুঃখ, বিষন্নতা, আনন্দ ইত্যাদি আবেগগুলো গ্রহণযোগ্য উপায়ে প্রকাশ করতে পারা -অন্যের দুঃখ, কষ্ট ও আনন্দকে অনুভব করতে পারা এবং সহানুভূতি-সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারা -নিজের প্রতি অন্যের এবং অন্যের প্রতি নিজের অনুভূতিগুলোকে বুঝতে পারা -নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক তৈরি করতে পারা -অন্যের কাছ থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারা
নৈতিক ও ধর্মীয়	-অন্যদের সাথে সম্ভাষণ বিনিময় করতে পারা (নমস্কার, প্রণাম) বিনয়ের সাথে অন্যদের সম্বোধন করতে পারা -অন্যের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দেয়া -অন্যদের অহেতুক বিরক্ত না করা -অনুমতি ছাড়া অন্যের জিনিসপত্র না ধরা এবং না নেয়া -শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করা, জল খেতে যাওয়া, বাইরে যাওয়া ইত্যাদি কাজের সময় অনুমতি নেয়া -সনাতন ধর্মীয় আচার আচরণ অনুযায়ী প্রার্থনা করতে পারা -বিভিন্ন দেব দেবীর প্রণাম মন্ত্র বলতে পারা -মহাপুরুষদের জীবনী থেকে শিক্ষা নিয়ে সে অনুযায়ী কাজ করতে পারা -বিনয়ী, নম্রতা ও ভদ্র আচরণ করতে পারা -নিজের অপরাধ স্বীকার করতে পারা -সত্য কথা বলতে পারা -ছোট ছোট নীতিবাক্য মেনে চলতে পারা

ক্ষেত্র-৪ : শারীরিক বা চলনক্ষতামূলক দক্ষতা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
স্থুল পেশীর দক্ষতা	-দৌড়াতে এবং লাফ দিতে পারা -বেয়ে উঠতে পারা -বয়স উপযোগী বিভিন্ন জিনিস ধরা, নাড়াচাড়া করা এবং বহন করতে পারা -বিভিন্ন জিনিস ধাক্কা দেয়া এবং টানতে পারা -সহজ কিছু ব্যায়াম করতে পারা
সুক্ষ্ম পেশীর দক্ষতা	-তুলি, পেন্সিল সঠিকভাবে ধরতে, আঁকতে ও রং করতে পারা -ব্লক দিয়ে বিভিন্ন আকার আকৃতি তৈরি করতে পারা -বীচি, ছোট পাথর ইত্যাদি সাজিয়ে বিভিন্ন আকৃতি বানাতে ও বাছাই করতে পারা -কাঁদা বা মন্ড দিয়ে নানান ধরনের নকশা তৈরি করতে পারা -কাগজ নানা আকারে ছিঁড়তে এবং কাঁচি দিয়ে কাটতে পারা -গোল, তিনকোনা, চারকোনা আঁকতে পারা -বর্ণ, সংখ্যা ও শব্দ লিখতে পারা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
ভারসাম্য	-এক পায়ে হাঁটতে, দৌড়াতে ও লাফাতে পারা -সামনে-পিছনে, ডানে-বামে, আঁকা-বাঁকা লাইনে হাঁটতে পারা -গোড়ালীতে ভর করে সমনে-পিছনে, ডানে-বামে, আঁকা-বাঁকা লাইনে হাঁটতে পারা -বৃত্তাকারে দৌড়াতে পারা
চোখ ও হাতের সমন্বয়	-লক্ষ্য স্থির করে বল ছুড়তে এবং ধরতে পারা -মালা গাঁতে পারা -বোতল থেকে গ্লাসে এবং গ্লাস থেকে বোতলে পানি ঢালতে পারা -জামার বোতাম লাগাতে পারা -নির্দিষ্ট স্থানে কোন বস্তু বা ছবি আটকাতে পারা

ক্ষেত্র-৫ : জ্ঞান-বুদ্ধিগত দক্ষতা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
মনোযোগ ও স্মৃতি	-কোন নির্দেশনা শুনে তা অনুসরণ করতে পারা -ছড়া, ঘটনা এবং গল্প শোনার পর ঐ সংক্রান্ত প্রশ্ন করতে পারা এবং সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা -নতুন কোন কিছু দেখলে বা শুনলে তার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারা -কোন কাজে লেগে থাকা -কোন ঘটনা, গল্প, ছড়া ইত্যাদি দেখা বা শোনার পর পরবর্তীতে তা স্মরণ করতে পারা
বোঝা ও কার্যকারণ সম্পর্ক করতে পারা	-যে কোন বস্তুর বা কাজের ছবি বর্ণনা করতে পারা -মৌলিক রংগুলো সনাক্ত করতে পারা এবং প্রকৃতির উপাদানের সাথে বিভিন্ন রঙ সম্পর্কিত করতে পারা -আঁকার-আকৃতি চিনতে পারা (গোল, তিনকোনা, চারকোনা ও আয়তকার) -ছোট-বড়, কাছে-দূরে, কম-বেশী, উঁচু-নিচু, হালকা-ভারী, মসৃণ-খসখসে, লম্বা- খাটো, মোটাপাতলা, কঠিন-তরল, বায়বীয় ইত্যাদি ধারণা লাভ করতে পারা -সাধারণ কার্যকারণ সম্পর্ক করতে পারা (বাতাসে পাতা নড়ে, পানিতে ঢেউ উঠে ইত্যাদি)
পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	-যে কোন কাজের গুরুত্ব বুঝে পরিকল্পনা করতে পারা -যে কোন বিষয়ে মনস্থির করতে পারা -অনেক খেলা বা কাজ থেকে একটি বেছে নিতে পারা
সমস্যা সমাধান	-১-১০ পর্যন্ত সংখ্যার (যোগফল অনূর্ধ্ব ১০ হবে) ছোট ছোট যোগ-বিয়োগ করতে পারা -ছবি, বর্ণ শব্দ ও সংখ্যার অসম্পূর্ণ বা অতিরিক্ত অংশ সনাক্ত করতে পারা -খেলা বা কাজের সময় নিজেদের ছোট ছোট সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারা
চিন্তা, যৌক্তিক চিন্তা	-ছোট এবং বড় সংখ্যা, আগের এবং পরের সংখ্যা বলতে পারা -বস্তু, ছবি, বর্ণ, শব্দ, সংখ্যা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে মিলকরণ, সংযোগকরণ, শ্রেণীকরণ ও পৃকীকরণ করতে পারা -ধারাবাহিকতার ধারণা বুঝতে পারা

ক্ষেত্র-৬ : সামাজিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
ব্যক্তিগত ও পারিবারিক	-নিজের নাম, পরিবারের সদস্যদের নাম, শিক্ষকের নাম এবং তাদের কাজ সম্পর্কে বলতে পারা -শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম এবং এগুলোর কাজ বলতে পারা -পরিবারের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্রের নাম, পোশাকের নাম এবং সেগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারা -নিজের জিনিস পত্র গুছিয়ে রাখতে পারা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
প্রাকৃতিক	-পরিচিত ফুলের নাম, ফলের নাম, পাখির নাম, মাছের নাম, গাছের নাম, পশুর নাম, ফসলের নাম, শাকসজির নাম, নদীর নাম ইত্যাদি বলতে পারা -বিভিন্ন রং সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং রঙিন জিনিসের নাম বলতে পারা -নিজের গ্রাম সম্পর্কে বলতে পারা
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত	-পানির উৎস এবং ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারা -বিভিন্ন খাবার, খাবারের উৎস ও উপকারিতা সম্পর্কে বলতে পারা -বিভিন্ন যানবাহনের নাম জানা এবং সেগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারা -বিভিন্ন দিক, সময়, দিন, মাস, কাল সম্পর্কে ধারণা লাভ ও বলতে পারা -সাধারণ অসুখবিসুখ সম্পর্কে বলতে পারা -গাছের উৎপত্তি এবং বেড়ে উঠা সম্পর্কে বলতে পারা -আর্সেনিক সম্পর্কে বলতে পারা
সামাজিক	-বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন জানা এবং সেগুলো পালন করতে পারা -আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী সম্পর্কে বলতে পারা -আমাদের প্রচলিত খেলাধূলার নাম, খেলার নিয়ম বলতে পারা এবং খেলতে পারা -সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং তাদের কাজ সম্পর্কে বলতে পারা -জাতীয় পশু, পাখি, ফুল, ফল, মাছ ও জাতীয় পতাকা সম্পর্কে বলতে পারা -জাতীয় সংগীত গাইতে পারা
স্বাস্থ্য	-পুষ্টিকর খাবার সম্পর্কে বলতে পারা -ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপায়গুলো বলতে পারা -প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে বলতে পারা -স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে পারা

ক্ষেত্র-৬ : সৃজনশীলতা

দক্ষতার ধরণ	দক্ষতা
ভাষাগত	-কোন বিষয়ে গল্প বানিয়ে বলতে পারা -ধারাবাহিক গল্প বলতে পারা -দেখা বা শোনা কোন ঘটনা বর্ণনা করতে পারা -গান গাইতে পারা
শারীরিক	-কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর ছড়া বলতে পারা -একই কাজ বা খেলা বিভিন্নভাবে করতে পারা -সবাই মিলে হাত ধরে দাঁড়িয়ে, বসে বিভিন্ন আকার আকৃতি বানাতে পারা -বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি সহকারে ছড়া/গান বলতে পারা
চারু ও কারুকলা	-ইচ্ছেমত আঁকতে, রঙ করতে, ঘর সাজাতে পারা -মাটি, কাগজ, পাতা, বীচি, কলার খোল, সুপারির খোল ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন উপকরণ বানাতে পারা

পরিশিষ্ট-ঘ

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন নিয়মাবলী।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন:

প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিশুদের সময়ে সময়ে যে সকল মূল্যায়ন করতে হবে তা নিম্নবরূপঃ

১। সাপ্তাহিক মূল্যায়ন।

২। সাময়িক মূল্যায়ন (ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক)।

৩। বাৎসরিক মূল্যায়ন।

সাপ্তাহিক মূল্যায়ন:

প্রতি সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিন সাপ্তাহিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত যে সকল বিষয় পড়ানো হবে সেগুলো বৃহস্পতিবার দিন পুনরালোচনার মাধ্যমে শিশুদের মূল্যায়ন করতে হবে। তাই একে মূল্যায়ন না বলে পুনরালোচনা বলা চলে। সাপ্তাহিক মূল্যায়নের কোন রেকর্ড রাখার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র মূল্যায়নের মাধ্যমে শিশুদের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তা কাটিয়ে তুলতে হবে।

সাময়িক (ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক) মূল্যায়ন:

প্রথম ৩ মাস (জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি/মার্চ) পর একবার এবং ছয়মাস পর আরেকবার মোট দু'বার সাময়িক মূল্যায়ন করতে হবে। তিন ও ছয় মাসে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখেছে তা থেকে মূল অর্জনযোগ্য যোগ্যতাগুলো মূল্যায়নের আওতায় আসবে। তিনমাস পর একটি তারিখ এবং ছয় মাস পর আর একটি তারিখ নির্ধারণ করে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ করবেন। ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের তালিকা সংরক্ষণ করবেন।

বাৎসরিক মূল্যায়ন:

প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের ৪-১২ সম্ভাব্য তারিখের মধ্যে প্রকল্পের সকল জেলার সকল শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়ন করতে হবে। এ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হবে শিশুরা প্রথম শ্রেণিতে যে সকল যোগ্যতা নিয়ে যাওয়ার কথা সেগুলো কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা জানা। পাঠ্যক্রমের নির্ধারিত বিষয়ভিত্তিক প্রত্যাশিত যোগ্যতার আলোকে এ মূল্যায়ন করতে হবে।

বার্ষিক মূল্যায়নের জন্য সকল জেলা কার্যালয় থেকে সহকারী প্রকল্প পরিচালক প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন। ন্যূনতম ১টি প্রশ্ন জেলার সকল কেন্দ্রে সরবরাহ করবেন। জেলার সকল কেন্দ্রে একই দিনে একই সময়ে মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বার্ষিক মূল্যায়নে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য ১০০ নম্বরের মৌখিক এবং ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য ৩০ নম্বরের লিখিত এবং ৭০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। প্রশ্নপত্র, পরীক্ষার খাতা ও কলম জেলা কার্যালয় সরবরাহ করবে। প্রশ্নপত্রের নমুনা (সংযোজনী-১, ২ও ৩) দ্রষ্টব্য। পরীক্ষা গ্রহনের পর উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ৩ দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে। ফলাফল প্রকাশের জন্য মূল্যায়ন পরীক্ষার নম্বর ফর্দ্দ প্রস্তুত করতে হবে। নম্বর ফর্দ্দের একটি নমুনা (সংযোজনী-৪ ও ৫) দ্রষ্টব্য। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের নম্বর ফর্দ্দ জেলা কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে এবং কপি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এ ছাড়া ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদ পত্র বিতরণ করতে হবে।

উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের নতুন শিক্ষাবর্ষে নির্দিষ্ট এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির তথ্য জেলা কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে এবং কপি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এ ছাড়াও শিক্ষাবর্ষের শুরুতে প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের (ভর্তি ফরম অনুযায়ী) একটি তালিকা প্রস্তুত করে সকল কেন্দ্রের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের আলাদা তালিকা জেলা কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

(সংযোজনী-১) নমুনা প্রশ্নপত্র

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

বার্ষিক মূল্যায়ন পরীক্ষা-২০২৫

(প্রাক-প্রাথমিক)

মৌখিক ১০০ নম্বর ১০ X ১০ = ১০০

১। 'আমার বই' থেকে যে কোন ১টি কবিতা আবৃত্তি কর। অথবা প্রার্থনা সংগীত/সময় কবিতাটি বল। অথবা তোমাকে শেখানো একটি গান গেয়ে শোনাও।

২। বাংলা স্বরবর্ণ কয়টি? স্বরবর্ণগুলো মুখে বল। অথবা বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি? ব্যঞ্জনবর্ণগুলো মুখে বল।

৩। বাংলা বর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন কর-আ, ই, ক, ব, ম, প, চ, ল, ধ, ড ইত্যাদি। অথবা আ, অ, ধ, ব, ই বর্ণ দিয়ে ছড়া বল।

৪। ১-১০ পর্যন্ত সংখ্যা বল। অথবা ইরেজিতে 1-10 পর্যন্ত গণনা কর। অথবা ইংরেজি বর্ণমালাগুলো মুখে বল।

৫। বাংলা বারো মাসের নাম বল। অথবা ইংরেজিতে বারো মাসের নাম বল।

৬। আমদের জাতীয় ফুল, ফল, পাখি, পশু ও মাছের নাম বল। অথবা আমাদের জাতির পিতার নাম, দেশের নাম, বিশ্বকবি, জাতীয় কবি এবং রাজধানীর নাম বল।

৭। সনাতন ধর্মের ০৫ জন দেবদেবীর নাম বল/০৫টি ধর্ম গ্রন্থের নাম বল/০৫ জন অবতারের নাম বল/০৫ জন মহাপুরুষের নাম বল/০৫টি তীর্থস্থানের নাম বল।

৮। যেকোন একজন দেবদেবীর প্রণাম মন্ত্র বল অথবা ১টি গীতার শ্লোক বল।

৯। তোমাকে শেখানো ২টি ব্যায়াম দেখাও।

১০। মাটি দিয়ে ২টি জিনিস তৈরি করে দেখাও অথবা কাগজ দিয়ে যেকোন ০২টি জিনিস বানাও অথবা পাতা/কাঠি দিয়ে ০২টি জিনিস বানিয়ে দেখাও।

(সংযোজনী-৪) নম্বর ফর্দের নমুনা (প্রাক-প্রাথমিক স্তর):

শিক্ষাবর্ষ : ....

শিক্ষাকেন্দ্রের নাম:.. কোড নং:....................................

উপজেলা/থানা:.. জেলা:..

ক্রমিক	শিক্ষার্থীর নাম	মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর (১০০)	মোট প্রাপ্ত নম্বর (১০০)	মন্তব্য
১।				

কেন্দ্র শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: .... তারিখ: ....

(সংযোজনী-২) নমুনা প্রশ্নপত্র

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

বার্ষিক মূল্যায়ন পরীক্ষা-২০২৫

(ধর্মীয় শিক্ষা শিশু)

মৌখিক ৭০ নম্বর ৭ X ১০ = ৭০

১। সনাতন ধর্মের দেবদেবীদের মধ্য থেকে (ব্রহ্মা/বিষ্ণু/শিব/দুর্গা/কালী/লক্ষ্মী/সরস্বতী/গণেশ/কার্ত্তিক/বিশ্বকর্মা, শনিদেব/শীতলা দেবী) যে কোন একটি প্রণামমন্ত্র সরলার্থসহ বল।

২। দৈনন্দিন আচার পালনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত যেকোন ২টি মন্ত্র বল (পিতৃস্তুতি/মাতৃপ্রণাম/খাদ্যগ্রহণ/জন্মসংবাদ/মৃত্যু সংবাদ/গুরুপ্রণাম/ সর্বকার্যে/গ্রায়ত্রী মন্ত্র/সূর্য প্রণাম/কৃষ্ণ প্রণাম/ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্র ইত্যাদি)

৩। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে যেকোন ১টি শ্লোক সরলার্থসহ বল অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে কতটি অধ্যায় রয়েছে? অধ্যায়গুলোর নাম বল অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে মোট কতটি শ্লোক রয়েছে।

৪। যেকোন একটি প্রার্থনা সঙ্গীত অথবা প্রার্থনা কীর্তন গেয়ে শোনাও। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কতটি শ্লোক বলেছেন।

৫। সনাতন ধর্মের উল্লেখযোগ্য ০৫টি তীর্থস্থানের নাম বল। অথবা একান্ন পীঠের মধ্যে বাংলাদেশে অবস্থিত ০৫টি পীঠের নাম বল।

৬। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ০৫ X ২=১০

ক) সনাতন ধর্মের মূল গ্রন্থ কি?

খ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক সংখ্যা কত?

গ) অর্জুনের মাতার নাম কি?

ঘ) বেদ কত প্রকার ও কী কী?

ঙ) স্বর্গের দেবতার নাম কি?

৭। রামায়ণে কাদের কাহিনী আছে? রামচন্দ্রের পিতার নাম কি?/অথবা রামায়ণ কে রচনা করেছেন? রামায়ণে মোট কয়টি কাণ্ড বা ভাগ আছে? অথবা মহাভারতের রচয়িতা কে? মহাভারতের মোট কয়টি পর্ব আছে?

লিখিত: ৩০ নম্বর ৩ X ১০ = ৩০

১। দেবনাগরী বর্ণমালাগুলো লিখ। অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে যেকোন একটি শ্লোক সরলার্থসহ লিখ। অথবা শ্রীশ্রী সরস্বতী দেবীর প্রণাম মন্ত্র সরলার্থসহ লিখ।

২। সনাতন ধর্মের ০৫ জন দেবদেবীর নাম লিখ। অথবা দশ অবতারের নাম লিখ অথবা সনাতন ধর্মের ০৫টি উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থানের নাম লিখ। অথবা সনাতন ধর্মের উল্লেখযোগ্য ০৫ জন মহাপুরুষের নাম লিখ।

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ০৫ X ২=১০

ক) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উহ্য নাম কয়টি?

খ) পঞ্চপাণ্ডবের নাম কী?

গ) সরস্বতী দেবীর বাহন কি?

ঘ) স্বর্গের রাজধানীর নাম কি?।

ঙ) চারযুগের নাম কী কী?

বিঃ দ্রঃ (সহজ ধর্মীয় শিক্ষার প্রশ্নব্যাংক থেকে প্রশ্ন নেয়া যেতে পারে।)

(সংযোজনী-৫) নম্বর ফর্দের নমুনা (ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক):

শিক্ষাবর্ষ : ....

শিক্ষাকেন্দ্রের নাম:.. কোড নং:...

উপজেলা/থানা:.. জেলা:...

ক্রমিক	শিক্ষার্থীর নাম	লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর (৩০)	মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর (৭০)	মোট প্রাপ্ত নম্বর (১০০)	মন্তব্য

কেন্দ্র শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর: .... তারিখ: ....

(সংযোজনী-৩) নমুনা প্রশ্নপত্র

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

বার্ষিক মূল্যায়ন পরীক্ষা-২০২৫

(ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক)

মৌখিক ৭০ নম্বর ৭ X ১০ = ৭০

১। সনাতন ধর্মের দেবদেবীদের মধ্য থেকে (ব্রহ্মা/বিষ্ণু/শিব/দুর্গা/কালী/লক্ষ্মী/সরস্বতী/গণেশ/কার্তিক/বিশ্বকর্মা, শনিদেব/শীতলা দেবী) প্রণাম মন্ত্র যে কোন একটি সরলার্থসহ মুখে বলুন।

২। নিত্যকর্ম এবং ত্রিসন্ধ্যা বলতে কি বুঝুন? নিত্যকর্ম পালন করার নিয়ম কী? অথবা দৈনন্দিন আচার পালনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত যেকোন ২টি মন্ত্র বলুন (পিতৃস্তুতি/মাতৃপ্রণাম/খাদ্যগ্রহণ/জন্মসংবাদ/মৃত্যু সংবাদ/গুরুপ্রণাম/ সর্বকার্যে/গায়ত্রী মন্ত্র/সূর্য প্রণাম/কৃষ্ণ প্রণাম/ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্র ইত্যাদি)।

৩। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে যেকোন ১টি শ্লোক সরলার্থসহ বলুন অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে কতটি অধ্যায় রয়েছে? অধ্যায়গুলোর নাম বলুন অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে মোট কতটি শ্লোক রয়েছে। কে কতটি শ্লোক বলেছেন তা বলুন।

৪। যেকোন একটি প্রার্থনা সঙ্গীত অথবা প্রার্থনা কীর্তন গেয়ে শোনান।

৫। সনাতন ধর্মের উল্লেখযোগ্য ০৫টি তীর্থস্থানের নাম বলুন অথবা একান্ন পীঠের মধ্যে বাংলাদেশে অবস্থিত কয়েকটি পীঠের নাম বলুন।

৬। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ৫ X ২=১০

ক) বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলার সংখ্যা কত?

খ) বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য কত?

গ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কত তারিখে?

ঘ) বাংলাদেশের বিভাগের সংখ্যা কয়টি?

ঙ) বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কোনটি?

৭। বাংলা/ইংরেজিতে বারো মাসের নাম বলুন।

লিখিত: ৩০ নম্বর ৩ X ১০ = ৩০

১। দেবনাগরী বর্ণমালাগুলো লিখুন। অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে যেকোন একটি শ্লোক সরলার্থসহ লিখুন। অথবা সনাতন ধর্মের যেকোন একজন দেবদেবীর প্রণামমন্ত্র সরলার্থসহ লিখুন।

২। সনাতন ধর্মের ০৫ জন দেবদেবীর নাম লিখুন। অথবা অবতারবাদ কী? দশ অবতারের নাম লিখুন অথবা সনাতন ধর্মের ০৫টি উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থানের নাম লিখুন। অথবা সনাতন ধর্মের উল্লেখযোগ্য ০৫ জন মহাপুরুষের নাম লিখুন। অথবা যেকোন ০২জন মহাপুরুষের উল্লেখযোগ্য ০২টি বাণী লিখুন।

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ৫X ২=১০

ক) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত?

খ) অর্জুনের রথের সারথি কে ছিলেন?

গ) চাতুর্বর্ণ কী কী?

ঘ) চার বেদের নাম লিখুন।

ঙ) অর্জুনের মাতার নাম কি?

পরিশিষ্ট-৬

কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির (সি.এম.সি):

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে এই কমিটি নির্বাচন করা হয়। কেন্দ্রশিক্ষক সংশ্লিষ্ট মন্দির পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে প্রতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতে হালনাগাদ কমিটি গঠন করে জেলা কার্যালয়ে জমা দিবেন। জেলার সহকারী প্রকল্প পরিচালক নিরীক্ষান্তে উক্ত কমিটি অনুমোদন দিবেন। কেন্দ্রশিক্ষক কমিটির কর্মপরিধি যথাযথ বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল হবেন।

কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি নিম্নবরূপ:

১.	কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি (পদাধিকার বলে)	সভাপতি
২.	প্রাক প্রাথমিক/ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) কেন্দ্র হলে নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা তাঁর প্রতিনিধি-১ জন বা ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) কেন্দ্র হলে নিকটবর্তী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা তাঁর প্রতিনিধি-১ জন	সদস্য
৩.	কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট মন্দির পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষ-১ জন	সদস্য
৪.	স্থানীয় হিন্দুধর্মীয় শিক্ষানুরাগী-২ জন (ট্রাস্টি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫.	শিক্ষাকেন্দ্রে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সচেতন অভিভাবক-২ জন	সদস্য
৬.	নিয়োগপ্রাপ্ত কেন্দ্র শিক্ষক	সদস্য সচিব

কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধি:

১. শিক্ষাকেন্দ্র সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য যথাযথ সহযোগিতা প্রদান;

২. সময়ানুযায়ী শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা;

৩. বাস্তবায়নকালে শিক্ষাকেন্দ্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা;

৪. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি, শিক্ষার্থী বৃদ্ধি, পাঠদানের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

৫. স্থানীয় পর্যায়ে সহজলভ্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

৬. শিক্ষার্থীদের বিকাশের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন;

৭. শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;

৮. সুষ্ঠুভাবে শিক্ষকেন্দ্র পরিচালনায় সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা।

এই কমিটি প্রতি তিনমাসে একবার সভা করবে এবং শিক্ষাকেন্দ্র সুন্দরভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে ফলপ্রসু ভূমিকা রাখবে। সংশ্লিষ্ট ফিল্ড সুপারভাইজার অতিথি হিসেবে কেন্দ্রমনিটরিং কমিটি সভায় যোগদান করবেন এবং কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করবেন। যুক্তিসঙ্গত কারণে বছরের যে-কোন সময় এই কমিটি জেলা কার্যালয়ের সহকারী প্রকল্প পরিচালকের অনুমতিক্রমে যে-কোন সদস্য পরিবর্তন করতে পারবে।

কমিটির সভায় অভিভাবকদের আহবান করা যেতে পারে। এই বইয়ে শিশুর বিকাশের যে ক্ষেত্রগুলো রয়েছে তা তুলে ধরে শিক্ষক সভাকে জানাবেন এবং অভিভাবকবৃন্দকে সেভাবে সন্তানকে গড়ে তুলতে অনুরোধ জানাবেন। এভাবে সভার সদস্যগণ, অভিভাবক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ আলোচনা শেষে শিক্ষক একটি কার্যবিবরণী তৈরি করবেন এবং জেলা অফিস থেকে প্রদানকৃত কার্যবিবরণী বইতে তা লিপিবদ্ধ করবেন ও জেলা কার্যালয়কে অবগত করবেন। পরবর্তী সভায় এ সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হলো কিনা তা আলোচনা করা হবে। একটি নমুনা কার্যবিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো-

(সংযোজনী-৬)

কেন্দ্র মনিটরিং সভার নমুনা কার্যবিবরণী:

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিষয়: মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের.. জেলার.............................. উপজেলার..শিক্ষাকেন্দ্রের কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির কার্যবিবরণী।

সভাপতি- স্থান- সভার তারিখ- সময়-

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় যেসব বিষয়গুলো আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়-

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১।	
২।	

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

( )
সভাপতি, কেন্দ্র মনিটরিং কমিটি
.... শিক্ষাকেন্দ্র
কেন্দ্রকোড:

প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালকগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালকগণের সমন্বয় সভার একাংশ

প্রকল্পের নরসিংদী জেলার শিক্ষক সমন্বয় সভায় প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব শ্রীকান্ত কুমার চন্দ ও শিক্ষকবৃন্দ